প্রথম বর্ষ

নবম সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحکیم ۳۹:۲۳

ترجمان الحدیث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।। ০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রামাযানুল মুবারক—১৩৬৯ হিঃ।

আষাঢ়—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	৩৬৫
২।	জীবন-দিশারী (কবিতা) ...	আশ্‌রাফ ফারুকী	৩৭৩
৩।	পাকিস্তানের শিক্ষানীতি বনাম প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক (২) ...	মোহাম্মদ আবদুর্‌রহমান, বি, এ, বি, টি ...	৩৭৬
৪।	ইছ্‌লামি কৃচ্ছ্র সাধনা বা ছিয়ামে রামাযান— ...	... ...	৩৮২
৫	শেখের বাড়ীর পাঠশালা ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার ...	৩৯১
৬।	'তারাবীহ্'র নমায ও জামাআৎ	... ...	৩৯৪
৭।	আসিয়াছে রামাযান (কবিতা) ...	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৪০৫
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) ...	... ...	৪০৬

TOILET

www.ahehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | রামাযানুল-মুবারক—১৩৬৯ হিঃ। আষাঢ়—১৩৫৭ বাং। | নবম সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫)

হাম্‌দ—হামিদ—আহ্‌মদ—মোহাম্মদ।

(ক) এযাবৎ যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দারা জানাগেল যে, একমাত্র আল্লাহ সকল সময়ে সকল-দিক দিয়া সর্ব্ববিধ 'হাম্‌দ' অর্থাৎ উত্তম প্রশস্তির উপযুক্ত, তাঁহার সত্তার দিক দিয়া এবং তাঁহার গুণাবলীর জন্যও। এই কারণে তিনি প্রশস্ত ও প্রশংনীয়—আলহামিদ (الحميد) নামে কথিত হইয়াছেন। কোর্‌আনের ছুরা আল্‌বুরুজে আল্লাহ—শক্তিমান প্রশংসার অধিকারী বলিয়া العزيزالحميد অভিহিত হইয়াছেন (৮ আয়ৎ)। ছুরা আশ্‌শুরাতে উক্ত হইয়াছে যে, وهوالولى الحميد আল্লাহ মানুষের সহায় বন্ধু এবং প্রশংসিত (২৮ আয়ৎ)। ছুরা হুদে বলা হইয়াছে যে, انه حميد مجيد আল্লাহ প্রশংসার অধিকারী গৌরবান্বিত (৭৩আয়ৎ)। ছুরা ফ্‌ছ্‌ছিলাতে কথিত হইয়াছে যে, تنزيل من حكيم حميد কোর্‌আন প্রজ্ঞাশীল প্রশংসিতের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে (৪২ আয়ৎ)। ছুরা আল্‌বাক্বারাতে বলা হইয়াছে, واعلموا ان الله غنى حميد হওযে, আল্লাহ সাহায্য-নিরুপেক্ষ প্রশংসার অধিকারী (২৬৭ আয়ৎ)। অর্থাৎ কাহারো নিকট—হইতে তিনি কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন না। কোর্‌আনের কুত্রাপি আল্লাহ শুধু হামিদ (প্রশংসিত) বলিয়া উল্লিখিত হননাই, তাঁহার গৌরবগরিমা,

www.ahehadeethbd.org

প্রজ্ঞা, শক্তিমানত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা ও বন্ধুত্বভাব এবং সাহায্য-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলীর কোন না কোন একটার সহিত যুক্তভাবে গুণবাচক "প্রশংসিত"—হামিদ নাম তাঁহার জন্য কোর্‌আনের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কোর্‌আন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বর্ণনা-পদ্ধতির সাহায্যে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত বিশেষণগুলি হামিদ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ—আল্লাহর অন্যতম নাম হামিদ (প্রশস্য) তাঁহার গৌরবান্বিত, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান, সহায় ও বন্ধু এবং সাহায্যনিরপেক্ষ হইবার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

(খ) আল্লাহ তাঁহার অনন্তমুখী গুণাবলীর জন্য যেরূপ হামিদ, সেইরূপ নবী ও রছুলগণের একচ্ছত্র নেতা—যিনি সর্ব্বশেষে আগমন করিয়াছিলেন, জীবজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় হইবার যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং সেই যোগ্যতা নিবন্ধন তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া—যথাক্রমে আহ্‌মদ (احمد) ও মোহাম্মদ (محمد) নামে কথিত হইয়াছেন, ছাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া ছাল্লাম।

فـامـت محمد أمره محمود واحمد أمره'
دبـن تو سرمد أمره بو القاسم انت كذيت ترا !

অথবা মহিমময় আল্লাহর পবিত্র সত্তা এবং তদীয় গুণাবলীর যে নিবিড় পরিচয় রছুলুল্লাহ (দঃ) লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে সেরূপ ঘনিষ্ঠ—পরিচয় অর্জ্জনকরা অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, সুতরাং আল্লাহর শোক্‌র বা কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মানসলোক যেরূপ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কণ্ঠ ও তদ্রূপ আল্লাহর হাম্‌দ বা প্রসংসায় সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইত। আল্লাহর সর্ব্বাধিক প্রশংসাকারী—ছিলেন বলিয়াই কোর্‌আনে ইছানবী আলায়হিছ্-ছালামের বাচনিক তাঁহাকে আহ্‌মদ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। হয্‌রত ঈছা তাঁহার বিদায়ভাষণে ইছ্‌রায়িলীদিগকে— ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد — সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আমার পরবর্ত্তী যে রছুল আগমন করিবেন, তাঁহার নাম আহ্‌মদ (অত্যন্ত প্রশংসাকারী)—হইবে। ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম,—আছ্‌ছফ্ : ৬ আয়ৎ। *

ইমাম মালেক স্বীয় মোওয়াত্তায়, ইমাম আহ্‌মদ আপন মুছ্‌নাদে, বুখারী ও মুছ্‌লিম স্বস্ব ছহিহ গ্রন্থে, ইবনে ছাআদ তাবাকাতে, বাগাভী শরহুছ্-ছুন্নাহ নামক হাদিছগ্রন্থে ও স্বীয় তফ্‌ছিরে,—তিব্‌মিযি, দারমী, হাকেম, ইব্‌নোমর্দ্দওয়ে, ইব্‌নো মন্দাহ, ইব্‌নোআছাকির ও তাবারানী প্রভৃতি আপনাপন পুস্তকাবলীতে মোহাম্মদ বিনো জোবায়র বিনে মুৎইম, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, আবূ মুছা আশ্‌আরি, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান, আবদুল্লাহ বিনো আব্বাছ রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম প্রমুখ ছাহাবীগণের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন (বুখারীর মূল সূত্র অনুসারে): আমার পাঁচটী নাম,— لى خمسة اسماء : انا محمد واحمد وانا الماحى الذى يمحوالله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر على قدمى و انا العاقب আমি মোহাম্মদ ও আহ্‌মদ এবং আমি মোচনকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফ্‌রের কালিমা মোচন করিবেন এবং আমি হাশের,—আমার রিছালতের শেষভাগে পুনরুত্থান ঘটিবে এবং আমি সর্ব্বশেষ। মুছ্‌লিম, তিব্‌মিযি, বাগাভী ও ইব্‌নে ছাআদ প্রভৃতির রেওয়ায়তে 'এবং আমি সর্ব্বশেষ' উক্তির পর নিম্নলিখিত বাক্য বর্দ্ধিত হইয়াছে—"যাহার পর আর কোন নবী নাই।" + الذى ليس بعده نبى

---

* বাইবেল, নব বিধান, যোহনের পুস্তক (১৬): ১৩ শ্লোক।

+ মোওয়াত্তা (২) ২৪৭ পৃঃ; বুখারী (৬) ৪০৬; মুছলিম (২) ২৬১ পৃঃ; তাবাকাৎ (১) প্রথম প্রকরণ ৬৫ পৃঃ; তারিখো ইব্‌নে আছাকির (১) ২৭৩ পৃঃ; তিব্‌মিযি (৪) ৩০ পৃঃ; শরহুছ ছুন্নাহ, ১৯৭ পৃঃ (M. S. S.); মুছ্‌তাদ্‌রক (২) ৪০৬ পৃঃ; মাজ্-মাউয্-যাওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ পৃঃ; কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১১৫ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

Contents

'আহ্মদ' ও 'মোহাম্মদ' যে একই মহানবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, উল্লিখিত পৌনঃপুনিক ভাবে বর্ণিত (মুতাওয়াতর) হাদিছের সাহায্যে তাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'আহ্মদ' ও 'মোহাম্মদ' 'হামিদে'র ন্যায় 'হাম্দ' ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ। 'আহ্মদ' অতিশয়ার্থ বাচক বিশেষ্য, উহার অর্থ হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত অথবা যিনি অন্যসকলের অপেক্ষা অধিকতর হাম্দ করিয়া থাকেন। আর যেহেতু রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বাপেক্ষা হাম্দকারী, তজ্জন্য তিনি 'মোহাম্মদ'ও বটেন, কারণ তিনি অত্যধিক প্রশংসিত হইয়াছেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) নিজস্ব কবি হাছ্ছান বিনে ছাবিৎ (রাযিঃ) 'মোহাম্মদ' শব্দের অত্যন্ত প্রশংসিত অর্থই তাঁহার কবিতায় গ্রহণ করিয়াছেন :

وشـق له مـن اسمه لـيجـله'

فذ والعرش محمود وهذا محمد !

অর্থাৎ আল্লাহ তদীয় রছুলের গৌরববর্দ্ধনের জন্য আপন নাম হইতে তাঁহার নাম ব্যুৎপন্ন করিলেন। আরশের অধিপতি যিনি, তিনি যেরূপ (প্রশংসিত) মাহ্মুদ, ইনিও তদ্রূপ মোহাম্মদ! ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম। *

ঈছানবী (দঃ) যাঁহার আগমনের সুসংবাদ ইছ্রায়িলীদিগকে শুনাইয়াছিলেন, সেই আহ্মদ যে শেষনবী মোহাম্মদ মোছ্তফা (দঃ) ব্যতীত অপর কেহ নহেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি দ্বারা তাহাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ, তাবারানী, হাকেম ও বাগাভী স্বস্ব হাদিছ গ্রন্থে, ইব্নে জরির আপন তফ্ছিরে এবং ইমাম বুখারী তাঁহার তারিখে ইর্বায্ বিনে ছারিয়ার—(রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ] বলিয়াছেন : আমি পিতা ইব্রাহিমের প্রার্থনার ফল এবং ঈছার সুসংবা-

انا دعوة ابى ابراهيم و

بشارة عيسى و رويا

امى أمنة التى رات -

দের প্রতীক এবং আমার জননী আমেনা যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ পরিণতি।

ইব্নে হিব্বান, হাকেম ও যহবী এই হাদিছকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। *

হয্রত ঈছানবী (দঃ) সিরীক (Syriac)—মিশ্রিত ইব্রীয় (Hebrew) ভাষায় কথা বলিতেন, তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমনের যে সুসংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আপন ভাষায় 'ফারক্লিত্' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শব্দটী আধুনিক অনুবাদিত বাইবেলসমূহ হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ফার্ছী অনুবাদ যাহা লেখকের হস্তে মওজুদ আছে, তাহাতে উক্ত শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে (২৯২ পৃঃ)। ইব্রীয় ফার্ক্লিত ও আরাবী আহমদের অর্থ অভিন্ন। গ্রীক ভাষায় ফার্ক্লিতের সঠিক তর্জমা হইতেছে পেরিক্লিউটাস, আরাবী ভাষায় উহা এবং আহ্মদ সম-অর্থ বোধক, কিন্তু পাদ্রী ছাহেবানের অনুগ্রহে গ্রীক বাইবেলে পেরিক্লিটাস লিখিত হইয়াছে এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) নাম নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে উর্দ্দু, ফার্ছী, বাঙ্গালা, আরাবী ও ইংরাজী ভাষায় অনুদিত বাইবেলে পেরিক্লিটাসের তর্জমা করা হইয়াছে—কখনো রুহুলহক, কখনো সত্যের আত্মা, কখনো শান্তিদাতা, Comforter, কখনো গৌরবান্বিত। পুরাতন উর্দ্দু অনুবাদে ইংরাজীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার অর্থ تسلى دينے والا (শান্তিদাতা) করা হইয়াছিল কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলসমূহে সমবেত ভাবে ফার্ক্লিতের অনুবাদ 'উকিল' করা হইয়াছে। পুনশ্চ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের উর্দ্দু বাইবেলে [illegible] শব্দের অনুবাদ হইয়াছে—'রুহে হক' বা সত্যের আত্মা!

শায়খুল ইছ্লাম ইব্নে তায়মিয়া বলেন, যোহনের পুস্তকে উল্লিখিত ফারক্লিতের অর্থ যদি হামেদ

* দিওয়ান-হাছ্ছান বিনে ছাবিৎ—বর্কুকীর ব্যাখ্যা সহ, ৭৮ পৃঃ।

* মুছ্নাদে আহমদ (৪) ১২৮ পৃঃ ; মজ্মাউয্-যাওয়ায়েদ (৮) ২২৩ পৃঃ ; কন্যুল উম্মাল (৬) ১০৪ পৃঃ, শর্হুছ্ছুন্নাহ, ১৯৭ পৃঃ, তফ্ছির—ইবনেজরির (২৮) ৫৭ পৃঃ, মুছ্তাদ্রক, তল্খিছ-সহ (২) ৪১৮পৃঃ, ফত্হুলবারী (৬) ৪০৭ পৃঃ, বুখারীর তারিখে ছগির, ৮ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

Contents

(প্রশংসাকারী) বা হাম্মাদ (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) অথবা হাম্‌দ (প্রশংসা) হয়, তাহা হইলে মোহাম্মদ মোছ্‌তফার (দঃ) মধ্যে এই গুণ সুস্পষ্ট। কারণ তিনি এবং তাঁহার প্রশংসারত (হাম্মাদুন) উম্মৎ সকল অবস্থায় আল্লাহর 'হাম্‌দ'— করিয়া থাকেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কিয়ামতে যে পতাকা— উত্তোলিত করিবেন, তাহার নাম 'হাম্‌দের' পতাকা (লেওয়াউল হাম্‌দ) হইবে। তাঁহার অভিভাষণ ও নমাযের সূচনা 'হাম্‌দ' দ্বারা সাধিত হইত। অত্যন্ত প্রশংসাকারী হওয়ার দরুণ সেই গুণে স্বয়ং তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। কৃতকর্ম্মের ফল স্বরূপ— তাঁহার নাম হইয়াছে মোহাম্মদ ও আহ্‌মদ! মোহাম্মদ— মোকার্‌রম ও মোআয্‌যমের সমগতিকশব্দ, যাঁহার অতিমাত্রায় প্রশংসা করা হয় এবং যিনি সেই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র. তিনি —মোহাম্মদ (দঃ)! আর যেহেতু তিনি আহ্‌মদ, সুতরাং তিনি মোহাম্মদও বটেন! আহ্‌মদের অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত— (অতিশয়ার্থ বাচক). অর্থাৎ অন্য সকলের অপেক্ষা প্রশংসনীয় হইবার যোগ্য। —

فان معنى الفارقليط ان كان هو الحامد او الحماد او الحمد، فهذا الوصف ظاهر فى محمد صلى الله عليه وسلم، فانه و امته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال، وهو صاحب لواء الحمد والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته ولما كان حمادا جوزى بوصفه، فان الجزاء من جنس العمل فكان اسمه محمدا واحمد - اما محمد فهو على وزن مكرم ومعظم، وهو الذى يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه و يستحق ذلك، فلما كان احمد كان محمدا - واما احمد فهو افعل التفضيل، هو احمد من غيره اى احق بان يكون محمودا اكثر من غيره - يقال : هذا احمد من هذا اى هذا احق بان يحمد من هذا، فيكون فيه تفضيل له على غيره فى كونه محمدا - فلفظ محمد يقتضى فضله فى الكمية ولفظ احمد يقتضى فضله فى الكيفية -

ومن الناس من يقول احمد اى اكثر حمدا من غيره، فعلى هذا يكون بمعنى الحامد والحماد -

অতএব প্রশংসার পরিমাণের দিকদিয়া শ্রেষ্ঠত্ব— মোহাম্মদ শব্দদ্বারা প্রমাণিত আর প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আহ্‌মদ নাম দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ বহুলভাবে প্রশংসিত হইবার জন্য রছুলুল্লাহকে মোহাম্মদ (দঃ) এবং অন্য সকলের তুলনায় প্রশংসা লাভ করার অধিকতর যোগ্য ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আহ্‌মদ (দঃ) বলা হইয়াছে। অনেকে আহ্‌মদের অর্থ করিয়াছেন,—যিনি সকলের অপেক্ষা অধিকতর 'হাম্‌দ' করিয়া থাকেন। এই উক্তি অনুসারে আহ্‌মদের অর্থ হামেদ ও হাম্মাদের অনুরূপ হইবে। *

ঈছা নবী (দঃ) যে রছুলের আগমন সংবাদ ইছরায়িলীদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আহ্‌মদ রছুল (দঃ) এবং মোহাম্মদ রছুল যে অভিন্ন ব্যক্তি (দঃ). কোর্‌আনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ এবং বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিষ্কার উক্তির সাহায্যে তাহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে অতএব রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাবের পর যাহারা এ কথা বলিবে যে, ঈছা আলায়হিছছালাম যে আহমদের শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন. তিনি আল্লাহর শেষ রছুল মোহাম্মদ মোছ্‌তফা (দঃ) নহেন, তাহারা ভ্রমান্ধ অথবা মিথ্যুক। ইছলামের শত্রুদল এই রূপ প্রচারণার সাহায্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোর্‌আন এবং তাহার ধারক রছুলুল্লাহর (দঃ) মআযাল্লাহ অসত্যতাই সাব্যস্ত করিতে চায়। কোর্‌আন কথিত আয়তের অপরার্দ্ধে স্বয়ং এই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করিয়াদিয়াছে যে, ছুরা আছ্‌ছফ্‌ফের বর্ণিত আয়ৎ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই হযরত ঈছা কর্তৃক সুসংবাদিত মহানবীর (দঃ) আবির্ভাব জগতে ঘটিয়াছিল। আল্লাহ বলেন :— ঈছা বিনে মর্‌য়্যমের فلما جاء هم بالبينات قالوا

* আল্‌জওয়াবুছ্‌ছহিহ (৪) ৫—১৭ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

সুসংবাদমত সেই আহ্‌মদ রছুল [দঃ] যখন জলন্ত প্রমাণ সহ আগমন করিলেন, তখন ইছ্‌রায়িলীরা বলিয়াছিল যে, ইহা চমৎকার ইন্দ্রজাল ! هذا سحر مبين –

যদি মোহাম্মদ মোছ্‌তফা [দঃ] ঈছা নবীর কথিত আহ্‌মদ রছুল না হন, তাহা হইলে আর কোন্ নবীর নবুওৎকে তৎকালীন ইছ্‌রায়ীলিরা অস্বীকার করিয়াছিল ?

রছুলুল্লাহ [দঃ] যে হয্‌রত ঈছার সুসংবাদিত আহ্‌মদ [দঃ] নহেন, তাহা সাব্যস্তকরার জন্য দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইছলামের চির-শত্রু পাদ্রীগণ বাইবেল হইতে যীশুর কথিত 'আহ্‌মদ' বা তাহার সম-অর্থবোধক 'পেরিক্লিউটাস' শব্দটাই উড়াইয়া দিয়াছেন আর এক দল লোক স্বয়ং দাবী করিয়া বসিয়াছেন যে, ঈছার প্রতিশ্রুত আহ্‌মদ [আলায়হিছ্‌ছালাম] স্বয়ং তাঁহারাই, আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ মোছ্‌তফা [দঃ] নহেন !

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز
بسوخت عقل ز حیرت که ایں چه بوالعجبی است !

শেষোক্ত দলের মধ্যে ইব্‌রাহিম নায্‌যামের [১৮৫—২২১] ছাত্র আহ্‌মদ বিনে আবি খাবিতের প্রিয় শিষ্য আহ্‌মদ বিনে ছাবুছ অন্যতম। হাফেয ইব্‌নেহযম লিখিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি প্রথমে আপন গুরুর পরিগৃহীত পুনর্জন্মবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইত, তারপর নবুওতের দাবী করিয়া বসে এবং বলিতে থাকে যে, কোরআন কর্তৃক বর্ণিত ইছা-নবীর প্রতিশ্রুত আহ্‌মদ সে স্বয়ং ! অর্থাৎ তাহার উদ্দেশেই কোর্‌আনের ছুরা আছ্‌ছফ্‌ফের আলোচ্য আয়ৎ অবতীর্ণ হইয়াছে। *

দেবতা অধ্যুষিত ভারতভূমিতে ইব্‌নেছাবুছের বহুশতাব্দী পর তাহার দাবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাবের অধুনা হিন্দুস্তান রাজ্যের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্‌যা গোলাম আহ্‌মদ নামক জনৈক ব্যক্তি প্রচার করেন যে,—ছুরা আছ্‌ছফ্‌ফে আহ্‌মদের আগমন সম্পর্কিত আয়তে ইহা ইঙ্গিতকরা হইয়াছে যে, শেষযুগে রছুলুল্লাহর (দঃ) একজন প্রতীক আবির্ভূত হইবেন, তিনি তাঁহার একটী হস্তের ন্যায় হইবেন এবং হযরত ঈছার পদ্ধতীতে তিনি প্রেমের সাহায্যে ধর্ম্মকে বিস্তারিত করিবেন। *

মির্‌যার পুত্র বশির আহ্‌মদ স্বীয় 'কলেমাতুল-ফছ্‌ল' নামক পুস্তকে স্পষ্টতর ভাবে বলিয়াছেন,—প্রতিশ্রুত মছিহ মিরয গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানির আল্লাহ বারম্বার স্বীয় প্রত্যাদেশে 'আহ্‌মদ' নাম রাখিয়াছেন, অতএব মির্‌যার নবুওৎ অস্বীকারকারীর দল কাফের ! †

কাদিয়ানি দলের মুখপত্র আল্‌ফয্‌ল তাহাদের নবীর দাবী এবং কাদিয়ানি উম্মতের পরিগৃহীত মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—কিন্তু কোর্‌-আনের শুধু এক স্থানে ছুরা ছফ্‌ফে আহ্‌মদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাও গল্পচ্ছলে, মছীহের ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ! প্রতিশ্রুত মছীহ মির্‌যা গোলাম আহ্‌মদের ইল্‌হাম্‌সমূহে পুনঃ পুনঃ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক তাঁহাকেই (মির্যাকেই) ঠাওরান হইয়াছে আর বারম্বার প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আগমনকারী আহ্‌মদ রছুল, যাঁহার উল্লেখ হযরত ঈছার ভবিষ্যদ্বাণীতে রহিয়াছে, তিনি স্বয়ং মির্যা ছাহেব ! আহ্‌মদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আঁহযরতের নিমিত্ত হইয়াথাকিলে তাঁহার ওয়াহির মধ্যে তাঁহাকে আহ্‌মদ বলিয়া আখ্যাত করিয়া উহার সত্যতা সাব্যস্ত করা হইত। ‡

আমি বলিতে চাই, কাদিয়ানি উম্মতের দুর্ভাগ্য যে, কোর্‌আন ছাবুছী বা কাদিয়ানি নবীর পরিবর্ত্তে মক্কী-মাদানি নবী ও রছুল মোহাম্মদ মোছ্‌তফা ছাল্লাল্‌লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল সুতরাং কোর্‌আন ব্যাখ্যাকরার যে অধিকার রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নিকট হইতে লাভ করিয়া-

* মিলাল ওয়ান্নহল (৪) ১৯৮ পৃঃ।

* মির্‌যার আর্‌বাঈন নামক পুস্তক (৩) ৩৮ পৃঃ।

† রিভিউ অফ রেলিজিয়ন্স (কাদিয়ান) ১৪শ খণ্ড, ১৪১ পৃঃ।

‡ আল্‌ফয্‌ল (৩) ২৫ সংখ্যা, ১৯শে আগষ্ট ১৯১৫।

www.ahehadeethbd.org

ছিলেন, ছাবুহী ও কাদিয়ানিগণ তাহা সমবেত ভাবে অগ্রাহ্য করিতে চাহিলেও পৃথিবীর কোন সুস্থ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তাহাদের এই আব্দারে কর্ণপাত করিবেনা। আল্লাহ বলিয়াছেন,—ঈছা মছীহ যে রছুলের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি আহমদ (দঃ) নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, কারণ তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং স্বয়ং প্রশংসিত ও সর্ব্বাধিক প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। বর্ণিত আয়তের অবতরণ কালে সেই—আহ্‌মদ রছুলের (দঃ) আবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছিল, প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং ঈছামছীহের (দঃ) অনুসরণকারীরা তাহাদের নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও উক্ত আহ্‌মদ রছুল (দঃ) কে গ্রহণ করেন নাই। কোর্‌আনের প্রত্যক্ষ ওয়াহীর ধারক হযরত মোহাম্মদ মোছ্‌তফা (দঃ) আল্লাহর আদেশ ক্রমে উপরি উক্ত ওয়াহীর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে, ঈছা মছীহ আলায়হিছ্‌ছালামের ভবিষ্যদ্বাণীর রূপায়ণ আমার মধ্যে সাধিত হইয়াছে এবং আহ্‌মদ ও মোহাম্মদ দুইটী নামই আমার!

আল্লাহর বাণী এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত উহার ব্যাখ্যা কল্পনা-বিলাসীদের সমস্ত ভাবাবেগ অপেক্ষা অধিকতর সত্য। ইছলামজগত তাহাদের নবীর ন্যায় তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যাও মান্য করিয়া লইয়াছে এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করার হীন ও হাস্যকর ষড়যন্ত্রে যাহারা লিপ্ত হইয়াছে, স্বয়ং তাহাদিগকেই মিথ্যুক বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। ছাবুহী ও কাদিয়ানির দল তাহাতে যতই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বিশ্বমুছ্‌লিমকে কাফের সাব্যস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হউন না কেন, তাহাতে তাঁহারা আদৌ বিচলিত নহেন। ইছলামজগতের আর যতই অধঃপতন ঘটিয়া থাকুক, তাহারা কাহারো ক্রোধ বা সন্তোষের জন্য তাহাদের কৌস্তুভমণি মোহাম্মদ (দঃ) রছুলের প্রতি কখনই আস্থাহারা হইবেনা, কারণ এই আস্থাই তাহাদের শেষ সম্বল এবং ইহাই তাহাদের জীবনপ্রদীপ। গৌরবান্বিত—ইক্‌বাল সত্যকথাই বলিয়াছেন,—

در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروئے ما ز نام مصطفی است!

হাম্‌দ—হাম্মাদূন।

শাইখুলইছ্‌লাম রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎকে হাম্মাদূন (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণকারীগণ এই নামেই কথিত হইয়াছেন। দার্‌মী কাআবুল আহ্‌বারের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎ-কে হাম্মাদূন (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) বলা হইয়াছে, কারণ তাঁহারা সুখে ও দুঃখে সকল অবস্থাতেই আল্লাহর হাম্‌দ কীর্ত্তন করিবেন, প্রত্যেক অবতরণ ক্ষেত্রে তাঁহারা 'আল্‌ হাম্‌দোলিল্লাহ' বলিবেন এবং উচ্চ ভূমিতে আরোহণ কালে তক্‌বির ধ্বনি (আল্লাহো-আক্‌বর) উচ্চারণ করিবেন। *

امته الحمادون' يحمدون الله فى السراء والضراء' و يحمدون الله فى كل منزلة و يكبرون الله على كل شرف -

হাম্‌দকীর্ত্তণকারী মুছ্‌লিমজাতির উল্লিখিত—বৈশিষ্ট্যের কথা হয্‌রত দাউদের যবুরে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

১। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, স্বর্গ হইতে সদা প্রভুর প্রশংসা কর; উর্দ্ধস্থানে তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা কর।

২। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও, সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও।

৩। তাহারা নৃত্যযোগে তাঁহার নামের প্রশংসা করুক, তবল ও বীনাযোগে তাঁহার প্রশংসা গান করুক;

৪। কেননা সদা প্রভু আপন প্রজাদিগেতে প্রীত তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন।

৫। সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক, তাহারা

* মুছনদে দার্‌মী, ৪ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক।

৬। তাঁহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাঁহাদের হস্তে দুই দিক ধারালো খড়্গ থাকুক। *

শাইখুলইছ্লাম ইব্নে তায়মিয়া বাইবেলের যে আরাবী সংস্করণ হইতে যবুরের উল্লিখিত পদাবলী তাঁহার গ্রন্থে সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহার সহিত আধুনিক অনুদিত বাইবেলগুলির সামঞ্জস্য বিধান এক দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ফরেণ বাইবেল সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালা বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক। একান্ত দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদকগণ ইহাতে ঐশী গ্রন্থের সাহিত্যিক মর্য্যাদাও রক্ষা করিতে যত্নবান হন নাই। যাহা হউক উদ্ধৃতাংশের পঞ্চম শ্লোক সম্বন্ধে শাইখুলইছলাম বলেন.—

হযরত দাউদের উক্তি, "তোমরা আল্লাহর—উদ্দেশে নূতন বন্দনাগীতি গান কর"—ইহার অর্থ নবপদ্ধতীর ইবাদৎ, যাহা আল্লাহ মুছলিম জাতির জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন পাঁচবারের নমায নূতন পদ্ধতীতে ব্যবস্থিত হইয়াছে। উহার প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে জিব্রিল রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিয়াছিলেন, ইহা আপনার ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জন্য নমাযের নির্দ্দিষ্ট সময়! নবীগণের পুরাতন ইবাদৎ মুছলমানগণের জন্য নূতন ভাবে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ক

হযরত দাউদ কর্ত্তৃক সদা প্রভুর প্রশংসা করার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ার তাৎপর্য্যও ইহাই। কারণ "আল্হাম্দো লিল্লাহ" বা আল্লাহর জন্য সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি অর্থাৎ "হাম্দ" দ্বারা যেরূপ নমাযের সূচনাকরা হয়, দ্বিতীয় তাশাহ্হুদেও সেই রূপ আল্লাহর "হামিদুম্ মজিদ" প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত নাম লইয়াই নমায শেষ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক নমাযের প্রত্যেক রাক্আতে ছুরত আল্-হাম্দ পঠিত হয় এবং প্রত্যেক রাক্আতে রুকু হইতে উঠিবার সময়েও আল্লাহর প্রশংসা করিয়া বলা হয়—যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিল, তাহার সেই প্রশংসা আল্লাহ শ্রবণ করিলেন, হে প্রভো, আপনার জন্যই সকল উত্তম প্রশস্তি——হাম্দ! মুছলমানগণের কোন খুৎবা, বক্তৃতা ও পাঠ হাম্দ ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ হয় না।

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد —

শয্যায় আল্লাহর প্রশংসা গানকরা সম্বন্ধে—হযরত দাউদের যে উক্তি, তাহার তাৎপর্য্য সম্পর্কে শাইখুলইছলাম বলেন যে, ইহার দ্বারাও মুছলিম-জাতির পরিচয় সূচিত হইতেছে। কারণ দাঁড়াইয়া বসিয়া ও শায়িত হইয়া সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের জন্য নমায পড়া ফরয করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থধারীগণের জন্য এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। *

রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎগণের কণ্ঠোচ্চারিত আল্লাহর হাম্দে পৃথিবীর সকল প্রান্ত, নদনদী, সাগর, দ্বীপ, গিরীগহ্বর, পর্ব্বত শিখর, উপত্যকাভূমি, প্রান্তর ভাগ, মরুকান্তার, অরণ্যানী, নগরনগরী, গ্রাম ও জনপদসমূহ সতত মুখরিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী আশ্ঈয়া (اشعيا) নবীর বাচনিকও উচ্চারিত হইয়াছিল :

১০। হে সমুদ্রগামীরা ও সাগরস্থ সকলে, হে উপকূলসমূহ ও তাহার নিবাসীরা, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার প্রশংসা গাও।

১১। প্রান্তর ও তথাকার নগরসকল উচ্চধ্বনি করুক, কেদারের বসতি গ্রামসকল তাহা করুক,—ছলঅ নিবাসীরা আনন্দরব করুক, পর্ব্বতসমূহের চূড়া হইতে মহাশব্দ করুক;

১২। তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার—করুক, উপকূল (দ্বীপ) সমূহের মধ্যে তাহার প্রশংসা প্রচার করুক। ক

আশঈয়া নবী ও কাআবুল আহ্বারের কথিত জলেস্থলে, পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে উন্নত ও নিম্ন-

* গীত সংহিতা, ১৪৮ ও ১৪৯।

ক আল্ জওয়াবুছ্ছহিহ (৩) ২৯৯ পৃঃ।

* আল্ জওয়াবুছ্ছহিহ (৩) ২৯৬ পৃঃ।

ক পুরাতন বিধান, আশঈয়া ভাববাদীর পুস্তক, ৪২ অধ্যায়।

www.ahehadeethbd.org

ভূমিতে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর প্রশংসা গান করা— হাম্মাদুন মুছলিমগণের জাতীয় আচার। তাঁহারাই দৈনিক পাঁচবার উচ্চৈঃস্বরে আযান দিয়া আল্লাহর মহিমাকীর্ত্তন করেন। দৈনন্দিন নমাযসমূহের বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসে ও ছালাম ফিরাইবার পর, ঈদুলফিত্‌র, ঈদুলআয্‌হা ও তশরিক দিবসগুলিতে এবং ঈদ্‌গাহে যাইবার পথে, হজ্জের মওছুমে তল্‌বিয়ার সময়ে ও মিনার ত্রিদিবসে. পাঁচবারের ফরয নমাযের পর, "কার্‌বানি ও যবিহার সময়ে, মিনায় প্রস্তরখণ্ডগুলি নিক্ষেপ করার কালে, পবিত্র কা'বা প্রদক্ষিণের সময়ে এবং ছফা ও মর্‌ওয়ায় আরোহণকালে কেবল মুছল-মানরাই আল্লাহর প্রশংসা ও জয়ঘোষণায় দশদিক মুখরিত করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহে ঘনঘন প্রচণ্ড-বিক্রমে আল্লাহর জয়ধ্বনি করা একমাত্র মুছলমান-গণের জাতীয় আচার। লড়াই অথবা হজ্জ ও উম্‌রা প্রভৃতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মুছলমানদিগকে নিম্ন লিখিত তছবিহ্‌ উচ্চৈঃস্বরে পাঠকরার উপদেশ— দেওয়া হইয়াছে,—

الله اكبر ثلاثا لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون -

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই, তিনি— একক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কেহ অংশী নাই। সার্ব্বভৌমত্ব কেবল তাঁহারই, হাম্‌দ শুধু— তাঁহারই! তিনি সর্ব্বশক্তিমান। আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি তওবাকরিয়া—ইবাদৎকারী, ছিজদা-কারী এবং আল্লাহর হাম্‌দ অর্থাৎ প্রশংসাকারী—হইয়া। *

পথ চলিবার সময়ে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ এবং নিম্নভূমিতে অবতরণকালে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ যথাক্রমে আল্লাহোআক্‌বর ও ছোব্‌হানাল্লাহ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেন বলিয়া জাবির বিনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ বিনে উমর রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুমা বর্ণনা করিয়াছেন। *

রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎগণ উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর প্রশংসা করিতে যেরূপ অভ্যস্ত, পৃথিবীতে অপর কোন জাতিই সেরূপ নহেন, সুতরাং আশ্‌ঈয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বিশেষত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মত ছাড়া অন্য কোন জাতির উপর তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণীর একাদশ শ্লোকে খোলাখুলি ভাবেই রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে 'কেদারের বসতি গ্রাম' ও 'ছলঅ্‌-নিবাসীদের' উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর প্রশংসা (হাম্‌দ) করার উল্লেখ আছে এবং কেদারের বসতি যে গ্রামে, তাহারই নাম মক্কা, আর মদীনার অধি-বাসীবৃন্দই 'ছলঅ্‌ নিবাসী'!

হয্‌রত ইব্‌রাহিম আলায়হিছ্‌ছালামের পুত্র হয্‌রত ইছ্‌মাঈলের বারজন পুত্র ছিলেন. যথা— নবায়েৎ, কেদার, আদ্‌বাঈল মিব্‌শম, মিশ্‌মা দুমা, মসা, হদর, তিমা, যেতুর, নফিশ ও কেদ্‌মা। আদ্‌নান ও কহ্‌তান দ্বিতীয়পুত্র কেদারের বংশধর। মুযারের বংশ তালিকা এইরূপ : মুযার বিনে নযার বিনে মাআদ বিনে আদ্‌নান। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে কোরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মুযারের পুত্র ইল্‌ইয়াছের বংশধর। † অতএব— প্রমাণিত হইল যে, কোরায়শগণ মূলতঃ কেদারেরই বংশধর। কেদার এবং তাঁহার গোষ্ঠী কোরায়শগণের বসতি যে মক্কায় ছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কেদা-রের বংশধর কোরায়শ-কুলসূর্য্য মোহাম্মদ মোছ্‌-তফা (দঃ) এবং তাঁহার হাম্‌মাদুন উম্মৎ কর্ত্তৃক আদিগ্রাম—উম্মুল কোরা মক্কানগরী আল্লাহর— প্রশংসা বা হাম্‌দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে, আশ্‌-ঈয়া নবী স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ১১শ শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

* ছহিহ্‌ বুখারী (২) ১০৬ পৃঃ।

* ছহিহ্‌ বুখারী (২) ১০৬ পৃঃ ; ছুননেআবিদাউদ (২) ৩৩৮ পৃঃ।

† বাইবেল, আদিপুস্তক, ২৫শ অধ্যায়, ১৩—১৬ শ্লোক : আল্‌জওয়াবুছ্‌ছহিহ (৩) ৩১২ পৃঃ ; তারিখে— ইব্‌নেকছির (১) ১৯৩ পৃঃ।

Contents

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত 'ছলঅ্' মদীনার অন্তর্গত একটী পাহাড়ের নাম। বুখারীতে কাআব বিনে মালেকের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ 'ছলঅ্' পাহাড়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ পাহাড়ের উপর হইতেই তিনি তাঁহার তওবা গ্রাহ্য হইবার সুসংবাদ সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি উক্ত পাহাড়ে নিজের একটী আবাসও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইব্নেহিশাম ও ইব্নেজরির প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, পরিখাযুদ্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) 'ছলঅ্' পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া—সৈন্যসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যভাগে পরিখা অবস্থিত ছিল। *

আশ্ঈয়া নবী 'ছলঅ-নিবাসীদের' উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র প্রশংসা করা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, মদীনার আন্ছার ও মুহাজেরগণের মধ্যে তাহার রূপায়ণ হইয়াছিল কি ভাবে, বিশ্ব-চরাচরের প্রত্যেক প্রাণী তাহা অবগত আছে।

* বুখারী (৮) ৯১ পৃঃ; ইবনেহিশাম (২) ৯৪ পৃঃ; ইবনেজরির (৩) ৪৬ পৃঃ।

জীবন-দিশারী

আশ্রাফ ফারুকী,—জামালপুর, ময়মনসিং।

আঁধার দুনিয়া। আঁধেরা রাত
জীবনের মরু পথে চলে দিক্ ভোলা পথিক,
সংগী সম্বিৎহীন।
হাহাকার জাগে দুনিয়ার বুকে
কাত্রানি শুনি বাতাসে।
রাহাজানি আর হানাহানি
চলে বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
জাগে ঝড় কবির চিত্তাকাশে
অশান্ত সায়রে জাগে ঊর্ম্মি।
ছিন্ন জীবন ভেলা।
বলাকার দলে অনন্ত কাকুতি।
আপনার কথা বড় হয়ে আজি
অন্যের ধ্বংসের স্তূপে গড়ে ইমারত সমৃদ্ধির।
তারই প্রতিক্রিয়া আজি রাশিয়ার বাতাসে শুনি
বর্জুয়া পীড়নে জবরদস্ত, ক্ষমাহীন ক্রুরতা।
দোলে অঞ্চল নিষ্ঠুরার চীনের হাওয়ায়
বিশ্বসমরের রঙীন পেয়ালা ভরে উঠে
রক্তিম জহররসে। * * *
* * *

www.ahehadeethbd.org

কাফেলার লোক বুঝেছে আজিকে
এ সংঘাতের নেই কোন আপোষ।
অর্থ-বাটোয়ারার আজিকার বিরোধ-ধারায়
যে দুস্তর ব্যবধান
সমন্বয়ের পথে চাই আজি এর নিরসন।
নতুবা বিরোধের রুদ্র দাবানলে
বিশ্বশান্তি আর বিশ্ব-সভ্যতা ডুবে যাবে রসাতলে—
নিমজ্জিত অন্ধকূপে। *
* * *
আজি মুক্তির আগ্রহে অধীরা ধরণী
চায় মুক্তি চরম ইজ্‌মের নাগপাশ হতে।
নোতুন দিনের নবারুণ স্পর্শে কে আজি
আঁধার দুনিয়ার বুকে জাগিয়ে তুলে
অপূর্ব আনন্দের পুলক শিহরণ!
কে বাজায় আজি নোতুন জীবন-জাগর--বীণ।
... ...
উত্তর চাই।
আরবের 'লু' হাওয়ায় মিলে এ সওয়ালের জওয়াব,
মিলে মানবতার ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি,
আত্মার শেকোয়ার সদুত্তর।
জড়বাদীর পঙ্গু জীবন খুঁজে পায়
জীবনের আবেহায়াত।
প্রতীচ্যের বস্তু সভ্যতা
কাঁদায় —— ক্রন্দন তুলে আকাশে বাতাসে।
ইছলাম বলে— ভয় নেই, গমি নেই, কমি নেই ঈমানদারের
সমাজ পতির মনগড়া বিধানের নেই স্থান,
স্থান নেই যাজক পীড়নের।
স্থান নেই বুদ্ধি-বন্ধ জীবনের।
ছিন্ন যীন্দেগীর ধারায় নেই বিরোধের পাষাণ প্রাচীর।
বংশের আভিজাত্য, জন্মগত অভিশাপ, জাতিগত অধিকার,
দেশগত বৈষম্য, বর্ণগত সুযোগ নেই হেথা নেই।
পাদ্রীর কৌমার্য্য নেই, ভিক্ষুর অনাহার মরণ নেই
অন্ধগুহায়—জীবনের বলিদান নেই সন্ন্যাসের কাছে।
আছে স্বভাব ধর্ম। চলনশীল মানব জীবন।
আকাশের যা নীলিমা, কুসুমের সুরভী যাহা
আত্মার ইছলাম তাই।

www.ahehadeethbd.org

'রোহ্‌বানিয়া' নেই ইছলামে
ফেৎরতের ধর্মে শুধু চলমানতা, শুধু শক্তিলীলা!
নেই অভিশাপ—প্লিবিয়ান পেটিশিয়ানের
আশরাফ-আতরাফ, ধনী নির্ধনের।
এক আল্লার দাস, সবাই এক জাতি
সমাজ-নীতিতে আন্তঃ-জাতির সৃষ্টি।

অর্থশাসনে আনে সমন্বয়—
বহু সঞ্চয়ের কালিমা জাকাতের জলে যায় মুছে।
অর্থ বৈষম্যে মিলনের প্রয়াস পাই—ফেৎরা, কোর্‌বাণী, হজে।
শরীরে শোণিত ধারা সতত সঞ্চারমান,
জীবন রস সদা প্রবাহিত।
বদনমণ্ডলে রক্তের প্রাবল্য নয় স্বাস্থের লক্ষণ।
তাই সমাজ দেহে চাই অর্থে স্বভাব বণ্টন
সমান প্রবাহ—যেখানে যেমন প্রয়োজন।
নতুবা সমাজ-গলদের প্রতিফল
আজিকার সভ্যতার ক্লেদ, পঙ্কিলতা
সঞ্চারিত হবে আগত সমাজদেহে।
ইছলাম তাই মুনাফা শিকারী আর কুসীদজীবিরে
হোশিয়ারী দেয়— অর্থের স্থান দেয় আল্লার নীচে।
ভক্তের হৃদয়-কন্দরে আল্লার স্থান আগে।
পরিহার্য্য নয় অর্থ—তবু এ নয় চরম লক্ষ্য।
"লক্ষ্যে পৌছবার উপায়"—লক্ষ্য নয়।
জীবনের রয়েছে পরমলক্ষ্য, চরম মূল্য
বৃহৎ মূল্যের কাছে আর্থিক জীবন নয় কি বিধেয়?
ইছলামী অর্থসূত্রে জানি
আল্লার প্রতি করণীয় সকল কাজের আগে।
আজানের পূতবাণী যবে প্রাণের রন্ধ্রে আনে পুলক শিহরণ
ভক্ত হয় সাষ্টাঙ্গে প্রণত।
নয় শুধু উষার বিমল হাসিপ্লুতক্ষণে
মৃদুমন্দপবন হিল্লোলিত
বিহগ কাকলী মুখরিত কালে নয় শুধু
নয় অলিকুল গুঞ্জরণ কালে
গভীরারজনীর সুসুপ্তিভরা ক্ষণে নয় শুধু—
দিবস শ্রান্তিকান্তিহরা, সুখচন্দ্রিমালোক উজলকরা-মুহূর্তে
নয় শুধু। শান্তিদায়িনী ক্লান্তিহারিণী দুগ্ধ-শুভ্র-ফেননিভ

www.ahehadeethbd.org

শয্যায় শয়ন করার কালে নয় শুধু।
"কার্য্যব্যস্ততার মাঝেও সে খুঁজে আল্লার উপলব্ধি।"
সে জানে রুটি নয় আত্মার খোরাক।

* * * * *

তামাম বিশ্বের মানব কাফেলা চলে.....
চলে মানব ধর্মের স্বভাব অনুশাসনে,
শক্তির জবরদস্তী নেই, নেই পার্থিব আইনের পীড়ন।
পঙ্গু জীবনের আঁধার রাতি নেই,
উষা হাসে, জেগে উঠে প্রাণ,
আলো-উজল-করা সড়ক পথে চলে জীবনের কাফেলা।
প্রাণের স্বাভাবিক আবেদন এ চলার নির্দ্দেশে।
দিশারীর দিশা—শুধু প্রেরণা—নয় শক্তির প্রয়োগ।
মক্কার পথে আজানের সুরে পাগলপারা কাফেলা চলে.....
চলে কাফেলা.....
মস্কোর শঙ্খে যে আওয়াজ উঠে,
সৃজনে নহে ধ্বংসে তাহার দিশা।

পাকিস্তানের শিক্ষানীতি
বনাম
প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক।

(২)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি, টি।

ম্যাট্রিক বাংলা সঙ্কলন—
'সাহিত্য পরিচিতি'

গত সংখ্যায় আমরা হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রচলিত বাংলা পাঠ্য পুস্তকের নমুনা পেশ করিয়াছি। এবার পূর্ব্ববঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীদ্বয়ের জন্য নির্ব্বাচিত বাংলা বহির স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করিব।

বাংলা সঙ্কলন পুস্তকটির নাম রাখা হইয়াছে—'সাহিত্য পরিচিতি'। বাংলা সাহিত্যের সহিত ছাত্রদের পরিচয় সাধনই যে সঙ্কলকদের উদ্দেশ্য তাহা পুস্তকের নাম দেখিয়াই অনুমান করিয়া লওয়া—যায়। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই গদ্য ও পদ্য উভয় অংশেই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে অত্যাধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু লেখক ও কবির লেখা সঙ্কলিত করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের ধারা ও গতি বুঝাইবার জন্য সবিস্তারে বিভিন্ন

www.ahehadeethbd.org

Contents

যুগের বৈশিষ্টসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে দিগদর্শন শীর্ষক ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অবশ্য সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক ধারার সূক্ষ্ম সমালোচনা কাহাদের জন্য কী উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় নাই। যে ভাবে উহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে মাধ্যমিক স্কুলের তরুণ ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রদের জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা এবং কার্য্যকারিতা কি, তাহা আমরা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

[গদ্যাংশ]

উদ্যোগযুগ

'সাহিত্য পরিচিতি'র গদ্যাংশে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে উদ্যোগযুগ, নির্ম্মিতিযুগ, সমৃদ্ধিযুগ এবং যুদ্ধোত্তরযুগ এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে উদ্যোগযুগেই বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয় এবং এই যুগের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধানতম প্রেরণা আসে 'সংঘাত' হইতে। এই 'সংঘাত পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, খৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত প্রাচ্য শিক্ষা, সভ্যতা এবং হিন্দু ও 'মুছলমান ধর্ম্মের' (!) সংঘাত। কিন্তু ভিত্তি প্রস্তরের যে নমুনা 'সাহিত্য পরিচিতি'তে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কুত্রাপি আমরা উল্লিখিত সংঘাতের পরিচয় পাইলাম না। প্রস্তর স্থাপকগণ সকলেই হিন্দু, এই প্রস্তরে ইছলাম ও মুছলমান সমাজের বিন্দুমাত্র পরিচয় চিহ্নও নাই। 'সাহিত্য—পরিচিতি'র সঙ্কলিত বিষয়বস্তুর মারফত এবং আরও স্পষ্টভাবে দিগদর্শনের সাহায্যে পাকিস্তানের বাংলা পাঠক ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিমূলে মুছলমানের কোন দান নাই, সুতরাং বাংলা সাহিত্যের গোড়ার পরিচয় লাভের জন্য তাহাদিগকে হিন্দু সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারকদের নিকট গমন না করিয়া গত্যন্তর নাই। পাকিস্তানের ছাত্রদিগকে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে মিথ্যা কথনের অশুভ পরিণাম ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ভাই ভগ্নির মধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে,— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মারফত কুশীলবের রামায়ণ গান শুনিতে হইবে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত গলাঃধকরণ এবং প্যারিচাঁদ মিত্রের রচনা হইতে হিন্দু সমাজ-চিত্রের পরিচয় লাভের কোশেশ্ করিতে হইবে!

নির্ম্মিতি যুগ

নির্ম্মিতি যুগের ভূমিকায় অতঃপর দিগদর্শনের লেখক জানাইতেছেন যে, উদ্যোগ যুগের হিন্দু সমাজ-সংস্কারকদের প্রোথিত ভিত্তির উপর নির্ম্মিতি যুগে বিশাল সৌধ রচনার কার্য্য শুরু হইয়া যায়। এই নির্ম্মাণকার্য্যে পৌরহিত্য করেন স্বনামধন্য শ্রী শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং এই যুগের 'সাহিত্য পরিচিতি'তে তাঁহাকে সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বপ্রধান আসন না দিলে চলিবে কেন? অন্যান্য প্রধান অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে যাহাদের কার্য্যের নমুনা ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন— আচার্য্য কেশবচন্দ্র রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিশচন্দ্র — ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এতদসহ তিন জন মুছলমান লেখকের লেখা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; ভূমিকা পাঠে মনে হয় ইঁহারা সৌধরচনার রাজ-কার্য্যে যোগালিয়ার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র। ইঁহারা শেখ আবদুর রহিম, কবি মোজাম্মেল হক এবং মীর মোশার্‌রফ্ হুসেন।

উপরে উল্লিখিত এই সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের যে আকৃতি পাকিস্তানের ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে তাহাতে তাহারা কি দেখিতে পাইবে? দেখিবে এই সাহিত্য-সৌধের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ইট পাথর বিজাতীয় ইহার লোহালক্কড় ও অন্যান্য সরঞ্জামের প্রায় গোটাটাই পরকীয়। যে সামান্য মাল মসলা মুছলমানের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে তাহার মাত্র একটিতে ইছলামী রূপ রহিয়াছে দ্বিতীয়টি ভেজাল এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ মীর মোশার্‌রফ হুসেনের "কারবালা" ইছলাম-বিরোধী শিক্ষায়— ভরপুর।

কারবালার বর্ণিত ঘটনাবলি এবং হজরত এমাম

www.ahehadeethbd.org

Contents

হুছাইনের (রাঃ) উদ্ধৃত উক্তি প্রকৃত ঘটনার এত বিপরীত এবং ইছলামি শিক্ষার এত স্পষ্টবিরোধী যে এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। সমগ্র "বিষাদ সিন্ধু" হইতে সঙ্কলকগণ এমন স্থানটি বাছিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন যাহা পড়া শুরু করিলেই পাঠককে শিহরিয়া উঠিতে হইবে, বেদনায় ক্ষুব্ধ ও মুহ্যমান হইতে হইবে। পাঠক মানস-চক্ষে দেখিবে—এমাম হুছাইন (রাঃ) শত্রুর তীরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ভূতলশায়ী হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। শীমার তাঁহার মস্তক কাটিয়া আনিবার জন্য উন্মত্তবৎ তাঁহার নিকট গিয়া পবিত্র বক্ষের উপর পা রাখিয়া উপবেশনরত

এমাম হুছাইনের ভয় প্রদর্শনে শীমার উত্তর করিল,—"কাহাকেও ভয় করি না, আমি পরকাল মানিনা। নূরনবী মোহাম্মদ কে? আমি তাহাকে চিনি না।··· যাহার মাথা কাটিয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইব, তাহার বুকের উপর বসিতে আবার পাপ কি?"

শীমার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া গলদেশে খঞ্জর চালাইতে লাগিল কিন্তু বারবার সুতীক্ষ্ণ ও সতেজ খঞ্জরের সজোর ঘর্ষণেও তাঁহার মাথা কাটিল না, গলায় আঘাতের একটি আঁচড়ও লাগিল না। হঠাৎ হুছাইনের (রাঃ) মনে পড়িয়া গেল মাতামহ রছুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী (?) করিয়াছিলেন যে হুছাইনের (রাযিঃ) ঘাতকের বুক লোমশূন্য হইবে। বুক পরীক্ষা করিয়া প্রতীতি জন্মিল—শীমার তাঁহার ঘাতকই বটে; আবার আঘাত শুরু হইল। কিন্তু এবারও কিছুতেই কিছু হইল না, হুছাইনের (রাঃ) পুনঃস্মরণ হইয়া গেল, নূর নবী (দঃ) তাঁহার গলদেশে স্নেহভরে চুম্বন করিতেন। পবিত্র ওষ্ঠের স্পর্শ যেখানে লাগিয়াছে সেস্থান কি করিয়া খঞ্জরে কর্ত্তিত হইবে? সুতরাং শীমারকে তিনি সেই পবিত্র ওষ্ঠ-স্পর্শিত স্থান বাদ দিয়া তীর-বিদ্ধ স্থানে খঞ্জর চালানর জন্য মিনতি জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শীমার জিজ্ঞাসা করিতেছে:

"তোমার কথা শুনিলে কি লাভ হইবে?"

এমাম হুছাইন উত্তর করিতেছেন, "অনেক লাভ হইবে, তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া এই অনুগ্রহ কর যে, আমার গলার দিকে আর খঞ্জর চালাইওনা, তীর-বিদ্ধ স্থানে অস্ত্র বসাইয়া আমার মস্তক কাটিয়া লও। আমি প্রতীজ্ঞা করিতেছি পরকালে তোমাকে আমি অবশ্য মুক্ত করাইব। বিনা বিচারে তোমাকে স্বর্গসুখে সুখী করাইব। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের-(!) নাম করিয়া আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে আমি কখনই স্বর্গের দ্বারে পদক্ষেপ করিব না।"

হুছাইনের (রাঃ) কথামত কাজ হইল, অমনি শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল: (ইন্না লিল্লাহ .....) "আকাশ, পাতাল, অন্তরীক্ষ, অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রব হইতে লাগিল, হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!"

মীর মোশার্‌রফ হোসেনের বর্ণনার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে প্রদান করিলাম তাহা বিশ্লেষণ—করিলে একদিকে উহা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক এবং অন্যদিকে ইছলামের স্পষ্টশিক্ষার বিপরীত প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

প্রথমেই ধরা যাক গলা কাটার কথা, রছুলুল্লাহের (দঃ) চুম্বিত গলদেশে শাণিত তরবারীর তীক্ষ্ণতা ব্যর্থ হইয়া যাইবে কেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন? তায়েফ পরিভ্রমণ কালে বিধর্ম্মীদের লোষ্ট্রাঘাতে তাঁহার পবিত্র চরণ-কমল কি রুধিরাক্ত হয় নাই? উহোদের ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার দিবসে তাঁহার—দান্দানমোবারক কি শাহাদৎ প্রাপ্ত হয় নাই? শিরস্ত্রাণ ভেদ করিয়া উহার লৌহকড়া কি হযরতের পবিত্র মস্তকের খুলিতে বিদ্ধ হইয়া যায় নাই? ফলে অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় রছুলুল্লাহ (দঃ) কি অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই? স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) বেলায় যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক চুম্বিত অপরের গলা খরধার তরবারীর আঘাতে কাটিবে না কেন? তারপর শাহাদতের পর চতুর্দ্দিক হইতে "হায় হোসেন, হায় হোসেন" শব্দ উত্থিত হইল কেমন করিয়া? এবং কারবালার মরু

www.ahehadeethbd.org

প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে অরণ্য, পর্ব্বত এবং বিশেষ করিয়া সাগর আসিল কোথা হইতে?

দ্বিতীয় রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক হুছাইনের (রাঃ) মৃত্যুসম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং হুছাইন কর্ত্তৃক তাঁহার হন্তাকে মুক্তির আশ্বাসপ্রদান—দুইই ইছলামের মূলনীতির খেলাফ কথা। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত রছুল ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষও ছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ স্বয়ং জ্ঞাত না করাইলে তিনি কখনও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেন না।

আল্লাহ কোরআন মজিদে রছুলুল্লাহকে (দঃ) এই কথা ঘোষণা করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন :—

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب —

আপনি বলুন যে,—আমি তোমাদিগকে এ কথা বলি না যে আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রহিয়াছে এবং এ কথাও বলিনা যে, আমি ভবিষ্যৎ জানি।

[আল আন্ আম ; ৫০ আয়ৎ]

আল্লাহ অন্যত্র রছুলুল্লাহকে (দঃ) আদেশ দিতেছেন : "আপনি বলুন যে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের মঙ্গল অমঙ্গলের উপর আমার কোন শক্তি নাই। আমি যদি ভবিষ্যৎ-কালের সমুদয় বিষয় অবগত থাকিতাম তাহা—হইলে অধিকতর মঙ্গল লাভ করিতাম এবং আমাকে অমঙ্গল স্পর্শ করিত না।"

قل لا املك لنفسى نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله — ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى من السوء —

(আ'রাফ ; ২৩ : ১৮৮)

আলোচ্য রচনায় এমাম হুছাইন (রাঃ) তাঁহার ঘাতককে বিনাবিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন তাহা এক আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। ঘাতককে ক্ষমা করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল।—কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে তিনি সেরূপ ক্ষমা করেন নাই এবং বিনাবিচারে বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও তিনি কস্মিনকালে প্রদান—করেন নাই—আর ইছলামের নীতি অনুসারে—সেরূপ অধিকার বা এখ্‌তেয়ার কাহারও নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং আপন কন্যা হজরত ফাতেমা (রাঃ) কে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :—"হে মোহাম্মদের (দঃ) পুত্রী ফাতেমা, আমার ধন-সম্পদ হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা আমার নিকট হইতে চাহিয়া লও, আল্লার নিকট কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কোন অধিকার নাই, (অথবা) আল্লাহর কাছে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হইব না। বুখারী (৩) ৮২ ও ১৭২ পৃঃ।

يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالى لا اغنى عنك (و فى رواية : لا املك لك) من الله شيئاً

পূর্ব্ববর্ত্তী নবী এবং রছুল (আঃ) গণের মধ্যে কেহই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে সুফারিশের অধিকারী হইবেন না। কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে :- من ذالذى يشفع عنده الا باذنه — আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কে তাঁহার নিকট সুফারিশ করিতে পারে? [বকর—৩৪ : ২৫৫ আয়ৎ]

ছাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই এই দুনিয়াতেই রছুলুল্লাহ (দঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণীতে বেহেশ্‌তের খোশ্‌খবরী পাইয়াও আখেরাতের আযাব সম্বন্ধে সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন আর এমাম হুছাইন সেইরূপ খোশ্‌খবরীর সৌভাগ্য নিজে অর্জ্জন না করিয়াই কেমন করিয়া আপন ঘাতককে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, "পরকালে আমি তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করাইব ; বিনাবিচারে তোমাকে স্বর্গ সুখে সুখী করাইব।" কোরান মজিদের স্পষ্ট উক্তি—"একজন অপর জনের বোঝা বহিবেনা" لا تزر وازرة وزر اخرى এর বিদ্যমানতায় কেমন করিয়া তিনি বলিতে—পারেন "তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে কখনই স্বর্গের দ্বারে পদক্ষেপ করিব না।" মোটকথা লেখক পাঠকবর্গের সহানুভূতি উদ্রিক্তের জন্য এমাম হুছাইনকে (রাঃ) ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ বানাইয়া এবং

www.ahehadeethbd.org

Contents

তাঁহার মুখ দিয়া ইছলামের বিরুদ্ধকথা উচ্চারণ করাইয়া ছাড়িয়াছেন। রছুলুল্লাহের (দঃ) রক্তের রক্ত ও মাংসের মাংস বলিয়াই এমাম হুছাইন আল্লাহর ন্যায় দরবারে তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট ও শাশ্বত নিয়মের বহির্ভূত একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এমন কথা ইছলামে অকল্পনীয়। বলা বাহুল্য এমাম হুছাইনের ন্যায় দৃঢ়চরিত্র, আদর্শনিষ্ঠ এবং সত্যের জন্য উৎসৃষ্ট-প্রাণ ব্যক্তির কণ্ঠ হইতে এইরূপ ইছলাম বিরোধী প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয় নাই—হইতে পারে না।

ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করিলেই "বিষাদ সিন্ধুর" উল্লিখিত বর্ণনা এক তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ইয়াজিদ এমাম হুছাইনের মস্তকের জন্য লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন—ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হজরত হুছাইনকে কতলের হুকুমই প্রদান করেন নাই। তাঁহার বিনা অনুমতিতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তিনি তজ্জন্য বিশেষ দুঃখীত হন। ইছলামের বিশ্বস্ততম ইতিহাসগ্রন্থ তারিখ ইব্নে জরির হইতে জানা যাইবে যে, যে শীমারকে লক্ষ্য করিয়া এত কথা সেই শীমার আসলে এমাম ছাহেবের 'কাতেল'ই নহে হুছাইন (রাঃ) শত্রুর সহিত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন এবং যে দশ বার জন লোক তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের—অনেককেই তিনি নিহত কিম্বা আহত করিয়া ছত্রছিন্ন করিয়া ফেলেন। শেষ পর্য্যন্ত যে ৩।৪ জন শত্রু অবশিষ্ট থাকে তন্মধ্যে অবশ্য শীমার বিন্‌জিল্ জওশন্ অন্যতম ছিল কিন্তু প্রথম অস্ত্রের আঘাত হানে জোর্‌আ বিন শরিক। প্রথমে কেহই তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিতে সাহসী হয় না, একজন—অপরজনকে শুধু প্ররোচিত করিতে থাকে। খাওলা বিন ইয়াজিদ প্রথমে দুঃসাহসীকতার সহিত অগ্রসর হয়, কিন্তু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসে। অবশেষে ছানান বিন আনাছ অগ্রসর হইয়া তাঁহার গলদেশে তরবারী চালাইয়া তাঁহার শাহাদৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়। (ইব্না…… ..) এমাম হুছাইন তাঁহার ঘাতককে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি প্রদান দূরের কথা আক্রমণকারীদিগকে তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের অশুভ পরিণামের কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দেন এবং অবিরাম ভাবে বদ্‌দোওয়া—করিতে থাকেন। (তারিখ ইব্নে জরির—৬ষ্ঠ খণ্ড—২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা গেল যে মীর মোশার্‌রফ হুসেনের "কারবালা" নামক সঙ্কলিত প্রবন্ধ অসত্য ঘটনা, মিথ্যা ভাষণ এবং ইছলামের মূলনীতির বিরোধী ও বিপরীত কথায় ভরপুর। ইছলামের এবং নবী-বংসের উজ্জ্বল রত্ন এমাম হুছাইন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের ছাত্র ছাত্রীদের ঈমান ও আকিদার ভিতর অসত্য ও সন্দেহের ধূম্রজাল বিস্তার করা ছাড়া এই ধরণের বিষয়বস্তু পাঠ্য-তালিকাভুক্ত—করার আর কী উদ্দেশ্য যে থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। এতদ্বারা পুস্তক সঙ্কলকগণ এবং তাহা অনুমোদন করিয়া শিক্ষাবোর্ড শুধু যে ইছলামেরই ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহা নহে, তাহারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং প্রচারিত শিক্ষানীতির খেলাফ কাজও যে করিয়াছেন তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

সমৃদ্ধি যুগ

তারপর গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি যুগে আসা যাউক। দিগদর্শনের লেখক এই যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ "কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক, কি কালজয়ী ভাবধারা প্রবর্ত্তনের দিক, যে দিক হইতে তাঁহাকে বিচার করা যাউক, তিনি একাই একটি যুগ" তারপর বলা হইয়াছে "সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি শুধু অসাধারণ নহে একেবারেই লোকাতীত ও অভিনব।… ইহা (তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি) তাঁহাকে একাধারে লোকোত্তর সাহিত্য-স্রষ্টা এবং কালাতীত সাহিত্য-দ্রষ্টা করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই সৃষ্টি, দৃষ্টি ও বিচার এই তিন গুণের মধুরতম সমাবেশ এক মাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য প্রতিভার কথা

www.ahehadeethbd.org

কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দিগ্‌দর্শন লেখক তাঁহার 'বিশ্ব-বিমোহিনী' প্রতিভার প্লাবনে নিজকে যেরূপ ভাসাইয়া দিয়া আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহাকে যে ভাবে অসাধারণের পর্য্যায় পার করাইয়া, কালাতীত ও লোকোত্তর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করাইয়া একেবারে সপ্তাকাশের চূড়ামার্গে স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, সে রূপ তাহার কোন অতিভক্ত হিন্দু লেখকও পারিতেন কিনা সন্দেহ। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই ভাদ্রের পূর্ণ-যৌবনা নদীর ন্যায় তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত সাহিত্য-সম্পদের নমুনা স্বরূপ 'জীবন স্মৃতি' হইতে তাহার শৈশবের ঈশ্বর-ভৃত্যের যে সম্পর্ক-কাহিনী এবং 'পায়ে চলার পথ' নামক এক কল্প-কথিকা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে ছাত্রগণ আর যাহাই পা'ক লোকোত্তর ও কালাতীত এমন কি অসাধারণ কোন কিছুর সন্ধানই যে পাইবে না সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। এই যুগে হিন্দু লেখকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'গণা ও মাপা' নামক এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হেলেনের পরিচয়' শীর্ষক এক নাট্যাংশ, দীনেশচন্দ্র সেনের 'সখিনা', (?) প্রমথ চৌধুরীর কবি-কল্পনায় বিলাত ও ভারতের বসন্তের পার্থক্যনির্দ্দেশক প্রবন্ধ—'ফাল্গুন', শরৎচন্দ্রের অমানিশির সূচিভেদ্য অন্ধকারে নদীতে মৎস্যচুরির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার গল্প-'ইন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'জল সত্র' নামক একটি গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। মুছলমান লেখক লেখিকাদের রচিত যে ৬টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে— বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধোত্তর যুগ

ইহার পর আসিল যুদ্ধোত্তর বা সর্ব্বশেষ যুগ। এই যুগে সৃষ্ট সাহিত্য হইতে নজরুল ইছলামের "ভাঙ্গুন ট্রেঞ্চ, মাহ্‌বুবুল আলমের "ঢেকিশালে", বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভিতর বাহির', হুমায়ুন কবিরের "বাংলা কাব্য", গোপাল হালদারের "তের শ পঞ্চাশের ক'লকাতা" এবং সামছুন্নাহারের "সাহিত্যিক রোকেয়া" স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নাম দেখিয়াই বুঝা যাইবে যে পাকিস্তান এবং ইছলামের শিক্ষা, তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুন সম্বন্ধে কোন কিছুই ইহাতে নাই কিন্তু 'তের শ পঞ্চাশের ক'লকাতা' প্রবন্ধে প্রচ্ছন্নভাবে ও সুকৌশলে কম্যুনিজ্‌মের প্রচারণা রহিয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ভরসা তরুণ ছাত্রদের সম্মুখে এই অত্যাধুনিক যুগে ইছলাম ও পাকিস্তান সম্বন্ধে কোন লেখাই কি উদ্ধৃত করা সম্ভব ছিল না? তারপর মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, এস্ ওয়াজেদ আলী, ডাঃ লুৎফর রহমান, গোলাম মোস্তফা প্রভৃতি ইছলামি ভাবধারার সহিত পরিচিত শক্তিশালী মুছলিম—সাহিত্যিক—যাহাদের লেখা একাধিক যুগ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরবর্ত্তী ঢাকা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিল—আজ পাকিস্তানের ইছলামি পরিবেশে 'সাহিত্য পরিচিতি' হইতে একদম বাদ পড়িলেন কোন অপরাধে—তাহা বুঝিয়া উঠা সত্যই দুষ্কর।— (ক্রমশঃ)

www.ahehadeethbd.org

ইছ্‌লামি কৃচ্ছ্র সাধনা

বা

ছিয়ামে রামাযান।

চাঁদের আবর্ত্তন দ্বারা যে বৎসর পরিমিত হয়, তাহার নবম মাস রামাযান নামে প্রসিদ্ধ। কোর্‌আনে বৎসরের বার মাস স্বীকৃত হইয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস সমূহের সংখ্যা বার, ইহা আল্লাহর গ্রন্থের লেখা।—আত্‌তওবা : ৩৬ আয়ৎ।

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله

বার মাসের মধ্যে শুধু রামাযানের নাম কোর্‌আনে উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, রামাযান সেই মাস, যাহাতে কোর্‌আনকে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যে কোর্‌আন মানবজাতির পথ-প্রদর্শক এবং যাহাতে সঠিক পথের নিদর্শনসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী। অতএব এই মাস যাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদিগকে ছিয়াম পালন করিতে হইবে,— আল্‌বাকারা :— ১৮৫ আয়ৎ।

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

এই আয়ত দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত হয় :—

১। কোর্‌আনে রামাযান মাসের উল্লেখ!

২। রামাযানের বৈশিষ্ট্য।

৩। রামাযানের ছিয়াম ফর্‌য হওয়া।

রামাযান রমষ (رمض) ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে। 'রমযে'র অর্থ সম্বন্ধে মুতার্‌রযী, রাগেব ও ফিরোযাবাদী প্রভৃত আভিধানিকগণ বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের অত্যধিক উত্তাপ অথবা গ্রীষ্মের আধিক্যকে— 'রমষ' বলা হয়। মাটি অথবা প্রস্তর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে— বলা হইবে, রামেযাতুল আর্‌যো—…আল্‌হিজা-রাতো। অত্যধিক উত্তপ্ত ভূমি বা প্রস্তরে পরিভ্রমণ করার ফলে পা পুড়িয়া গেলে বলা হইবে,—রামেযা কাদামুহু। রামাযা ইয়াওমুনা বাক্যের অর্থ হইবে—আজ সূর্য্যের উত্তাপ অত্যধিক। *

الرمض وهو شدة الحر او شدة وقع الشمس وقد رمضت الارض او الحجارة اذا اشتد وقع الشمس عليها و رمض الرجل رمضا : احترقت قدماه من شدة الحر — رمض يرمض اشتد حره —

কেহ কেহ বলেন যে, 'রামাযান' আল্লাহর অন্যতম নাম, সুতরাং উহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নয়। ✦

আরাবী সাহিত্যে নবম চান্দ্র মাসকে 'রামাযান' নামে অভিহিত করার কারণ সম্পর্কে আল্লামা মজ্‌দুদ্দীন ফিরোযাবাদী চারি প্রকার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—প্রথম, পৌরাণিক ভাষায় এই মাসের নাম ছিল—নাতেক। আরবগণ পুরাতন নামগুলি পরিবর্ত্তন করার সময়ে যে মাস যে ঋতুতে পড়িয়াছিল, তদনুসারে নূতন ভাবে চান্দ্রমাসগুলির নাম প্রদান করিয়াছিলেন। পুরাতন নাতেক (ناتق) পড়িয়াছিল অত্যন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে, তাই উহার নামকরণ হইল রামাযান (رمضان)। ❖

এই মাসটা গ্রীষ্মের শেষভাগে পড়িয়াছিল—বলিয়া মনে হয়, কারণ তৎকালীন বৃষ্টিবাদলকে ছাহাবো-রামাযী (سحاب رمضى) ও মাতারো রামাযী (مطر رمضى) বলা হয়। আল্লামা বেলগ্রামী যিনি

---

* মুগ্‌রব ২১৯ পৃঃ ; মুফ্‌রদাতুল কোরআন, ২০৩ পৃঃ।

✦ ছুননে কোব্‌রা (৪) ২০১পৃঃ ; ❖ কামুছ (২) ৩৩২-৩৩৩ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

যবিদি নামে প্রসিদ্ধ. কামূছের ভাষ্য তাজুল আরুছে লিখিয়াছেন, ঐ সময়ে সূর্য্যতাপে মাটি জ্বলিয়া যায় বলিয়া তৎকালীন মেঘমণ্ডল ও বৃষ্টিধারাকে উল্লিখিত নামে অভিহিতকরা হইয়াছে। *

দ্বিতীয়, উপবাসকারীদের জঠরজ্বালার জন্য এই মাসকে রামাযান বলা হইয়াছে।

তৃতীয়, এই মাসে পাপরাজি বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত হয় বলিয়া ইহার নাম রামাযান।

চতুর্থ, রামাযান আল্লাহর অন্যতম নাম, উহা এবং গাফির (غافر) শব্দদ্বয় সম-অর্থ-বোধক অর্থাৎ পাপবিমোচক. কলুষনাশক। †

মালেকী বিদ্বানগণ রামাযান শব্দের একক প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন এবং শাফেয়ীগণ অনুমতি দিয়াছেন। ইমাম বুখারী তাঁহার ছহিহ্ গ্রন্থে রছুলুল্লাহর (দঃ) অনেকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া 'রামাযান' শব্দের যুক্ত ও বিযুক্ত প্রয়োগের বৈধতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার বিরচিত অধ্যায়ের শিরোনাম হইতেছে : শুধু রামাযান বলা হইবে কি? না রামাযান মাস বলিতে— হইবে? যাহারা উভয়বিধপ্রয়োগ প্রশস্ত মনে করেন, তাঁহাদের প্রমাণ-পঞ্জির অধ্যায়। ‡

باب : هل يقال رمضان او شهر رمضان ؟ ومن رأى ذلك كله واسعاً -

রামাযানের বৈশিষ্ট্য।

ছুরা বাকারার যে আয়ৎ উদ্ধৃত হইয়াছে,— তদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, দিশাহারা মানব জাতির পথ-প্রদর্শক রূপে আল্ কোর্‌আন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোর্‌আনের ছুরা আদ্‌দুখানে বলা হইয়াছে : হা মিম! বিশ্লেষণকারী মহাগ্রন্থের শপথ! আমরা বর্কতের রজনীতে উহাকে অবতীর্ণ করিয়াছি, প্রত্যুত আমরা সাবধানকারী

حم والكتاب المبين' انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين -

(১—৩আয়ৎ)।

পুনশ্চ ছুরা আল্‌কদ্‌রে আল্লাহ বলিয়াছেন,— আমরা মহীয়সী রজনীতে কোর্‌আন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং মহীয়সী-রজনী কিরূপ, তাহা আপনি, হে রছুল, অবগত আছেন কি? মহীয়সী রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম! উক্ত রজনীতে ফেরেশ্‌তাগণ ঊষার উদয়কাল পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল বিষয়ের জন্য শান্তি লইয়া অবতীর্ণ হন (১—৫ আয়ৎ)।

انا انزلناه فى ليلة القدر' وما ادراك ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من الف شهر' تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر' سلام' هى حتى مطلع الفجر -

কোর্‌আন সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরিয়া খণ্ডাকারে রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল অথচ আল্‌বাকারা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উহাকে রামাযান মাসে অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, আবার আদ্‌দুখান ও আল্‌কদ্‌র ছুরাদ্বয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোর্‌আনকে শবে-কদ্‌রে অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ত্রিবিধ উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইতে গিয়া কোন কোন ভাষ্যকার অবান্তর ও অবাস্তব কথার অবতারণা করিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে কোর্‌আনের উল্লিখিত ত্রিবিধ উক্তির মধ্যে পরস্পর কোনরূপ অসংলগ্নতা নাই। সম্পূর্ণ কোর্‌আন বাইশ বৎসরেই নাযেল হইয়াছিল কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর সর্ব্বপ্রথম উহা রামাযান মাসের এক মহীয়সী রজনীতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল।— অর্থাৎ নবুওৎ ও রিছালতের অমূল্য ন্যামৎ এবং আল্লাহর বাণী আল্ কোর্‌আনের ধারয়িতা হইবার গৌরব রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযান মাসেই লাভ করিয়াছিলেন, হয্‌রতের সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সাধনা এই মহিমান্বিত মাসেই সুসিদ্ধ হইয়াছিল।

আল্‌বাকারার উদ্ধৃত আয়তে রামাযানের গুরুত্ব প্রতিপাদনকল্পে কোরআন অবতীর্ণ করার যুগান্তকারী ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে কোরআনের ত্রিবিধ বিশেষত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম,

* Lane's Lexicon, I, Part 3, P.P. 1157.

† কামূছ (২) ৩৩৩ পৃঃ।

‡ বুখারী (১) ২১৩ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

উহা মানব জাতির পথ প্রদর্শক। দ্বিতীয়, উহা—বাস্তব হিদায়তের নিদর্শন এবং ব্যাখ্যা। তৃতীয়, উহা প্রভেদকারী-কষ্টিপাথর।

তওরাৎ ও ইঞ্জিলকেও আল্লাহ পথ প্রদর্শক (হুদা) ও আলোক (নূর) বলিয়াছেন,—আল্‌মায়েদা ৪৪ ও ৪৬ আয়ৎ কোরআনকেও বহুস্থানে নূর (আলোক) রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে,—(৫) ১৮; (৭) ১৫৭; (৬৪) ৮। এ বিষয়ে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ এবং কোর্‌আনের অবস্থা অভিন্ন। সমস্ত ঐশী গ্রন্থই ভ্রান্তির অন্ধকারে নিমগ্ন মানব জাতির জন্য হিদায়তের জ্যোতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সে জ্যোতি বিশ্বের সকলপ্রান্তকে সকল যুগে আলোকিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। কোর্‌আন স্বয়ং শুধু পথ-প্রদর্শক নয়, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে হিদায়তের যেসকল সূত্র বর্ণিত হইয়াছিল, সেগুলির এরূপ ব্যাখ্যা কোর-আনে প্রদত্ত হইয়াছে যে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মানব-জাতির ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অধ্যাত্ম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে উহা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় অহরহ সঠিক পথের নির্দ্দেশ প্রদান—করিতেছে কল্পনাবিলাস, গতানুগতিকতা ও স্বার্থপরতা জনিত যেসকল প্রমাদ, প্রক্ষেপ ও অতিরঞ্জন মানুষের নৈতিক জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ভারাক্রান্ত ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, কোর্‌আন প্রভেদকারী (ফুর্কান) রূপে সেগুলির ছাঁটাই করিয়াছে। দোষ ও গুণ, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের খিচুড়ী সংমিশ্রণে যে গোঁজামিল জগদ্বাসীকে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় করিয়া রাখে, তাহাদিগকে সেই ধাঁধা হইতে মুক্ত করিয়া নিশ্চিত ও অবিমিশ্র ন্যায় ও সত্যের সন্ধান প্রদান কল্পে ফুর্কানের কার্য্যকারিতা অব্যর্থ। রামাযানেরই এক তামস রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আল্‌কোর্‌আন পথহারা মানুষের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই রামাযানের এতখানি গৌরব! এই জন্যই আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ হওয়াকেই রামাযানের বৈশিষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) পুণ্য জীবনেও রামাযান মাসে কোর্‌আনের অনুশীলন—আমাদের দৃষ্টিকে সর্ব্বাধিক আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

বুখারী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)

كان النبى صلى الله عليه و سلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون فى رمضان حتى يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة –

স্বভাবতঃ সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর—দানশীল ছিলেন, রামাযানে যখন জিব্রিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তখন হয্‌রতের (দঃ) দানশীলতা অত্যধিক বাড়িয়া—যাইত। হয্‌রত জিব্রিল রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত রামাযান মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাত্রেই মিলিত হইতেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কোর্‌আন শুনাইতেন। তাঁহার সহিত যখন জিব্রিলের সাক্ষাৎকার ঘটিত তখন রছুলুল্লাহর (দঃ) দানশীলতার অবস্থা ঝড়ের আকার ধারণ করিত।*

রামাযানের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য।

বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি আবু হোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,—

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفى رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفى رواية فتحت ابواب الرحمة –

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—রামাযান সমাগত হইলে আকাশের বা বেহেশ্‌তের তোরণ সমূহ উদ্ঘাটিত, নরকের দ্বারগুলি রুদ্ধ এবং শয়তানগণ শৃঙ্খলিত হয়। আর একটী রেওয়ায়তে আছে যে, রহ্‌মতের ফটকগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।*

তির্‌মিযি ইবনেমাজাহ ও বয়হকি প্রভৃতি তাঁহার বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া- اذا كان اول ليلة من

---

* বুখারী (১) ১.৪ পৃঃ।

* বুখারী (১) ১১৩ পৃঃ; মুছ্‌লিম (১) ৩৪৬ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

ছেন,—— রামাযান মাসের প্রথম রাত্রেই শয়তান ও দুষ্ট জিন-দিগকে আবদ্ধ এবং নরকের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া ফেলা হয়, একটী দ্বারও মুক্ত থাকেনা আর বেহেশ্‌-তের সমস্তদ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়, একটি-কেও বন্ধ রাখা হয়না এবং বিঘোষিত হইতে থাকে,—হে কল্যাণকামীগণ অগ্রবর্ত্তী হও! এবং হে অনাচারীরদল, বিরত থাক! রামাযানের প্রত্যেক রাত্রেই দোযখের—কতকগুলি কয়েদী মুক্তি পাইতে থাকে। *

شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن و غلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى منادیا يا باغى الخير اقبل و يا باغى الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة ـ

বায়হকি ছাল্‌মান ফার্ছীর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) শ'াবানের শেষ দিবস তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন,-- জন-মণ্ডলী, তোমাদের নিকট একটী মাস সমাগত হইয়াছে। মহান এই মাস!—সমৃদ্ধ (মুবারক) এই মাস! ইহাতে এমন একটি রজনী আছে যাহা সহস্রমাস অপেক্ষা উত্তম! এই মাসের ছিয়ামকে আল্লাহ ফর্‌য এবং নৈশনমায (তারাবিহ্) কে অভীপ্সিত নফ্‌ল ইবাদতে পরিণত করিয়াছেন। এই মাসে সাধারণ সৎকার্য্যে অগ্রণী-ব্যক্তি অন্য মাসের ফর্‌য কার্য্য সম্পাদনকারীর সমতুল্য এবং এইমাসের একটী ফর্‌য সম্পাদনকারী অন্যমাসের সত্তরটী ফর্‌যকার্য্য প্রতিপালনকারীর সমান। রামাযান সহনশীলতার মাস এবং উহার প্রতিদান বেহেশ্‌ত! রামাযান সহানুভূতির মাস এই মাসে মোমেনদের উপার্জ্জন বর্দ্ধিত হয়। রামাযান এমন একটী মাস, যাহার প্রথমাংশে রহমৎ বিকীর্ণ, মধ্যভাগে ক্ষমা বিতরিত এবং শেষভাগে দোজখের বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। *

يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم! شهر مبارك! شهر فيه ليلة خير من الف شهر! جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ـ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه و من ادى فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه ـ وهو شهر الصبر ثوابه الجنة! و شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤ من و هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران!

রামাযানের সাধনা।

ঔষধ যতই উৎকৃষ্ট ও অব্যর্থ হউক না কেন, ব্যবহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ রোগীর পক্ষে উহার কোন মূল্যই থাকিতে পারেনা, সেইরূপ রামাযান মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষ কিছুই উপকৃত হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রামাযান যে সাধনার পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য অগ্রণী না হইবে। রামাযানে সমস্ত মাস ধরিয়া আল্লাহর যে রহ্‌মৎ ও মগ্‌ফিরাৎ বিকীর্ণ ও বিতরিত হইয়া থাকে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইলে এই মাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সহনশীলতা (ছবর) ও সহানুভূতিপরায়ণতার (মওয়াছাৎ) বৃত্তি দুইটীর চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। উপরিউক্ত বৃত্তিদ্বয়ের চরমোৎকর্ষ সাধনের যে তপস্যা, ইছলামের পরিভাষায় তাহা ছিয়াম নামে আখ্যাত হইয়াছে। রামাযানে পূর্ণ এক মাসের ছিয়াম প্রত্যেক সুস্থবুদ্ধি, সুস্থ দেহ, বয়োপ্রাপ্ত গৃহবাসী মুছলমানের জন্য ফর্‌য করা হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,— হে বিশ্বাস-পরায়ণগণ, তোমাদের জন্য ছিয়াম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের জন্য উহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ (ইহার সাহায্যে) তোমরা শুদ্ধাচারী হইতে পারিবে। আল্‌বাকারা, ১৮৩ আঃ।

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ـ

* তিরমিযি (২) ৩১পৃঃ; ছুনানে কোব্‌রা (১) ৩০৩পৃঃ।

* মিশ্‌কাতুল মাছাবিহ, ১৭৪ পৃঃ।

এই আয়তে ছিয়ামের মোটামুটি ভাবে ফর্য হওয়া বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী আয়ৎসমূহে— উহার সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, فمن شهد منكم الشهر فليصمه তোমাদের মধ্যে যাহারা রামাযান মাসকে প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাকে পূর্ণমাসের ছিয়াম পালন করিতে হইবে। (৮৫ আয়ৎ)।

ইছলামের ভিত্তি যে পাঁচটী বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ছিয়াম তাহার অন্যতম। ছিয়ামের ব্যবস্থা মুছলমানগণের জাতীয় জীবনে অপরিহার্য্য। *

ছিয়ামের তাৎপর্য্য।

প্রচলিত ভাষায় ফার্ছী রোযা আরাবী ছিয়ামের স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু অভিধান ও ইছ্‌লামি পরিভাষার দিক দিয়া ছিয়ামের যে তাৎপর্য্য, রোযা শব্দের সাহায্যে তাহা পরিস্ফুট হয় না।

ছিয়াম 'ছওম' হইতে ব্যুৎপন্ন। ফাইয়ুমী বলেন, صام يصوم صوما وصياما هو مطلق الامساك فى اللغة ثم استعمل فى الشرع فى امساك مخصوص আভিধানিক ভাবে মূলতঃ সর্ব্ব প্রকার নিরোধ ও বিরতিকে ছিয়াম বলা হয় আর শরীআতের পরিভাষায় এক বিশিষ্ট ধরণের বিরতি অর্থে উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। † আবু উবায়দা খাদ্য, বাক্য অথবা বিচরণ হইতে বিরত মানুষকে ছায়েম বলিয়াছেন কিন্তু প্রাক্ ইছ্‌লামি যুগের বিখ্যাত কবি নাবেগার উক্তিতে খাদ্য হইতে বিরত অশ্বের জন্যও ছায়েম (خيل صائم) শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ ফিরোযাবাদী পানাহার, বাক্য, মৈথুন ও বিচরণ প্রভৃতি কার্য্যের নিরোধকে ছওম ও ছিয়াম বলিয়াছেন। ¶

ইছ্‌লামি পরিভাষায় ছিয়ামের আভিধানিক অর্থ বলবৎ রাখিয়া উহার তাৎপর্য্যের মধ্যে অতিরিক্ত ভাবে কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইছলামে শুধু আহার, বাক্য, নিদ্রা ও মৈথুনের বিরতিকে ছিয়াম বলা হইবে না, নিছক উপবাস বা রোযা ছিয়ামের প্রতিশব্দ নয়।

আল্‌বাকারার যে আয়ত দ্বারা ছিয়াম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে উহাকে শুদ্ধাচারী হইবার সম্ভাব্য উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তক্‌ওয়া বা বিশুদ্ধ জীবন লাভ করার অন্যতম উপায় হইতেছে ছিয়াম।

আবার বুখারী আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছিয়ামকে الصيام جنة ঢাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহৃত হয় সুতরাং জানা যাইতেছে যে বিশুদ্ধ জীবন অর্জ্জন করার পথে যেসকল বস্তু অন্তরায়, সেই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকাকে ছিয়াম বলে। এই নিবৃত্তি, নিরোধ বা বিরতির অপর নাম ছবর। রছুলুল্লাহ (দঃ) এই জন্যই রামাযানকে ছবরের মাস বলিয়াছেন।

মানব প্রকৃতিতে পরস্পর-বিরোধী ভাব পশুত্ব ও দেবত্বের মিশ্রণ তাহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম বৈচিত্র। এত গভীর ও প্রগাঢ় ভাবে এতদুভয়ের সংযোজন হইয়াছে যে মানব প্রকৃতির মধ্যে উহাদের প্রভাব যুগপৎ ও অবিচ্ছেদ্য, পৃথক পৃথক ভাবে উহাদের বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। এতদুভয়ের কোন একটীকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা শুধু অসঙ্গত নয়, উহা অস্বাভাবিক, উহা স্বয়ং মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এক দল মানবত্ব হইতে পশুত্বের উপাদানগুলির বিলুপ্তি ঘটাইবার অপচেষ্টায় হঠযোগের আশ্রয় লইয়াছেন, দেবত্বলাভের বাসনায় পানাহার, নিদ্রা ও যৌনসংযোগ প্রভৃতি মানবপ্রকৃতির দাবীগুলির কণ্ঠরোধ করিয়া স্বয়ং মনুষ্যত্বকেই শেষনিশ্বাস ফেলিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহারা সাধু সন্ন্যাসী, সেন্ট ও দরবেশ রূপে জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন, পৃথিবীর লোকেরাও তাঁহাদের ত্যাগ ও

* বুখারী, ঈমান; মুছ্‌লিম (১) ৩২ পৃঃ
† মিছ্‌বাহ (১) ১৬১ পৃঃ।
‡ মুগ্‌রব, ৩১১ পৃঃ।
¶ কামুছ (৪) ১৪১ পৃঃ।

Contents

তপস্যায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের যোগ ও তপস্যা, অনাহার ও কৌমার্য্য জগতের কোনই মঙ্গলসাধন করিতে পারে নাই। তাঁহারা মানবত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য তাঁহারা ব্যর্থকরিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মানব জীবন নিষ্ফল হইয়া—গিয়াছে। তাঁহাদের বিয়োগে পৃথিবী সত্যিকার ভাবে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

আর এক দল পশুত্বকেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। আহার নিদ্রা, যৌনসংযোগ প্রভৃতির উদ্দাম ও অপ্রতিহত উপভোগকেই তাহারা মানবত্বের পরম চরিতার্থতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অহরহ প্রবৃত্তির অর্চ্চনা করিতে করিতে তাহাদের দেবত্ব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের পশুত্ব দুর্দ্দান্ত ও দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। ষোড়শোপচারে তাহাদের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া মানবত্ব সর্ব্বদা হাহাকার করিয়া মরিতেছে। তাহাদের জঠরাগ্নির ইন্ধন যোগাইতে গিয়া জগদ্বাসী ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহাদের লালসাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া নারীত্বের মর্য্যাদা ব্যভিচারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের প্রমোদ ভবনকে সজ্জিত করিতে করিতে পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দয়া, মহানুভবতা, সৌজন্য ও শ্লীলতা পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। শোষণ, পীড়ন, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা, হানাহানি, বিসম্বাদ ও রক্তলোলুপতা মনুষ্যত্বের ভূষণে পরিণত হইয়াছে।

ইছ্‌লাম মানবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য পশুত্বকে গলাটিপিয়া হত্যা করিতে চাহে নাই। উহাকে দেবত্বের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। অনাহার, অনিদ্রা ও চিরকৌমার্য্যের ব্যবস্থা দেয় নাই, আহার নিদ্রা ও যৌনসংযোগের মধ্যে সংযম ও মিতাচার সৃষ্টি করার নির্দ্দেশ দিয়াছে।

প্রকৃত শান্তি কোথায় ?

মানুষের আমিত্ব [E-go] যাহাকে বর্ত্তমান—যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহাকবি ইক্‌বাল 'খুদী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত উন্মেষ ও পরিপুষ্টির উপর মানবজীবনের তথা বিশ্ব-শান্তি নির্ভর করিতেছে। আমিত্বের বিকাশ পথে মানুষের প্রবৃত্তি ও লালসাগুলি সব সময়ে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তাহার শক্তি ও প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিতে চায়। এই আমিত্ব বা খুদীকে প্রবল ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে প্রবৃত্তি ও লালসাকে তাহার অধীনস্থ করার সাধনা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির তাড়না অনুসারে মানুষ চলিতে থাকিলে উহার পরিণতি স্বরূপ খুদীর প্রভুত্ব অবলুপ্ত ও প্রবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। যে সকল জাতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে তাহারা কেহই প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করিয়া উহা করিতে সমর্থ হয় নাই, সংকল্প যাহাদের অটল আকাঙ্খা—যাহাদের সমুন্নত, কর্ত্তব্যের আহ্বানে অগ্রসর হইতে গিয়া যাহারা সকল ভোগলিপ্সা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে পদদলিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, কেবল সেই জাতিই কীর্ত্তিমান হইতে পারিয়াছে। কিন্তু মানুষের এই 'খুদী' যদি 'খোদা'র আসন অধিকার করার সুযোগ পায়, তাহাতে কতিপয় আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন শক্তিমান পুরুষের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

খুদীকে স্বৈরাচারী রাজার পরিবর্ত্তে আল্লাহর সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের ক্রীতদাসে পরিণত করিতে হইবে, ঊর্দ্ধলোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন-কল্পে তাহাকে (تخلقوا باخلاق الله) আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান করিয়া তুলিতে হইবে। তখন খুদী খোদা রূপে নয়, খোদার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার নির্দ্দেশিত বিধান প্রতিপালন করাইবার জন্য মন, মস্তিষ্ক ও অঙ্গ অবয়বকে বাধ্য করিয়া রাখিবে। খুদীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার যে সাধনা তাহার নাম ছিয়াম।

www.ahehadeethbd.org

প্রবৃত্তির চাহিদাগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,— পেটের দাবী, যৌন ক্ষুধার দাবী, নিদ্রা বা বিশ্রামের দাবী এবং অহমিকার দাবী। শেষোক্ত দাবীটী স্থূল [Physical] না হইলেও উহার রূপায়ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সাধিত হয়, যেমন প্রতিহিংসা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার ইত্যাদি। ইছ্‌লাম অহমিকার দাবীকে মানবজীবনের সকল স্তরেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করিয়াছে।

প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে একেবারে অস্বীকার—করিয়া বসিলে সমাজ ও দেহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ওগুলির উদ্দাম চরিতার্থতা মানুষের খুদীকে পক্ষাঘাৎগ্রস্ত ও মুমূর্ষু করিয়া ফেলিবে। ছিয়ামের সাহায্যে প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উৎসাদিত না করিয়া সঙ্কোচিত ও নিরুদ্ধ করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের দুর্দ্দমনীয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরতি ঘটান হইয়াছে।

পেটের দাবী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে.— পূর্ব্ব গগনের কৃষ্ণ সূত্র-রেখায় শুভ্রধারা প্রকটিত না হওয়াপর্য্যন্ত তোমরা পানাহার—করিতে পার, অতঃপর রজনীর আগমনকাল পর্য্যন্ত ছিয়াম যথাযথভাবে পূর্ণ কর,—আল্‌বাকারা : ১৮৭ :

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل –

উল্লিখিত আয়তের মর্ম্মানুসারে উষার প্রথম উদয়—ছুব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পাকস্থলীর ক্ষুধা ও হৃৎপিণ্ডের তৃষ্ণার দাবী কোনক্রমেই পূর্ণ করা হইবে না। মানুষ দিনের বেলাতেই সাধারণতঃ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করিয়া থাকে, রাত্রির নিদ্রা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্টকে লাঘব করে, সুতরাং কর্ম্মরত মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জ্জনের নিমিত্ত সমস্ত দিবস কঠোর উপবাস পালন করিতে হইবে। শরিআৎ অনুমোদিত কারণ ব্যতীত এক দিনের উপবাস ভঙ্গ করিলে তাহাকে উপর্য্যুপরি দুই মাস উপবাস করিতে হইবে।

আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উন্নতি লাভের জন্য উপবাসের রীতি সকল সমাজেই প্রচলিত আছে। কোর্‌আনের সাক্ষ্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জাতির শাস্ত্রে উপবাসের বিধান বিদ্যমান ছিল। প্রবৃত্তির উন্মেষ দেহ হইতেই সাধিত হয় এবং দেহের পরিপুষ্টি খাদ্যের উপর নির্ভর করে, ভোজনের প্রাচুর্য্য দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, মানুষকে সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর জীবে পরিণত করে, তাহার অধ্যাত্মবিকাশ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে দেহরক্ষার পক্ষে যতটুকু খাদ্য প্রয়োজনীয়, শরীরকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে দেহ অবসন্ন ও অক্ষম হইয়া যাইবে, তাহার চিন্তার সুস্থতা পীড়িত হইবে। রামাযানে দিবাভাগে পানাহার নিষিদ্ধ করিয়া উপবাসজনিত শুদ্ধি অর্জ্জনের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে রাত্রি যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণকরার অনুমতি দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আহারের অনুমতির মধ্যে আহার্য্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দ্দেশিত হয় নাই, কারণ বিশ্বজনীন ধর্ম্মে সকল মানুষের জন্য তুল্যপরিমাণ ও অভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নির্দ্দেশিত করা সম্ভবপর নয়। চান্দ্রমাসে রামাযান সকল ঋতুতেই পড়িবে, শীত ও গ্রীষ্মকাল এবং ছোটবড় দিবস নির্ব্বিশেষে উপবাস পালন করিয়া যাইতে হইবে। নৈশ আহারের জন্য অভ্যস্ত হইতে হইবে, শরীরকে সর্ব্বংসহ করিয়া তুলিতে হইবে। উপবাসক্লিষ্ট দেহকে কর্ম্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে উষার অব্যবহিতকালপূর্ব্বে ছিহ্‌রী (প্রভাতী) খাওয়া ছুন্নৎ. রছুলুল্লাহ (দঃ) উহাকে বর্‌কৎ বলিয়াছেন। উহা ওয়াজিব না হইলেও ইছ্‌লামি উপবাসের বৈশিষ্ট্য। ফজর উদয়ের পূর্ব্বে পঞ্চাশটী আয়ৎ তেলাওয়াৎ করা যাইতে পারে, এতটা সময়ের পূর্ব্বে প্রভাতী (ছিহ্‌রী) শেষ করিতে হইবে। *

ছিহ্‌রীর শেষ সময় নির্ণয় করার একটী অভিজ্ঞতামূলক সহজপন্থা এইযে, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত মোট ঘণ্টা ও মিনিটগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ মোট ঘণ্টা ও মিনিট হইতে

* বুখারী (১) ২১৬ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

বিয়োগ দিলে ছিহ্‌রীর শেষসময় বাহির হইয়া পড়িবে।

যৌনক্ষুধার দাবী।

কামরিপুর প্রমত্ততা ও উহার উদ্দাম চরিতার্থতা প্রকৃতিগত ভাবে মানুষকে শূকর ও বানরে পরিণত করে, অথচ শরীর ও বংশ রক্ষার জন্য যৌনক্ষুধা স্রষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ইছ্‌লামে ব্রহ্মচর্য্য ও নারী-বর্জ্জনের রীতি পুণ্য ও ধর্ম্ম নয়, যৌনক্ষুধা নিয়ন্ত্রিত ও উহাকে খুদীর অধীনস্থ করিয়া রাখাই ইছলামি-ব্রহ্মচর্য্য। ছিয়ামের সাধনার ভিতর উক্ত ইছলামি-ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত করান হয়। আল্লাহর নির্দ্দেশ যে, ছিয়ামের রজনী— احل لكم ليلة الصيام যোগে তোমাদের নারী- الرفث الى نسائكم – গণের প্রতি তোমাদের অনুগমন আল্লাহ বৈধ করিয়াছেন। কিন্তু যেসকল ছায়েম মছজিদে নির্জ্জন উপাসনায় রত থাকিবেন, তাঁহাদের জন্য নিশাযোগেও নারীগমনের অনুমতি নাই। ঐ একই আয়তে বলা হইয়াছে—এবং ولا تباشروهن وانتم তোমাদের নারীদের عاكفون في المساجد সহিত মিলিত হইওনা, যখন তোমরা মছ্‌জিদে ই'তিকাফ করিবে.— আলবাকারা : ১৮৭।

নিদ্রা ও বিশ্রামের দাবী

অনেকে মনে করেন যে, আহার ও মৈথুনের সংযম রামাযানে যখন কেবল দিবাভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তখন রাত্রির ভূরিভোজন ও ইন্দ্রিয়সেবার সাহায্যে সুদে আসলে উক্ত সংযমের ক্ষতিপূরণ করার বিধান ইছ্‌লাম প্রদান করিয়াছে. কিন্তু এই ধারণা অতিশয় গর্হিত ও মূর্খতাব্যঞ্জক! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোর্‌আনের অবতরণ এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক উহার অনুশীলন রামাযানের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ ছিয়ামের অন্যতম কর্ত্তব্য স্বরূপ আদেশ দিয়াছেন, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم তোমরা মাসের গণনাকে পূর্ণকর এবং আল্লাহ যে তোমাদিগকে হিদায়ৎ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার তক্‌বীর ঘোষণা করিতে থাক। (১৮৫ আয়ৎ)।

বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি আবু হোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানে নৈশ- كان يأمر بقيام رمضان ইবাদতের জন্য আদেশ করিতেন। * রামাযানের প্রত্যেক রজনীতে জিব্রীল সমভিব্যহারে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক কোর্‌আনের অনুশীলন ও পঠন, আল্লাহর প্রশংসা এবং জয়ঘোষণার নির্দ্দেশ এবং—— রামাযানের রাত্রে ইবাদৎ ও তেলাওয়াতের জন্য জাগ্রত ও দণ্ডায়মান থাকার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক উম্মৎকে আদেশ দেওয়ার পর রামাযানের রাত্রিগুলিতে ভূরিভোজন, নারি-সম্ভোগ ও নিদ্রায় অতিবাহিত করার অবকাশ থাকেনা। রামাযানে আল্লাহর ইবাদৎ ও তাঁহার বাণীর তেলাওয়াতের জন্য তারাবীহর নমাযে ও নমাযের বাহিরে কোর্‌আনের পঠন ও পাঠন, অনুশীলন ও অনুধাবনের জন্য রাত্রিজাগরণ করা ছিয়ামের বৈশিষ্ট্য।

অহমিকার দাবী।

ছিয়ামের অপরিহার্য্য সাধনার মধ্যে মিথ্যাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকা অন্যতম। বুখারী আবু হোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) من لم يدع قول الزور বলিয়াছেন, যেব্যক্তি والعمل به فليس لله মিথ্যা উক্তি ও আচরণ حاجة في ان يدع طعامه পরিহার করিলনা, — وشرابه – তাহার পানাহার বিরতির আল্লাহ কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। † বুখারী তাঁহার অন্য রেওয়ায়তে গোঁয়ার্ত্তমি (والجهل) শব্দ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাবারানি আনছের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন. রছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অশ্লীলবাক্য ও من لم يدع الخنى والكذب মিথ্যাকথা পরিহার করিলনা তাহার উপবাসী— থাকার আবশ্যক নাই। ‡ মিথ্যাকথন, মিথ্যাসাক্ষ্য, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি সমস্তই যুরও কিয্‌বের

* বুখারী (১) ২১২ পৃঃ।
† বুখারী (১) ২১৪ পৃঃ।
‡ নায়লুল আওতার (৪) ১৭৮ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

অন্তর্গত।

বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انى صائم مرتين –

তোমাদের কেহ যে দিবস ছিয়াম পালন করিবে, সে দিন অশ্লীলতা ও অশালীনতার আশ্রয় লইবেনা— চীৎকার করিবেনা, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত মারমারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে বা গালাগালি করিলে দুইবার বলিবে আমি ছিয়াম পালন করিতেছি। *

কোর্‌আন ও ছুন্নতের নির্দ্দেশমত যেব্যক্তি ছিয়াম পালন করিবে, পূর্ণ একটি মাস ধরিয়া— আহার, যৌনসংযোগ ও নিদ্রার সংযম অবলম্বন করিবে ক্রোধকে দমন করিবে, কটু ও অশ্লীলবাক্য উচ্চারণ করিবেনা, পরনিন্দা, মিথ্যাচরণ ও নির্লজ্জ উক্তি ও আচরণ এবং গোঁয়ার্তমি হইতে বিরত থাকিবে, কেহ অন্যায়ভাবেও তাহার সহিত কলহ বা মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেনা বা আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলিবেনা এবং উত্তর করিবেনা, রাত্রি জাগিয়া নমাযে দাঁড়াইয়া রহিবে, কোর্‌আনের পঠন ও পাঠন, অনুধাবন এবং দোআ ও তছ্‌বিহে মশ্‌গুল থাকিবে, ভৃত্য ও পরিচারকদিগের শ্রম লাঘব করিয়াদিবে, † দান ও খয়রাতে মুক্তহস্ত হইবে এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনায় পূর্ণ এক মাস কাটাইয়া দিবে, তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য কতটা হৃদয়গ্রাহী তাহার খুদী কতদূর শক্তিশালী এবং তাহার আত্মা কি পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঈমান বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

يترك طعامه وشرابه و شهوته من اجلى الصيام لى وانا اجزى به والحسنة بعشر امثالها –

আল্লাহ বলেন ছায়েম ব্যক্তি আমার জন্য পানাহার ও নারী-সম্ভোগের বাসনা— পরিহার করে। ছিয়ামের ইবাদৎ শুধু আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তাহার প্রতিদান প্রদান করিব এবং প্রত্যেক সদাচরণের দশগুণ পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ‡

ছিয়ামের ইবাদৎ আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য ইবাদতের বিপরীত ইহার অনুষ্ঠান ও আচরণ লোক চক্ষুর অন্তরালেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোকসমক্ষে আমরা রোযাদার হইবার বড়াই করিতে পারি কিন্তু যথাযথভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে আমরা ছিয়ামের কৃচ্ছ্রসাধনা, উদ্‌যাপিত করিতেছি কিনা, যিনি সকলের চক্ষু নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহার নিকট যাহা সংগোপিত, তাহা সুপ্রকাশিত, একমাত্র তাঁহার চক্ষুই তাহা দর্শন করিবে, সুতরাং ছিয়ামের পুরস্কার শুধু তাঁহার নিকট হইতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

* বুখারী (১) ১১৩ পৃঃ ; নায়লুলআওতার (৪) ১৭৭ পৃঃ। † মিশ্‌কাৎ, ১৭৩ পৃঃ।

‡ বুখারী (১) ১১৩ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

শেখের বাড়ীর পাঠশালা।

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য তোড়জোড় চলিতে লাগিল। মরহুম ওয়ালেদ ছাহেবের শেষ ওছিয়ত স্মরণ করিয়া মা এবং মামা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, আমাকে শেখ ছাহেবের পাঠশালাতেই ভর্ত্তি করিতে হইবে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অঞ্চলে দশ বর্গ মাইলের মধ্যে এই ক্ষুদ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটী নৈশ আকাশের দীপ্ত তারার ন্যায় দিগন্ত-জোড়া আঁধারের বুকে মিটি মিটি ভাবে কিরণ ছড়াইতেছিল। স্কুলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—একখানা ১২ হাত ছনের ঘরে অনেকগুলি ছেলে এবং একটি মাত্র মেয়ে গোলমাল করিতেছে। ঘরের মেঝে পরিষ্কার ঝকঝকে, স্কুলের প্রাঙ্গন সযত্ন—পরিচ্ছন্নতায় সমুজ্জল এবং চারিদিকের প্রতিটী বস্তুতেই যেন একটা নিবিড় মমতার স্পর্শ বিরাজ করিতেছে। পরে দেখিয়াছিলাম—শেখ ছাহেবের বৃদ্ধা জননী প্রতিদিন সকাল বেলা স্বহস্তে স্কুলঘর, প্রাঙ্গন, বাঁশের বেঞ্চগুলি, বাঁশের টেবিল খানা, মায় শিক্ষকের বসিবার টুলখানা অত্যন্ত সতর্কতা এবং—সস্নেহ নিপুণতার সাথে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। পড়ুয়াদের শ্লেট মাজিবার জন্য মট্‌কী ভরিয়া পানি এবং কাঠ-কয়লা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রাখিয়া দিতে একদিনও তাঁর ভুল হইত না। দারুণ শীতের দিনেও সকাল বেলা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি এই সকল মধুর কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন। শেখ গৃহিণী অতিশয় মমতাময়ী শান্ত-প্রকৃতির নারী ছিলেন। সকল পড়ুয়ার প্রতিই তাঁহার সুবিপুল স্নেহ অজস্র ভাবে বর্ষিত হইত। যে সকল ছেলেদের বাড়ীতে কোন কারণে খাওয়া না হইত, তাদের মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং জননীর আদরে তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইয়া নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতেন। তাঁহার টানাটানির সংসারে মূর্ত্তিমতী কল্যাণী রূপে তিনি যেন সকল অভাব অনটনের উপরে-স্ব-মহিমায়—বিরাজ করিতেন, নীচের পাঁক কাদা সে প্রস্ফুটিত শতদলকে স্পর্শ করিতেও পারিতনা।

শেখ ছাহেবের একটা পানের বরোজ ছিল। সারাদিন সেই বরোজের ছায়া-শীতল বুকে তিনি ধ্যান-মগ্ন আউলিয়ার ন্যায় কর্ম্ম-নিরত থাকিতেন। তাঁর স্নেহ-স্পর্শে কচি পান-পাতা গুলি সবুজ সুষমায় যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। এই বরোজ খানাই তাঁর পরিবার প্রতিপালন এবং স্কুলের যাবতীয় খরচ সঙ্কুলনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সময়ে আমরা—তরুণ পড়ুয়ারদল তাঁর সেই শান্তিধামে হানা দিতাম। তিনি সশঙ্কিত অথচ প্রশান্ত স্নেহ-মাখা হাসির সহিত আমাদের দুরন্তপনা সহ্য—করিতেন।

শিক্ষক কানাইলাল সরকার অমায়িক লোক ছিলেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি ভীষণ চটিয়া যাইতেন। সে সময় পড়ুয়াদের দুর্ভোগও বাড়িত। ক্লাসে পড়া বলিতে না পারার সাধারণ শাস্তি ছিল—"ভালো-ছেলে" দিয়ে কান-মলানো। বেঞ্চ এর উপর উঠিয়া নীল-ডাউন (Kneel-down) হওয়া ছিল তার উপর পর্য্যায়ের শাস্তি। সবচেয়ে মজাদার এবং কঠিন শাস্তি ছিল—উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে—"চৌদ্দ-পোয়া" করানো, অর্থাৎ অপরাধীকে নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত জায়গা মাপিয়া লইয়া তারই দুই প্রান্তে পা রাখিয়া দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইত। শেখ ছাহেবের বাড়িতে অনেকগুলি ভারী ভারী মাটির মোড়া ছিল। তারই একটা করিয়া অপরাধীদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে "সাহেব" বানানো হইত। তারপর দুই

www.ahehadeethbd.org

Contents

হাতে তাদের দুই কান ভীষণভাবে মলিয়া দিবার হুকুম হইত। এক একদিন এইরূপ কান মলার—আধিক্যে আমার দুই হাতে ফোস্কা উঠিবার উপক্রম হইত। তখন "ভাল ছেলে" হওয়ার দুর্ভোগের প্রতি মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিত। তথাপি আমরা সকলেই গুরু মহাশয়কে শ্রদ্ধা করিতাম। কারণ আমাদের দেশে তাঁর মত পণ্ডিত কেহই ছিলেন না এবং আমাদিগকে তিনি সত্যিকার ভাবে অন্তর দিয়া ভাল বাসিতেন।

স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকগুলির ভাব এবং সুর সকল ক্লাসেই একরূপ ছিল। "রাম ভাল ছেলে, গোপাল বড় সুবোধ" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্তর মম আলোকিত কর,— হে ভগবান" ইত্যাদি শ্রেণীর পাঠ্য আমাদিগকে পড়ানো হইত। মাঝে মাঝে শিক্ষক মহাশয় "কীচক বধ", ভীম-অর্জ্জুনের পরাক্রম রাম-সীতার বনবাস, কুন্তি-দ্রৌপদীর সতীত্ব প্রভৃতি গল্প বলিয়া শুনাইতেন। বস্তুতঃ যে সব পড়ুয়ার বাড়ীতে মাতা-পিতা 'দিনদার' ছিলেন না এবং যাহাদের গৃহ-পরিবেশ এছলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিবর্জ্জিত ছিল,—তাহাদের পক্ষে আল্লাহ,— রছুল, কোরআন, প্রভৃতি শব্দগুলি শুনিবারও সুযোগ হইত না। প্রতি গ্রামে সামান্য দুই একটী বাড়ীতে নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াৎ ইত্যাদি হইত এবং সে সব মুষ্টিমেয় পরিবারের লোক ও ছেলে মেয়েদিগকে "ফারাজী" "মোল্লা" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ঠাট্টা করা হইত। মনে আছে—বাল্যকালে পায়জামা পরিয়া বাড়ীর বাহির হইলে বালক-বৃদ্ধ সকলের কাছেই আমাকে নাজেহাল হইতে হইত। প্রতি গ্রামেই নিয়মমত বাস্তু-পূজা, সত্য-পীরের পূজা প্রভৃতি হইত। "মাদার গাজীর বাঁশ নাচানো একটী জন-প্রিয় পবিত্র অনুষ্ঠান বিবেচিত হইত। একবার আমার ওয়ালেদ মরহুম মাদার-বাঁশ ওয়ালাদিগকে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জনসাধারণের বিরাগভাজন হন এবং কিছুদিন পরে কলেরায় যখন গ্রাম উজাড় হইয়া গেল, তখন অনেকেই উক্ত ঘটনাকে উহার মূলীভূত কারণরূপে অভিহিত করিয়াছিল। বাংলা দেশে সাধারণ শিক্ষার (General Education) প্রতি মোছলমানদের বিরূপ হইবার ইহাই গূঢ়তম রহস্য। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এ দেশের একজন মোছলমান চাষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— সে তার ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখায় না কেন? উত্তরে সেই মোছলমান চাষী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, "আমার ছেলে বরং মূর্খ থাকুক, সেও ভাল; তথাপি হিন্দুর স্কুলে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাকে দোজখে পাঠাইতে পারি না"। এছলামী শিক্ষা-বিবর্জ্জিত হিন্দু ভাবাপন্ন মুছলমান গ্রাজুয়েটগণ সত্যই সমাজের কলঙ্ক! ইংরাজের গোলামীর চেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বাংলার মোছলমান সমাজের বেশী ক্ষতি করিয়াছে।

প্রথমে আমরা কলাপাতায় লিখিতাম। লাউ পাতার রসের সহিত রান্নার হাঁড়ির কালি মিশাইয়া কালি তৈয়ার করিতাম এবং বাঁশের কঞ্চির কলম ব্যবহার করিতাম; প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য এই সকল উপকরণই রেওয়াজ ছিল। পরে একদিন ঘটা করিয়া গুরু মহাশয় আমাদের "কাগজ হাতে" দিলেন। দূর শহর হইতে কালির বড়ী, কাগজ, ময়ূরের পাখ, প্রভৃতি কিনিয়া আনা হইল। সেদিন বিশেষভাবে সাজ-পোষাক পরিয়া নূতন উপকরণাদি, কয়েক সের বাতাসা এবং গুরু মহাশয়ের জন্য নূতন ধুতি-চাদর লইয়া পাঠশালায় গেলাম। গুরু মহাশয় বেশ খুশী হইয়া নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ সমাপনপূর্ব্বক আমার নূতন খাতায় লিখিয়া দিলেন:—

"আজ্ঞাকারী, প্রতিপাল্য, মহা-প্রতাপ, ভূমির অধিপতি, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়, গ্রাম ·· ··· ··· ·· জেলা ··· ·· ইত্যাদি।" সারাদিন প্রাণপণ যত্নে সেই লেখাগুলি নকল করিলাম। বস্তুতঃ পল্লী অঞ্চলে তখন দুইটী বিশেষ সত্তার মহা-প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইত,—— একটী দারোগা, অপরটী জমিদার। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে এই দুই মহা-প্রভুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাহিণী শুনি-

www.ahehadeethbd.org

তাম এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ সচক্ষে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতাম। কাহারও বাড়ীতে চুরি হইলে প্রায় ২০।২২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থানায় গিয়া এজহার দিতে হইত এবং তিন চার দিন পর দারোগা প্রভু যখন গদাই-লস্করী চালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি তদন্তের উপলক্ষে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার এবং সঙ্গীয় কনষ্টেবল বাবুগণের সালামী, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য বেচারা গৃহস্বামী এবং গ্রামবাসী সকলকেই নাকানী চুবানী খাইতে হইত। জমিদার বাবুদের আদেশ-নিষেধের কড়াকড়ি প্রতিপদেই মালুম হইত। জমিদার বাবুর এলাকায় গো-কোরবানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একবার আমাদের গ্রামের একটী বৃদ্ধ লোক ভিন্ন গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে কিছু গরুর গোশ্‌ত লুকাইয়া বাড়ীতে আনেন, প্রতিবেশী এক শয়তান বাবুর কানে সে কথা তুলিয়া দেয়। ফলে বাবুর জুতার আঘাতে সেই বৃদ্ধ বেচারার দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে গ্রামের অধিবাসীগণকে বাঁশ, ছন, কলাপাতা, পাঁঠা ও চাঁদার পয়সা ইত্যাদি যোগাইতে হইত। দীন মজুররা বাবুবাড়ীর জঙ্গল কাটিয়া, উঠান ঝাড়িয়া, সন্ধ্যাবেলা খালি-পেটে শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিত। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময় যে মেলা বসিত, তাহাতে অবাধ নাচ-গান, জুয়া-খেলা এবং বেশ্যা আমদানী করা হইত। গ্রামের মোছলমান যুবকেরা সেখানে গিয়া অর্থ, স্বাস্থ্য, ঈমান—সমস্তই হারাইয়া ফতুর হইয়া ফিরিয়া আসিত।

জীবনে সর্ব্বপ্রথম যাঁহার নাম লিখিয়া কাগজ কলম ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলাম, সেই অসাধারণ মানুষ জমিদার বাবুকে দেখিবার মত দুর্ভাগ্য একবার সত্যই উপস্থিত হইল।

আষাঢ় মাস পল্লীঅঞ্চলে আর্থিক দুঃসময়। অথচ প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসেই জমিদার বাড়ীতে "পুণ্যাহ" হইত। যাহারা সাধারণ প্রজা,— তাহারা আট আনা, এক টাকা কিংবা দুই টাকা পুণ্যাহ দিনের যে কোন সময়ে জমা দিতে পারিত। কিন্তু যাহারা জোতদার শ্রেণীর মাতব্বর, প্রজা, তাহাদিগকে—অন্ততঃ চার টাকা কিংবা আট টাকা ঠিক দুপ'রের সময় গোলক-পুণ্যাহে জমা দিতে হইত এবং জমিদার বাড়ীর পরম সম্মানের ভেট স্বরূপ কয়েকগাছি ফুল-শোলার মালা, কিছু বাতাসা অথবা দুই একটা ইলিশ মাছ তাহাদিগকে দেওয়া হইত। এইরূপ গোলক-পুণ্যাহ উদ্‌যাপন করিবার জন্য একবার জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—চারিদিকে কলাগাছ পুঁতিয়া একটী পূজামণ্ডপ তৈয়ারী করা হইয়াছে। সেখানে চারটী সিন্দুর-চর্চ্চিত রঙীন মাটীর ভাঁড় বসানো হইয়াছে। ভাঁড়গুলির গলায় ফুল-শোলার মুকুট ও মালা। চারজন সুসজ্জিতা বারাঙ্গনা ভাঁড় চারটী সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। পাশেই পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে এবং স্বয়ং জমিদার বাবু পরপর প্রজাদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া ভাঁড়ের মধ্যে রাখিতেছেন। প্রায় তিন ঘণ্টা যাবত মোটা রকম আমদানীর পর আগে পুরোহিত, পিছনে জমিদার বাবু এবং তৎপশ্চাৎ চারজন বারাঙ্গনা ভাঁড় চারটী লইয়া বাবুর অন্দর মহলে চলিয়া গেল। সমাগত প্রধান ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই মোছলমান। দীর্ঘ দাড়ি, চওড়া বুকবিশিষ্ট গণ্যমান্য মোছলমান প্রধানগণকে জমিদার বাড়ীর ছেলেরা পর্য্যন্ত 'তুই' শব্দে সম্বোধন করিতেছিল।

* * * *

এক দিন আমাদের স্কুলে হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেজাজ এবং ব্যবহারে তিনিও দারোগা বাবুর চেয়ে কম ছিলেন না। স্কুলের দোষত্রুটী সহানুভূতির সহিত দেখার পরিবর্ত্তে তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে এবং কৈফিয়ত তলব করিতে লাগিলেন। বেচারা কানাই মাষ্টার ভয়ে জড়সড় হইয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শেখ ছাহেব বাড়ীর ভিতর জোহরের নামাজ পড়িতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। শেখ ছাহেব এবং মাষ্টার মহাশয় উভয়েই যেন স্কুল পরিচালনা

www.ahehadeethbd.org

করিতে গিয়া মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন ইনস্পেক্টর বাবুর কথাবার্ত্তায় এই ভাবই প্রকাশ পাইতে লাগিল। শেখ ছাহেবের অতি আদরের শিল্প প্রতিষ্ঠান বুঝি অকাল মৃত্যু লাভ করে, এই ভয়ে তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ে বাবু অবশেষে অনেকটা শান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া শেখ ছাহেব বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর খুব বড় এক গোছা পান, দুই ছড়া কলা, কয়েকটা মান কচু আনিয়া বাবুর সম্মুখে হাজির করিলেন। সদ্য নমাজ-প্রত্যাগত শেখ ছাহেবের টুপী-দাড়ি শোভিত মুখ-মণ্ডলে তখন এক নূরানী দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল,— তাঁর কপালের ছেজদা চিহ্ন—— যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ইন্স্পেক্টর বাবু হাসি মুখে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে বিদায় হইলেন। আমরা সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাইশ বৎসর পর গ্রামে ফিরিয়া শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত সেই আলোক-নিকেতন দেখিতে গেলাম। আজ সেখানে আর কিছুই নাই। স্কুলগৃহ, শেখ ছাহেবের বাড়ী এখন জঙ্গলে আচ্ছন্ন পতিত সমভূমি। পান বরোজের জায়গাটায় পাট-ক্ষেত।

আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মরহুম ছৈয়দ আহ্মদ ছাহেবের সমাধির ছবি মনে পড়িল। সারাজীবনের সাধনায় তিনি যে প্রাণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,— বিশ্ব-জীবনের সম্বর্দ্ধনা সভায় তা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শেখ ছাহেবের স্থাপিত প্রাণ-কেন্দ্র বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। তাঁর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক তাঁর সাথে সাথেই নীরব পল্লীর বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু শাশ্বত আলোক ও অনন্ত জীবনের অধিকারী যিনি, তাঁর দরবারে তাঁর সাধনা হয়ত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

الاسئلة والاجوبة

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

তারাবীহর নমায ও জামাআৎ।

(২) (৩৬৭ পাতার পর)

'তারাবীহ'র জামাআৎ সম্বন্ধে যে দশটী হাদিছ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সে গুলির সাহায্যে চারিটী বিষয় প্রমাণিত হয়, যথা—

প্রথম, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং মাঝে মাঝে তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করিতেন এবং পরিবার-ভুক্ত নরনারী ও প্রতিবেশীবর্গকে ডাকাইয়া উক্ত জামাআতে যোগ দেওয়াইতেন,— দেখ – ঘ, ঙ, চ, ছ, জ ও ঞ দফায় বর্ণিত হাদিছ।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন,—দেখ—ঝ দফায় বর্ণিত হাদিছ।

তৃতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে মছ্জিদে-নববীতে সকল রামাযানে ছাহাবাগণ তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎ কায়েম করিতেন। তাঁহাদের আচরণে রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং ছাহাবাগণের সাধুবাদ করিয়াছিলেন, দেখ— ক ও খ দফায় বর্ণিত দুইটী হাদিছ।

চতুর্থ, রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহর নারী জামাআৎ কায়েম করার মৌন-সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন,— দেখ গ দফায় বর্ণিত হাদিছ।

এই হাদিছগুলির সহিত মিলাইয়া অতঃপর ইমাম মালেকের উদ্ধৃত ইব্নে-শিহাব যুহ্রির উক্তি পাঠ কর। ইমাম মালেক, বুখারী, মুছ্লিম, আবুদাউদ ও তিরমিযি প্রভৃতি ইব্নে শিহাবের নিম্ন-বর্ণিত উক্তি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন,— রছুলুল্লাহ (দঃ) পরলোকগমন করি- فـتـوفـي رسـول الله

www.ahehadeethbd.org

লেন এবং তারাবীহ এই নিয়মেই পড়া—হইত, আবুবক্‌র ছিদ্দিকের (রাযিঃ) খিলাফতে এবং উমর ফারুকের (রাযিঃ) খিলাফতের প্রাথমিক ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে এবং পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ পড়ার নিয়ম বলবৎ ছিল। *

صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب

এরূপ বলিষ্ঠ প্রমাণসমূহের বিদ্যমানতায়—তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করার বৈধতা ও ইছ্‌তিহ্‌বাব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারেনা, কিন্তু তারাবীহ-বিদ্বেষীগণ অজ্ঞ লোকদিগকে সন্দিগ্ধ করার মৎলবে বলিয়া থাকেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মাত্র দুই তিন রাত্রি তারাবীহ পড়াইয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত মাস ধরিয়া জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়া বিদ্‌আৎ!

তারাবীহ-বিদ্বেষীগণের উপরিউক্ত দাবীর—প্রত্যেকটী কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মূর্খতাব্যঞ্জক অথবা বিদ্বেষ-দোষ-দুষ্ট। আমি ক্রমান্বয়ে তাহাদের প্রত্যেকটী উক্তির অসত্যতা প্রমাণিত করিব।

(ক) রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবনকালে জামাআৎ করিয়া মাত্র দুই তিন রাত্রি তারাবীহ পড়াইয়াছিলেন,— এ উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি অন্ততঃ সাতটী বিশুদ্ধ হাদিছের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছি যে, ছিয়াম ফর্য হইবার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু দুই তিন বার নয়,—বহু বার রাত্রির প্রথম, মধ্য ও শেষভাগে তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিয়াছেন। আমার সংকলিত হাদিছগুলি হইতে আমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আহ্‌লেহাদিছগণের ইমাম, মুজাদ্দিদে দিন, শায়খুলইছলাম—ইব্‌নেতায়মিয়ার সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, রছু-

قد صلاها رسول الله

লুল্লাহ (দঃ) জামাআৎ সহ তারাবীহর নমায রামাযানের প্রথমভাগে দুই রাত্রি কেন, তিনরাত্রি পর্য্যন্ত—পড়িয়াছিলেন আর রামাযানের শেষদশকে তারাবীহ জামাআৎ সহ বহুবার পড়িয়াছেন। *

صلى الله عليه وسلم في الجماعة في اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها ايضاً في العشر الاواخر في جماعة مرات –

(খ) আর কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তিনদিনের অতিরিক্ত জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়েন নাই, তাহাতে সমস্ত রামাযান তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করার অসিদ্ধতা কেমন করিয়া প্রতিপন্ন হইবে? ছুন্নৎ বা মুছ্‌তাহাব প্রমাণিত হইবার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার জীবন কালের মধ্যে একবার মাত্র কোন কার্য্য সম্পাদিত হওয়াই যথেষ্ট। ইছ্‌তিহ্‌বাব ও ছুন্নিয়্যৎকে সাব্যস্ত করার জন্য যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) সমগ্র জীবনব্যাপী আচরণের প্রমাণ অনুসন্ধান করে,—তাহাদিগকে 'মূর্খ ফত্‌ওয়াবাজ' ছাড়া অন্য কিছু বলা চলেনা!

ইবাদৎ ও ছওয়াব সম্পর্কিত যে সকল কার্য্য রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পবিত্র জীবনকালের ভিতর একবারও সমাধা করিয়াছেন, তাহা ছুন্নৎ! উম্মতের পক্ষে আজীবন উল্লিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে থাকা সৌভাগ্য ও পুণ্যের কারণ হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—

(১) রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সমস্ত জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করিয়াছিলেন, কিন্তু হয্‌রতের (দঃ) সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণী ও খলিফাগণ এবং বহু ছাহাবা প্রতি বৎসর হজ্জ করিতেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) সহধর্ম্মিণী, খলিফা ও ছাহাবাগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতি বৎসর হজ্জ করিতেন আর আজো যাঁহারা একাধিকবার হজ্জ করার তওফিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি বিদ্‌আৎ করিয়াছেন, একাধিক বার হজ্জকরা কি নাজায়েয?

* মোওয়াত্তা (১) ১০৪ পৃঃ; বুখারী (১) ২২৪ পৃঃ; মুছলিম (১) ২৫৯ পৃঃ; আবুদাউদ (১) ৫২০; তির্‌মিযি (২) ৭৬ পৃঃ।

* ছিরাতুল মুছ্‌তাকিম, ১৩২ পৃষ্ঠা।

www.ahehadeethbd.org

(২) রছুলুল্লাহ (দঃ) আজীবন কালের মধ্যে স্বয়ং মাত্র একবার আযান দিয়াছিলেন, যেসমস্ত মুছলমান জীবনব্যাপী প্রত্যহ পাঁচবার আযান দিয়া থাকেন, তাঁহারা কি গোনাহ্‌গার হইবেন?

(৩) রছুলুল্লাহ (দঃ) জীবনে একবার মাত্র জানাযায়-গায়েবের নমায পড়িয়াছিলেন বলিয়া সঠিক-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রয়োজনমত প্রত্যহ জানাযায়-গায়েবের নমায পড়া কি দুরস্ত হইবেনা?

(৪) রছুলুল্লাহ (দঃ) একবার মাত্র অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীতে চন্দ্রগ্রহণের নমায পড়িয়াছিলেন, তাই বলিয়া কি চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে জীবনে সর্ব্বদা নমাযপড়া নাজায়েয হইয়া যাইবে?

(৫) রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবনে শুধু একবার অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হিজ্‌রীতে খোলামাঠে ইছ্‌তিছ্‌কা—পানিপ্রার্থনার নমায পড়িয়াছিলেন। প্রয়োজন—হইলে উম্মৎগণের পক্ষে প্রতিবৎসর এবং বৎসরে একাধিকবার পানির জন্য ইছ্‌তিছ্‌কার নমায পড়া কি জায়েয হইবেনা?

(৬) রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু একবার মক্কাজয়ের বৎসরে অষ্টম হিজ্‌রীতে কা'বার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, মুছলমানগণ ইচ্ছা করিলে দৈনিক একাধিকবার প্রবেশ করিতে পারেননা কি?

(৭) রছুলুল্লাহর (দঃ) সমস্ত জীবন-কালে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মাত্র একজন শত্রু তাঁহার অস্ত্রে নিহত হইয়া-ছিল। তাই বলিয়া কি রণক্ষেত্রে একাধিক শত্রুকে হত্যাকরা বিদ্‌আৎ হইয়া যাইবে?

هذا عاقبة من يجادل فى سبيل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير!

রছুলুল্লাহ (দঃ) একটী কাজ জীবনে মাত্র একবার বা দুইবার সম্পন্ন করিয়াছেন, অথচ উহা পরিগৃহীত ছুন্নৎরূপে উম্মতে-মুছ্‌লিমার মধ্যে প্রচলিত আছে, ইহার নযির সংগ্রহ করিতে বসিলে স্বতন্ত্র একখণ্ড পুস্তক রচনা করিতে হয়, অথচ তারাবীহর জামাআৎ শুধু দুই একবার নয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) মদীনার জীবনে ছিয়াম ফর্‌য হওয়ার পর যে বহুবার কায়েম করিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত—হইয়াছে।

তারপর তারাবীহর জামাআতের ছুন্নিয়ৎ শুধু ফে'লী হাদিছ অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণ দ্বারাই প্রমাণিত হয় নাই, তাঁহার উক্তি—কওলি হাদিছ দ্বারাও উহা সাব্যস্ত হইয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন উক্তিতে তারাবীহর জামাআৎকে দুই বা তিনদিনের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নাই এবং ইছ্‌লামি ফিক্‌-হের অছুলে ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, স্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া কোন সাধারণ—মুৎলক আদেশকে সীমাবদ্ধ (مقيد) করিয়া ফেলা অবৈধ। * অধিকন্তু ফে'লী-হাদিছ অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণ-সম্পর্কিত হাদিছ অপেক্ষা তাঁহার নির্দ্দেশ—'কওলী-হাদিছ' সাধারণতঃ অগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। *

রছুলল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং আবুবক্‌র ছিদ্দিকের (রাযিঃ) খেলাফতে মুছলমানগণের মধ্যে যাঁহারা হাফেযে-কোর্‌আন হইতেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র-ভাবে আর যাঁহারা হাফেয হইতেন না, তাঁহারা কোন না কোন হাফেযে-কোর্‌আনের পশ্চাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জামাআতে তারাবীহ পড়িতেন। মদীনার বয়-তুলমালের সহযোগী গভর্ণর আবদুর রহমান বিনে আবদুল কারীর (রাযিঃ) বাচনিক ইমাম মালেক, বুখারী ও বায়হকি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে

خرجت مع عمر ليلة فى رمضان الى المسجد، فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه و يصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط - فقال عمر: والله انى لارانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان امثل - فجمعهم على ابى بن كعب -

রামাযানের এক নিশীথে আমি হযরত উমরের (রাযিঃ) সঙ্গে মছ্‌জিদে নববীতে গমন করিলাম, আমরা—দেখিতে পাইলাম, মানুষেরা বিভিন্ন দলে মছ্‌জিদে সমবেত হই-য়াছেন, কেহ একা একাই নমায পড়িতে-ছেন আবার আট নয় জনের পৃথক পৃথক

* ইর্‌শাদুলফহুল, ১৫৪ পৃঃ।
† ঐ ৩৭-৩৯ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

জামাআতে কতক লোক তারাবীহ পড়িতেছেন। হয্‌রত উমর বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমার বিবেচনায় এই বিচ্ছিন্ন মুছল্লিদিগকে একজন হাফেযে-কোর্‌আনের পিছনে সমবেত করিয়া দেওয়া অত্যুত্তম কার্য্য হইবে। অতঃপর তিনি উবাইবিনে-কাআবের (রাযিঃ) ইমামতে তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করিয়া দিলেন। *

এই রেওয়ায়তের সাহায্যে কয়েকটী বিষয় সাব্যস্ত হয়,——

প্রথম, হয্‌রত উমরের খিলাফতের মধ্যযুগ পর্য্যন্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশার ন্যায় মদীনার মছ্‌জিদে তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতের রীতি চলিয়া আসিতেছিল। জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার নিয়ম পরিত্যক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহর বিচ্ছিন্ন জামাআৎগুলিকে নিজের ইমামতে এক বিরাট জামাআতে পরিণত করিবার যে আদর্শ বহুবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া উমর ফারুক (রাযিঃ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎগুলিকে বাতিল করিয়া তারাবীহর এক বিরাট জামাআৎ মদীনার মছ্‌জিদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে যে উবাইবিনে কাআব কারী রছুলুল্লাহর (দঃ) মছ্‌জিদে তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিতেন, এবং যাঁহার পশ্চাতে তারাবীহ পাঠে নিরত মুছল্লিগণের রছুলুল্লাহ (দঃ) সাধুবাদ করিয়াছিলেন, সেই উবাই বিনে কাআব (রাযিঃ) কেই হয্‌রত উমর ফারুক (রাযিঃ) তারাবীহর বিরাট জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হয্‌রত উবাই বিনে কাআব (রাযিঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, তারাবীহর জামাআতে তিনি ইমামৎ করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর হয্‌রত যয়েদ বিনে ছাবিৎ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তারাবীহর জামাআৎ পরিচালনা করিতে থাকেন। †

উর্‌ওয়া বিন্‌যুবোবায়র বলেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ) উবাই বিনে কাআবকে তারাবীহর পুরুষ জামাআতের ইমাম আর ছুলাইমান বিনে আবি-হাছমা কে নারী জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। * হাফেয ইব্‌নে হজর লিখিয়াছেন যে, হয্‌রত উমর ফারুক আবু হালিমা মোআয বিনে হারেছ বিনে আর্‌কম আন্‌ছারীকেও তারাবীহর জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। † ইব্‌নে ছাআদ বলিয়াছেন যে, হয্‌রত উমর (রাযিঃ) আবদুল্লাহ বিনে ছায়েব মখ্‌যুমিকে মক্কায় তারাবীহর জামাআৎ পরিচালনার্থ ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‡

উমর ফারুক (রাযিঃ) স্বয়ং তারাবীহর জামাআতে যোগদান করিতেন।

মূর্খদিগকে ভড়্‌কাইবার মৎলবে তারাবীহ-বিদ্বেষীগণ বলিয়া থাকে যে, হযরত উমর তারাবীহর জামাআৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং এই বিদ্‌আতে আর্থাৎ তারাবীহর জামাআতে কোনদিন যোগদান করেন নাই।

এই অভিযোগের তাৎপর্য্য হইতেছে (মআযাল্লাহ!) হযরত উমরকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা, অর্থাৎ তারাবীহকে নাজায়েয জানিয়াও তিনি মুছলমানদের ঘাড়ে যবরদস্তি চাপাইয়া দিয়াছিলেন অথচ স্বয়ং নাজায়েয হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে তারাবীহর জামাআতে কোনদিন যোগদান করেন নাই!

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا!

যাহারা উমর ফারুককে বিদ্‌আতি ও কপট প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহারা যে কিরূপ মুছলমান, তাহা না বলিলেও চলে, আমি শুধু এই কথাই বলিব যে, উক্ত অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা! হয্‌রত উমর স্বয়ং তারাবীহর জামাআতে যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহার নিযুক্ত ইমামের পিছনে মুক্তাদি হইয়া তারাবীহ পড়িয়াছেন। ইব্‌নো আবিশায়বা আবদুল্লাহ

* মোওয়াত্তা (১) ১০৪ পৃঃ; বুখারী (১) ২২৪ পৃঃ; ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৩পৃঃ। † কিয়ামুল্‌লাইল, ৯০পৃঃ।

* ছুননেকোব্‌রা (২) ৪৯৪ পৃঃ; কিয়াম: ৯৩ পৃঃ।
† ইছাবা (৬) ১০৭।
‡ কন্‌যুল উম্মাল

www.ahehadeethbd.org

বিনে ছায়েবের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন—যে, আমি রামাযানে লোকদিগকে তারাবীহ পড়াইতেছিলাম, একদা নমায পড়াইবার সময়ে আমি মছ্‌জিদের দ্বারে হযরত উমরের তক্‌বীর (আল্লাহো আক্‌বর) ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তিনি মছজিদে প্রবেশ করিলেন এবং আমার পশ্চাতে তারাবীহ পড়িলেন। *

كنت اصلى بالناس فى رمضان' فبينا انا اصلى سمعت تكبير عمر رض على باب المسجد' فدخل فصلى خلفى !

উমর ফারুক শুধু মুক্তাদী রূপে তারাবীহর জামাআতে যোগদান করেন নাই। তারাবীহর জামাআতে স্বয়ং ইমামৎ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বায়হকি স্বীয় ছুননে যয়েদ বিনে ওয়াহাবের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, উমর ফারুক (রাযিঃ) রামাযানে আমাদিগকে তারাবীহ পড়াইবার সময়ে প্রত্যেক চারি রাক্‌আৎ অন্তর এতটা বিশ্রাম লইতেন—যতটুকু সময়ে মানুষ মদিনার মছ্‌জিদ—হইতে "ছালাঅ্‌" নামক পাহাড় পর্য্যন্ত যাইতে পারে। †

كان عمر بن الخطاب رض يروحنا فى رمضان' يعنى بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد الى سلع –

হয্‌রত উছ্‌মানের (রাঃ) যুগ।

তৃতীয় খলিফা হয্‌রত উছ্‌মান বিনে আফ্‌ফানের (রাযিঃ) সময়েও তারাবীহর নমায জামাআৎ করিয়া পড়া হইত। মর্‌ওয়াযী হাছান বছ্‌রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, উছ্‌মানের—খেলাফতে হয্‌রত আলি আমাদিগকে ২০ রাত্রি পর্য্যন্ত—তারাবীহ পড়াইতেন অতঃপর তিনি আর বহির্গত হইতেননা,

امنا على بن ابى طالب فى زمن عثمان عشرين ليلة' ثم احتبس....... ثم امهم ابو حليمة معاذ القارى' فكان يقنت –

আবু হালিমা মোআয কারী অবশিষ্ট দশ রাত্রি ইমামৎ করিতেন এবং তিনি জামাআতের সহিত কনুৎ পড়িতেন। *

হয্‌রত আলি মুর্‌তাযার (রাযিঃ) যুগ।

চতুর্থ খলিফা হয্‌রত আলি বিনে আবি তালিব (রাযিঃ) সম্বন্ধে বায়হকি ও মর্‌ওয়াযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সকলকে তারাবীহ্‌র জামাআতের জন্য—আদেশ করিতেন—এবং পুরুষ ও নারী জামাআতের জন্য পৃথক পৃথক ইমাম নিযুক্ত করিয়াদিয়াছিলেন। আর্‌ফজা ছকাফী বলেন যে, আমি নারীজামাআতের ইমাম ছিলাম। †

كان يامر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال اماما وللنساء اماما قال عرفجة : فكنت انا امام النساء –

হয্‌রত আলি তাঁহার খিলাফতে একদা রামাযানের প্রথম রাত্রে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, মছ্‌জিদগুলি উজ্জ্বল আলোকমালায় সুশোভিত এবং আল্লাহর গ্রন্থ পঠিত হইতেছে। হয্‌রত আলি উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র, আপনি আল্লাহর মছ্‌জিদগুলি যেরূপ কোর্‌আন দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন,—আল্লাহ আপনার কবরকেও সেইরূপ উজ্জ্বল করুন। ‡

خرج على بن ابى طالب فى اول ليلة من رمضان والقناديل تزهر فى المساجد وكتاب الله يتلى فجعل ينادى : نورالله لك يا ابن الخطاب فى قبرك كما نورت مساجد الله بالقران

আবদুল্লাহ বিনে যুবায়রের (রাযিঃ) যুগ।

ছাহাবী আশ্‌আছ্‌ বিনে ছোলায়মের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে যুবায়রের—শাসনকালে রামাযান

اتيت مكة وذلك فى رمضان فى زمن ابن الزبير فكان الامام يصلى بالناس فى المسجد –

* কন্‌যুল উম্মাল (৪) † ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৭ পৃঃ

* মর্‌ওয়াযী, ৯০ পৃঃ; ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৮পৃঃ।
† ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৪; মর্‌ওয়াযী ৯৩ পৃঃ।
‡ মর্‌ওয়াযীর ক্বিয়ামুল্‌লাইল, ৯০ পৃঃ; মিন্‌হাজুছ্‌ছুন্নাহ (৪) ২২৪ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

Contents

মাসে মক্কায় উপস্থিত হই। আমি দেখিতে পাই যে, মক্কার হারামে ইমাম তারাবীহ পড়াইতেছেন। *

রছুলুল্লাহর (দঃ) সহধর্ম্মিনীগণের আচরণ।

ইমাম মালেক উর্ওয়া বিন্‌যুবায়রের এবং মর্‌ওয়াযী ইব্‌নোআবিমলিকার প্রমুখাৎ বর্ণনা—করিয়াছেন যে,—আয়েশা উম্মুল মোমেনিনের (রাযিঃ) আবুআম্‌র যাক্‌ওয়ান নামক একজন ক্রীতদাস ছিলেন. তাঁহাকে

ان ذكوان ابا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها فى رمضان -

তিনি মুক্তি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। উক্ত ক্রীতদাস হয্‌রত আয়েশার তারাবীহর ইমামৎ করিতেন। †

বায়হকি ইক্‌রেমার বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন জননী আয়েশা বলেন আমাদের—তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করার জন্য আমরা মক্তব হইতে বালকদিগকে সংগ্রহ

كنا ناخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا فى شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنانج -

করিতাম এবং তাহাদের জন্য উষ্ট্রের গোশ্‌ত ও কলিজি দ্বারা প্রস্তুত ঝোল বিশেষ কালইয়া এবং ছুমছুমের তৈলে মিশ্রিত গমের আটার রুটি প্রস্তুত করিতাম। ‡

কিতাবুল আছারে বর্ণিত হইয়াছে যে, হয্‌রত আয়েশা (রাযিঃ) রামাযানে স্বয়ং—

كانت تؤم النساء فى رمضان فتقوم وسطا -

তারাবীহর নারী-জামাআতে ইমামৎ করিতেন এবং সারির মধ্যস্থলে দাঁড়াইতেন। উম্মুল মোমেনিন উম্মে ছালামা (রাযিঃ) সম্বন্ধে রেওয়ায়ৎ করা হইয়াছে যে, তাঁহার মুক্তিপ্রাপ্তা দাসী—খায়রা যিনি ইমাম

ان ام سلمة كانت تقوم بجماعة النساء امتها مولاتها ام حسن البصرى

* শরহে মাআনিউল আছার।

† মোওয়াত্তা (১) ১০৫ পৃঃ; মর্‌ওয়াযী, ৯৩ পৃঃ।

‡ ছুননেকোব্‌রা (২) ৪৯৫ পৃঃ।

হাছান বছ্‌রীর জননী ছিলেন, তারাবীহর নারী-জামাআতে ইমামৎ করিতেন এবং উম্মে ছালামা তাঁহার দাসীর পিছনে জামাআতে দাঁড়াইতেন। *

ছাহাবা ও তাবেঈগণের আচরণ :—

খোলাফায়ে রাশেদিন, উবাইবিনে কাআব,—আব্‌দুর রহমান বিনে আবদুল কারী, আবুফাজাহ ও আবদুল্লাহ বিনে ছায়েব, উম্মুল মোমেনিন আয়েশা উম্মুল মোমেনিন উম্মে ছালামা রাযিয়াল্লাহো—আন্‌হুম কর্ত্তৃক তারাবীহর জামাআত কায়েম করার অনুমতি, উহাতে যোগদান এবং তারাবীহর জামাআতে তাঁহাদের ইমামৎ প্রভৃতি বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে। অতঃপর ইমাম মর্‌ওয়াযীর কিয়ামুল্লাইল ও মোওয়াত্তা ইমাম মালেক হইতে আরো কতিপয় ছাহাবা ও তাবেঈনের আচরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইবে।

আবু ওয়ায়েল বলেন যে, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ রামাযানে আমাদের তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিতেন।

হানাশ বলেন যে, উবাই বিনে কাআব তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর যয়েদ বিনে ছাবিৎ ইমামৎ করিতে থাকেন।

ইমাম মালেক বলেন যে, হযরত উমর ফারুক তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিবার জন্য তমিমদারীকেও ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হযরত আলির বিশিষ্ট ছাত্রগণ যথা যাযান, ময়ছরা, আবুলবখ্‌তরী প্রভৃতি সকলেই ইমামের পিছনে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়া অধিকতর উত্তম বিবেচনা করিতেন।

আতা বিনুছ্‌ছায়েব বলেন যে, হয্‌রত উমর এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মুছলমান নেতৃমণ্ডলীর অনুসরণে ছঈদ বিনে আবদুল আযিয ও আবদুর রহমান বিনে ইয়াযিদ তারাবীহর নামায জনসাধারণের জামাআতে ইমামের পিছনে পড়িতেন এবং জামাআতের সহিত পড়ার কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন।

মকহুল শামী জামাআতের সহিত তারাবীহ ও বিত্‌র সমাধা করিতেন।

* মাছাবাতা বিছ্‌ছুন্নাহ।

www.ahehadeethbd.org

আবু আম্র বিনুল উলা বিত্‌র পর্য্যন্ত তারাবীহর জামাআতে উপস্থিত থাকিতেন।

ছোওয়ায়দ বিনে গাফ্‌লা এক শত কুড়ি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রামাযানে তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিতেন।

ছঈদ বিনে জোবায়র তারাবীহর জামাআতে ইমামৎ করিতেন।

আবদুল্লাহ বিনে মুআক্কিলও ইমাম রূপে তারাবীহর জামাআৎ পরিচালনা করিতেন। *

মহামতি ইমামগণের অভিমত :

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তারাবীহকে ছুন্নতে মুওয়াক্কদা এবং জামাআৎকে ছুন্নতে কিফায়া বলিয়াছেন। অর্থাৎ কোন জনপদের সকল অধিবাসী তারাবীহর জামাআৎ পরিত্যাগ করিলে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবেন। ইমাম ছাহেব তারাবীহ এককভাবে পড়া অপেক্ষা জামাআতের সহিত পড়াকে উত্তম এবং গৃহের জামাআৎ অপেক্ষা মছ্‌জিদের জামাআতে যোগদান করা অত্যুত্তম বলিয়াছেন। ক

ইমাম মালেক বিনে আনছ (রহঃ) বলেন যে, হযরত উমর কর্ত্তৃক স্থাপিত তারাবীহর জামাআতের পদ্ধতী আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। ইমাম মালেক স্বয়ং জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়িতেন, কিন্তু বিত্‌র জামাআতের সহিত পড়িতেন না। খ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যাহারা কোর্‌আনের হাফেয নয়, তাহাদের জন্য তারাবীহ জামাআতের সহিত পড়া আফ্‌যল। গ

আবুদাউদ বলেন, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল,—আপনি রামাযানে এককভাবে তারাবীহ পড়া পছন্দ করেন, না জামাআতের সঙ্গে? ইমাম বলিলেন, জনসাধারণের সঙ্গে। তিনি আরও বলিয়াছেন, ইমামের সঙ্গে তারাবীহ ও বিত্‌র পড়া আমি ভাল মনে করি, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ইমাম চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নৈশ নামাযে তাহার ইক্‌তিদা করিতে থাকিলে তাহার জন্য আল্লাহ সমস্ত রাত্রির ইবাদতের ছওয়াব লিখিয়া থাকেন। (এই হাদিছ ইমাম আহমদ, মরওয়াযী, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজা ও বায়হকী প্রভৃতি আপনাপন গ্রন্থে আবুযর গিফারীর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়াৎ করিয়াছেন। দেখ,— ঝ দফায় বর্ণিত হাদিছ।) আবু দাউদ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইমাম তারাবীহ শুরু করার পর কতক লোক মছ্‌জিদে পৃথক পৃথক ভাবে নমায পড়ে! ইমাম আহমদ উত্তর দিলেন, আমি ইহা ভাল মনে করি না, আমি ইমামের সঙ্গেই তারাবীহ পড়া ভাল মনে করি। ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইমাম তিন রাক্‌আৎ বিত্‌র পড়িলে কি করা হইবে? বলিলেন, ইমামের সঙ্গে পড়িতে হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, উহারা কনুৎ পড়ার সময় বড়ই চেঁচামেচি করে? বলিলেন, তথাপি জামাআতের সহিত পড়িতে হইবে। ইমাম আহ্‌মদকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তারাবীহ শেষরাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া—পড়া উত্তম নয় কি? বলিলেন,— না! মুছলমানদের তরিকা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়!

ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته

ইমাম আহমদ স্বয়ং জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়িতেন এবং ইমাম প্রস্থান না করা পর্য্যন্ত মছজিদ হইতে বাহির হইতেন না। আবুদাউদ বলেন, আমি ইমাম ছাহেবকে রামাযান মাস—ধরিয়া তারাবীহর জামাআতে বিত্‌র পড়িতে—দেখিয়াছি *

ইমাম আবদুল্লাহ বিনুল মোবারক ও ইমাম ইছ্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে সম্বন্ধে তিরমিযি বলেন যে, তাঁহারা জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়াকে পছন্দ করিয়াছেন। মরওয়াযী বলেন যে, তারাবীহর—

* মোওয়াত্তা (১) ১০৫ পৃঃ : কিয়ামুল্‌লাইল, ৯০ ও ৯১ পৃঃ।

ক রদ্দুল মুহতার (১) ৪৯৪ পৃঃ।

খ মাছাবিহ (ছৈয়ূতী) ও ইব্‌নুল হাজের মদ্‌খল (২) ১৪৪ পৃঃ।

গ শরহে মুছ্‌লিম (১) ২৫৯ পৃঃ ও জামে তিরমিযি।

* মাছায়েলুল ইমাম আহমদ, ৬২ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

জামাআৎ সম্পর্কে ইছ্হাক বিনে রাহওয়ে ইমাম আহ্মদের অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। *

ইমাম তাহাবী বলেন যে, জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়া ওয়াজেবে কেফায়া। ক অর্থাৎ কোন গ্রাম বা শহরের অধিবাসীবৃন্দ তারাবীহর জামাআৎ সমবেতভাবে পরিত্যাগ করিলে সকলেই ওয়াজিব কার্য্য পরিত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী—হইবে।

শায়খুল ইছলাম ইবনে তায়মিয়া বলেন যে, তারাবীহর নমায ছুন্নৎ এবং উহা এককভাবে পড়া অপেক্ষা জামাআতের সহিত পড়া উত্তম। ক

হুজ্জাতুল ইছলাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহ্লভী বলেন যে, বিশ্বস্ত আলেমগণ সকলেই তারাবীহর নমাযকে ছুন্নতে মুওয়াক্কাদা এবং উহার জামাআৎকে ছুন্নৎ (মছ্নুন) বলিয়াছেন। ¶

হাফেয শওকানি বলেন যে, ইমাম বুখারীর ন্যায় আল্লামা মজ্দুদ্দীন ইবনেতায়মিয়াও আয়শা উম্মুল মোমেনিনের হাদিছ দ্বারা তারাবীহর—বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত নমায মছজিদে পড়িয়াছেন আর লোকেরা তাঁহার পিছনে উক্ত নমায জামাআৎ করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহর জামাআতের নিন্দা করেন নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহ ফরয হইবার আশঙ্কা করিয়া উহার জামাআৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অতএব উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে রামাযানের রাত্রিতে নফ্লী নমাযের জন্য জামাআত করার বৈধতা প্রতিপন্ন করা সঙ্গত হইয়াছে। §

শায়খুল্কুল আল্লামা সৈয়দ নযির হুছাইন—মোহাদ্দেছ দেহ্লভী তদীয় ফতাওয়ায় জামাআতের সহিত আট রাক্আৎ তারাবীহর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করিয়াছেন। *

আর কত অভিমতের উল্লেখ প্রদান করিব? সংক্ষিপ্ত কথা এইযে, প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার নিয়ম বলবৎ রহিয়াছে। ইমাম নববী লিখিয়াছেন, জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়া মুছলমানগণের সর্ব্ববাদীসম্মত আচ استمر عمل المسلمين عليه রণে পরিণত হইয়াছে لانه من الشعائر الظاهرة কারণ উহা প্রকাশ্য জাতীয় অনুষ্ঠানের অন্যতম। পুনশ্চ বলিয়াছেন: দুই ঈদ, চন্দ্রগ্রহণ, ইছ্তিছ্কা ও তারাবীহর নমাযগুলি জাতীয় অনুষ্ঠান। ক

আল্লাহর নির্দ্দেশ যে, যাহারা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের গৌরবরক্ষা করিয়া ومن يعظم شعائر الله فانها চলে, তাহারা হৃদয়ের من تقوى القلوب তক্ওয়ার ফলেই এরূপ করিয়া থাকে—আল্হজ্জ: ৩২ আয়ৎ।

উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান অর্থাৎ ঈদ্ বক্রীদ, ইছ্তিছ্কা, তারাবীহ প্রভৃতি নমাযের জামাআৎকে অবহেলা করে, তাহাদের অন্তরে তক্ওয়া বা পরহেযগারী বলিয়া কোন বস্তু নাই। আল্লামা কছ্তল্লানিও বুখারীর ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, ছাহাবাগণ এবং সমুদয় মুছলমান استمر عليه عمل الصحابة জামাআতের সহিত وسائر المسلمين তারাবীহ পড়ার রীতি পরিগ্রহ করিয়াছেন। ক ইমাম শা'রানি লিখি- استقر الامر على ذلك য়াছেন যে, মুছলিম في الامصار নগরী সমূহে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার রীতি দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ¶

এই সকল কারণে ফতাওয়ায় ছিরাজিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে, কোন নগর বা জনপদের অধিবাসীরা যদি একেবারেই তারা- لو ترك اهل بلدة التراويح বীহ ছাড়িয়া দেয়,— قاتلهم الامام على ذلك

* জামে তির্মিযি (২) ৭৬ পৃঃ; কিয়ামুল লাইল, ৯১ পৃঃ।
ক নয়লুল আওতার (৩) ৪৩ পৃঃ।
ক ছিরাতুল মুছতাকিম ১৩২ পৃঃ।
¶ মুছাফ্ফা, শরহে মোওয়াত্তা (১) ১৭৪ পৃঃ।
§ নয়লুল আওতার (৩) ৪৪ পৃঃ।

* ফতাওয়ায় নযিরিয়া (১) ৩৮৭—৩৯৩।
ক শরহে মুছ্লিম (১) ২৫৯ ও ২৬৬ পৃঃ।
ক ইরশাদুছ্ছারী (৩) ¶ কশ্ফুলগম্মাহ

www.ahehadeethbd.org

তাহা হইলে মুছলমবঙ্কত) বলিয়া অভিহিত হইতে সহিত সংগ্রাম কব্লিপ যে সকল মুহাজির মক হইতে

তারাবীহ-বিোেছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোরা-দলিল উপস্থাপি সম্রাট্ ছুন্নৎগণের কি বলিয়া-শক্র শিয়া হারা উহা-যে, ত' াতৃ-পিতামহ-বিদ' ধর্ম্ম হইতে বহি-

ان هؤلاء خرجوا من دين اباءهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف –

র্গত হইয়াছে এবং সম্রাটের ধর্ম্মেও দীক্ষিত হয় নাই, উহারা এক নবাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত ধর্ম্মমত পালন করিয়া থাকে। অধিকন্তু যে সকল কার্য্যের বৈধতার প্রমাণ প্রকাশ্য বা গৌন ভাবে কোরআন ও ছুন্নতে বিদ্যমান আছে, সেগুলিকেও আভিধানিক ভাবে বিদ্আৎ বলা যাইতে পারে অথচ শরিআতের পরিভাষায় ওগুলি কিছুতেই বিদ্আৎ পর্য্যায়ভুক্ত নয়। "সকল বিদআত্ গোম্‌রাহী", كل بدعة ضلالة রছুলুল্লাহর (দঃ) — এই উক্তির অন্তর্গত বিদ্আতের অর্থ দৃষ্টান্তবিহীন কার্য্যের সূচনা নয়, কারণ ইছলাম ধর্ম্ম, এমন কি রছুলগণ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত উক্তি ও আচরণ সমস্তই দৃষ্টান্তশূন্য কার্য্যাবলীর সূচনা! যে সকল কার্য্য রছুলুল্লাহ (দঃ) বৈধ করেন নাই, শুধু সেইগুলির সূচনাকে শরিআতের পরিভাষায় বিদআৎ বলা হইবে।

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় একক ভাবে এবং জামাআতের সহিত রামাযানে তারাবীহ পড়িয়াছিলেন এবং তৃতীয় অথবা চতুর্থ রজনীতে তারাবীহর জন্য প্রতীক্ষাকারীদিগকে বলিয়াছিলেন :—

তারাবীহ তোমাদের জন্য ফরয হইয়া পড়ার আশঙ্কা ছাড়া তোমাদের নিকট বহির্গত না হইবার অন্য কোন কারণ ছিলনা, অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহেই উহা পড়, কারণ

لم يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهة ان يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فان افضل الصلاة المرء في بيته الا المكتوبة –

ফরয নমায ছাড়া মানুষের পক্ষে নিজ গৃহেই অন্য সকল নমায সমাধা করা উত্তম।

এই হাদিছ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, জামাআতের জন্য বহির্গত হইবার কারণ বিদ্যমান আছে আর ফরয হইবার আশঙ্কা না থাকিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) অবশ্যই শেষপর্য্যন্ত তারাবীহর জামাআতের জন্য নির্গত হইতেন। হযরত উমর ফারুক আপন যুগে মুছলমানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে এক ইমামের পিছনে সমবেত এবং মছ্জিদ আলোকোজ্জ্বল করিলেন। তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎগুলিকে এক বিরাট জামাআতে রূপান্তরিত এবং আলোক মালায় মছজিদ সুশোভিত করার এই কার্য্য পূর্ব্বে করা হয় নাই বলিয়া আভিধানিক ভাবে উমর ফারুক (রাযিঃ) তারাবীহর জামাআৎকে বিদ্আৎ বলিয়াছিলেন অথচ শারআতের দিক দিয়া উহা বিদ্আৎ ছিল না, ছুন্নতের পরিপ্রেক্ষিতে উহা সৎকার্য্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ফরয ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলে উহার বিরতি ঘটিত না এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের ফলে ফরয ঘটিবার আশঙ্কা তিরোহিত হওয়ায় তারাবীহর জামাআৎ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করার বাধা বিদূরিত হইল। *

রছুলুল্লাহর (দঃ) তিরোভাব পর্য্যন্ত কোরআন অবতীর্ণ হইতে থাকে, সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় উহা একত্রিত ভাবে সম্পাদিত করা সম্ভবপর ছিল না। হযরতের পরলোক গমনের পর কোর্আন সমাহরণের কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। আভিধানিক ভাবে এই সংগ্রহকার্য্য বিদ্আৎ হইলেও শরিআতের দিক দিয়া বিদ্আৎ নয়।

হযরত আবুবক্র ছিদ্দিক (রাযিঃ) তাঁহার শাসনকালে যাকাতের বিধান অমান্যকারীদের— সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হযরত উমরের— (রাযিঃ) খিলাফতে খায়বরের ইহুদী ও নজ্রাণের খৃষ্টানগণ তাহাদের জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। হযরত উছ্মান বিনে আফ্ফান (রাযিঃ) কোর্আনের সাতপ্রকার পাঠকে এক ও অভিন্ন কির্আতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। হযরত আলি মুর্ত্তযা (রাযিঃ) খলিফায় বর্হক হওয়া সত্ত্বেও

* ছিরাতে মুছ্তাকিম, :৩২—১৩৩ পৃঃ।

www.ahehadeethbd.org

করিয়া দিতেছি। ইমাম ছাহেব বলিতেছেন :— তারাবীহর নমায শরিআতে বিদ্‌আৎ নয়, বরং রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও আচরণসূত্রে উহা ছুন্নৎ! কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য রামাযানের ছিয়াম ফরয করিয়াছেন এবং আমি তোমাদের জন্য রামাযানের কিয়াম ছুন্নৎ করিতেছি।

ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه

* তারাবীহর জামাআতও বিদ্‌আৎ নয়, বরং উহা শরিআতে ছুন্নত। স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযান মাসের প্রথম ভাগে দুই রাত্রি কেন, তিন রাত্রি পর্য্যন্ত জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়িয়াছিলেন আর রামাযানের শেষ দশকের ভিতর দুই তিন বার নয়, বহু বার তারাবীহর জামাআৎ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইমামের চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি— ইমামের সহিত তারাবীহ পড়িতে থাকিবে, তাহার জন্য সমস্ত রাত্রির কিয়ামের ছওয়াব লিখিত— হইবে।

ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة —

✦ ছুননের সংকলয়িতাগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহর জামাআৎ এতদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, ছাহাবাগণ প্রভাতী খাইবার অবসর পাইবেনা বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই হাদিছ সূত্রে— ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এককভাবে পড়া অপেক্ষা জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়া আফ্‌যল। রছুলুল্লাহর (দঃ) বর্ণিত উক্তি জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার জন্য প্রেরণা দান করে এবং হয্‌রতের উল্লিখিত উক্তি ইঙ্গিত করিতেছে যে, তারাবীহর জামাআৎ শুধু ছুন্নৎ নয়, বরং ছুন্নৎ অপেক্ষা অধিকতর তাকিদের বিষয়বস্তু! হয্‌রতের (দঃ) জীবদ্দশায় ছাহাবাগণ মছজিদে নববীতে জামাআৎ করিয়া তারাবীহ পড়িতেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) মৌনসম্মতি উহার ছুন্নৎ হইবার পক্ষে যথেষ্ট। হযরত উমরের "তারাবীহর জামাআৎ কি সুন্দর বিদ্‌আৎ"—উক্তির সাহায্যে যাহারা তারাবীহর জামাআৎকে বিদআৎ প্রমাণিত করিতে চাহে তাহারা ছাহাবার উক্তিকে দলীলরূপে মান্যকরে কি? যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দ্দেশের অপ্রতিকূল ছাহাবার উক্তি গ্রহণীয় না হয়, তাহা হইলে হয্‌রতের নির্দ্দেশের প্রতিকূল ছাহাবার উক্তি কেমন করিয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে? আর যাহারা ছাহাবার উক্তির— প্রামাণিকতা স্বীকার করে, তাহারাও রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদিছের প্রতিকূল ছাহাবার উক্তি গ্রাহ্য করে না। মোটের উপর যাঁহারা ছাহাবার উক্তির প্রামাণিকতা স্বীকার করেন (যথা হানাফী) আর যাঁহারা স্বীকার করেন না (যথা শাফেয়ী)। উভয়পক্ষের কেহই হয্‌রত উমরের উক্তির সাহায্যে তারাবীহর জামাআতের বিদ্‌আৎ হওয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন না। অধিকন্তু হযরত উমরের তারাবীহকে বিদ্‌আৎ বলার তাৎপর্য্য শারায়ী বিদ্‌আৎ নয়, তাঁহার উক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে আভিধানিক বিদআৎ! অভিধানে বিদ্‌আতের তাৎপর্য্য ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়, অর্থাৎ

كل فعل ابتداء من غير مثال

যাহার কোন নজির নাই, এরূপ কার্য্যাবলীর সূচনাকে অভিধানে বিদ্‌আৎ বলে। আর

مالم يدل عليه دليل شرعي

ধর্ম্মীয় বিদ্‌আৎ বলে যে সকল কার্য্যের শরিআতে স্পষ্ট বা গৌণ প্রমাণ নাই। হযরতে (দঃ) স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দ্দেশের সাহায্যে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর যে সকল কার্য্যের বৈধতা বা অপরিহার্য্যতা— প্রতিপন্ন হইয়াছে, অথবা হযরতের (দঃ) উক্তিদ্বারা মোটামুটি ভাবে সাব্যস্ত হইলেও তাঁহার (দঃ) বিয়োগের পর যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে যেমন যাকাতের কিতাব, যাহা আবুবক্‌র (রাযিঃ) সংকলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর উহা কার্য্যকরীকরা হইয়াছিল, এ সমস্তকার্য্যকে অভিধান সূত্রে বিদ্‌আৎ বলা শুদ্ধ হইবে। স্বয়ং যে ধর্ম্ম রছুলুল্লাহ (দঃ) বহন করিয়া আনিয়াছিলেন আভিধানিকভাবে বিদ্‌আৎ

* ইহার উল্লেখের জন্য দেখ— শাবান সংখ্যা তর্জুমান।

✦ এই হাদিছের বরাত প্রবন্ধের দুইস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ও মুহ্দাছ (নবাবিষ্কৃত) বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে সকল মুহাজির মক্কা হইতে হাবশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোরায়শের দূতরা সম্রাট্ নাজ্জাশীকে বলিয়াছিল,—ইহারা উহাদের পিতৃ-পিতামহগণের ধর্ম্ম হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং সম্রাটের ধর্ম্মেও দীক্ষিত হয় নাই, উহারা এক নবাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত ধর্ম্মমত পালন করিয়া থাকে। অধিকন্তু যে সকল কার্য্যের বৈধতার প্রমাণ প্রকাশ্য বা গৌন ভাবে কোরআন ও ছুন্নতে বিদ্যমান আছে, সেগুলিকেও আভিধানিক ভাবে বিদ্আৎ বলা যাইতে পারে অথচ শরিআতের পরিভাষায় ওগুলি কিছুতেই বিদ্আৎ পর্য্যায়ভুক্ত নয়। "সকল বিদআত্ গোম্রাহী", كل بدعة ضلالة রছুলুল্লাহর (দঃ)—এই উক্তির অন্তর্গত বিদ্আতের অর্থ দৃষ্টান্তবিহীন কার্য্যের সূচনা নয়, কারণ ইছলাম ধর্ম্ম, এমন কি রছুলগণ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রচারিত উক্তি ও আচরণ সমস্তই দৃষ্টান্তশূন্য কার্য্যাবলীর সূচনা! যে সকল কার্য্য রছুলুল্লাহ (দঃ) বৈধ করেন নাই, শুধু সেইগুলির সূচনাকে শরিআতের পরিভাষায় বিদআৎ বলা হইবে।

ان هؤلاء خرجوا من دين لبائهم ولم يدخلوا فى دين الملك، و جاءوا بدين محدث لا يعرف —

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় একক ভাবে এবং জামাআতের সহিত রামাযানে তারাবীহ পড়িয়াছিলেন এবং তৃতীয় অথবা চতুর্থ রজনীতে তারাবীহর জন্য প্রতীক্ষাকারীদিগকে বলিয়াছিলেন :—

لم يمنعنى ان اخرج اليكم الا كراهة ان يفرض عليكم، فصلوا فى بيوتكم فان افضل الصلاة المرء فى بيته الا المكتوبة —

তারাবীহ তোমাদের জন্য ফর্য হইয়া পড়ার আশঙ্কা ছাড়া তোমাদের নিকট বহির্গত না হইবার অন্য কোন কারণ ছিলনা, অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহেই উহা পড়, কারণ ফর্য নমায ছাড়া মানুষের পক্ষে নিজ গৃহেই অন্য সকল নমায সমাধা করা উত্তম।

এই হাদিছ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, জামাআতের জন্য বহির্গত হইবার কারণ বিদ্যমান আছে আর ফর্য হইবার আশঙ্কা না থাকিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) অবশ্যই শেষপর্য্যন্ত তারাবীহর জামাআতের জন্য নির্গত হইতেন। হযরত উমর ফারুক আপন যুগে মুছলমানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে এক ইমামের পিছনে সমবেত এবং মছ্জিদ আলোকোজ্জ্বল করিলেন। তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎগুলিকে এক বিরাট জামাআতে রূপান্তরিত এবং আলোক মালায় মছজিদ সুশোভিত করার এই কার্য্য পূর্ব্বে করা হয় নাই বলিয়া আভিধানিক ভাবে উমর ফারুক (রাযিঃ) তারাবীহর জামাআৎকে বিদ্আৎ বলিয়াছিলেন অথচ শরিআতের দিক দিয়া উহা বিদ্আৎ ছিল না, ছুন্নতের পরিপ্রেক্ষিতে উহা সৎকার্য্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ফর্য ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলে উহার বিরতি ঘটিত না এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের ফলে ফর্য ঘটিবার আশঙ্কা তিরোহিত হওয়ায় তারাবীহর জামাআৎ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করার বাধা বিদূরিত হইল। *

রছুলুল্লাহর (দঃ) তিরোভাব পর্য্যন্ত কোরআন অবতীর্ণ হইতে থাকে, সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় উহা একত্রিত ভাবে সম্পাদিত করা সম্ভবপর ছিল না হযরতের পরলোক গমনের পর কোর্আন সমাহরণের কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। আভিধানিক ভাবে এই সংগ্রহকার্য্য বিদ্আৎ হইলেও শরিআতের দিক দিয়া বিদ্আৎ নয়।

হযরত আবুবক্র ছিদ্দিক (রাযিঃ) তাঁহার শাসনকালে যাকাতের বিধান অমান্যকারীদের—সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হযরত উমরের—(রাযিঃ) খিলাফতে খায়বরের ইহুদী ও নজ্রাণের খৃষ্টানগণ তাহাদের জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। হযরত উছ্মান বিনে আফ্ফান (রাযিঃ) কোর্আনের সাতপ্রকার পাঠকে এক ও অভিন্ন কির্আতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। হযরত আলি মুর্ত্তযা (রাযিঃ) খলিফায় বর্হক হওয়া সত্ত্বেও

* ছিরাতে মুছ্তাকিম, ১৩২—১৩৩ পৃঃ।

ছালেছের সাহায্যে মোআবিয়া আমিরের সহিত আপোষ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। খলিফা চতুষ্টয়ের এই সকল আচরণকে আভিধানিক ভাবে বিদ্‌আং বলা যাইতে পারে, তাই বলিয়া তাঁহাদের আচরণগুলি শরিআতের পরিভাষাতে গোনাহ্‌ ও বিদ্‌আং বলিয়া গণ্যকরা হইবে না, কারণ তাঁহাদের আচরণসমূহের প্রত্যেকটীর জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতে প্রকাশ্য বা গৌণ নির্দ্দেশ বিদ্যমান আছে। তারাবীহর জামাআতের জন্যও রছুলল্লাহর (দঃ) অনুমতি, আচরণ ও সম্মতি মওজুদ রহিয়াছে সুতরাং খোলাফায় রাশেদিনের বর্ণিত অন্যান্য আচরণগুলির ন্যায় তারাবীহর জামাআৎকে আভিধানিক ভাবে উমর ফারুক (রাযিঃ) বিদ্‌আং বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শরিআতের দৃষ্টিভঙ্গীতে উহা ছুন্নৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।

رزقنا الله وایاکم متابعة حبیبه المصطفی
و مجانبة الهوی والعاقبة للتقوی واخر دعوانا
ان الحمد لله رب العلمین –

আসিয়াছে রামাযান।

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

বরষের পরে হরষ লইয়া আসিয়াছে রামাযান,
কে, আছ কোথায় পাপী তাপীজন দাও ঢালি মনপ্রাণ।
একটী বছর ক'রে অবহেলা,
করেছ কেবলি শুধু ধূলাখেলা,
হারাইওনা আর এমন সুযোগ—এ হেন মহান দান।

এ মাসে সাধনা সিদ্ধি লভিল,
হেরাগুহা হ'তে যে জ্যোতি ভাতিল
মুস্‌লিম পেল ভাগ্য লিপি সে কোরানের অবদান।

এক জাতি হ'তে কাড়ি অধিকার
দিল পুনঃ ধরা শাসনের ভার
তোমাদেরি পর হে, মুস্‌লিম জাতি! এই মাসে রহমান।

হিংসা ও দ্বেষ, স্বার্থ ভুলিয়া
বহাইয়া দাও প্রেমের দরিয়া
মিলনের মাস, ধৈর্য্যের মাস, এ মাস মাহে আমান।

হৃদি-মন্দির হতে ভাঙ্গি' বুত,
দূর করি' দিয়া সকল তাগুত,
বসাও তথায় প্রাণাধিকে একা বলো "কারো নাই স্থান"।

www.ahehadeethbd.org

আঁধারে একেলা জাগিয়া কাঁদিয়া
ধুয়ে মুঁছে ফেলো আঁখি জল দিয়া
সব পাপ তাপ সকল কালিমা তবে হবে পরিত্রাণ!

কত অসহায় ছেহ্‌রী না পায়
ইফ্‌তার তরে কিছু জোটে নাই
তুমি রোযা খোল কত যে ন্যা'মতে দেখাও রোযার ভান।

সংযত বাক সংযত মন
চিন্তা ও কাজে সাধু-আচরণ
না হইলে হবে, রোযা যে যে বিফল, রবেনা রোযার মান।

হৃদয়ের কালি যদি না মুছিল,
সম-বেদনার ভাব না জাগিল,
দিবা অনাহারে, রাতি জাগরণে বৃথা তব অভিযান।

রামাযান-শেষে নতুনের বেশে
খাটী মুসলিম রূপে দেশে দেশে
সার্থক ক'রে মোদের জীবন গাহিব বিজয় গান।

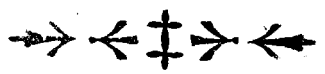

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم –

রামাযানের সাধনা ও ঈদের জশন মুবারক!

তর্জুমানুল হাদিছের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের খিদ্‌মতে আমরা সমাগত রামাযানুল মুবারক ও আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিত্‌রের—মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আতপতাপ দগ্ধ বাৎহার মরুপ্রান্তরে জবলে-নূরের এক নিভৃত গুহায় বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠোর নিরম্বু উপবাসের ভিতর দিয়া উন্নত ও বিশুদ্ধ জীবনের সন্ধানে যে ধ্যানসাধনা উদ্‌যাপিত হইতেছিল তাহার পরম সার্থকতা ও চরমসিদ্ধি ঘটিয়াছিল রামাযানের মুবারক মাসে। আজো যাহারা উন্নত ও বিশুদ্ধ জীবনপথের যাত্রী হইবার অভিলাষী,—তাহাদিগকে তাহাদের দেহ, মন ও চরিত্রকে শোধিত করার উদ্দেশ্যে এই পবিত্র মাসে ছিয়ামের সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। মানবত্বের উচ্চতম বিকাশ ও চরমোৎকর্ষদ্বারাই ফেরেশ্‌তা-বাঞ্ছিত উর্দ্ধলোকের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়, সুতরাং দেহ, মন ও বাক্যের সংযম (ছিয়াম) দ্বারা যাঁহারা আলোকোজ্জ্বল উর্দ্ধলোকের সহিত সংযোগ সাধনের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! তাঁহাদের উদ্দেশ্যে

www.ahehadeethbd.org

Contents

আমরা তর্জুমানের দীনসেবকগণ আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এক মাস ধরিয়া ছিয়ামের কঠোর তপস্যা দ্বারা যাঁহারা প্রবৃত্তির চপলতাকে আয়ত্তে আনিয়া নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সহনশীলতার লাগাম তাহার মুখে পরাইতে সক্ষম হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের সুষুপ্ত ও মরণোন্মুখ "খুদী"কে সচেতন ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে এবং প্রবৃত্তি ও কামনার সভায় "খুদী"কে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দান করিতে সমর্থ হইবেন,—তাঁহাদিগকে 'রহ্‌মৎ' ও 'মগ্‌ফিরাতে'র বিজয়মাল্যে ভূষিত করার জন্য ঈদুলফিতরের আনন্দমুখরিত উৎসব প্রতীক্ষমান হইয়া আছে। ঈদের বিজয়-সমারোহে আমাদের যে সকল খোশ-নছিব বন্ধু বান্ধব ও হিতৈষী-বর্গ স্থানলাভ করার সুযোগ পাইবেন, তাঁহাদিকে তাঁহাদের জয়যাত্রা ও কাম্‌ইয়াবির জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ প্রদান করিতেছি।

هنيئًا لار باب النعيم نعيمها
وللعاشق المسكين مايتجرع !

ছাদাকাতুল ফিত্‌র :

ছিয়ামের সাধনপথে ভ্রান্তি ও পদস্খলনের যে সকল অভিশাপ সাধককে বিব্রত ও সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়, সে গুলির প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) কল্পে এবং দেহের পরিপুষ্টি ও সংরক্ষণ যে খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তাহার পরিশুদ্ধির নিমিত্ত রছুলুল্লাহ (দঃ) খুর্মা, যব, কিশমিশ, পনির এবং অন্যান্য প্রধান খাদ্যবস্তুর (চাউল ও গম প্রভৃতি) এক ছা অর্থাৎ ৮০ তোলা ওযনের প্রায় পৌনে তিন সের ফিৎরা প্রদান করা ফর্য করিয়াছেন। প্রধান খাদ্যবস্তুর পরিবর্ত্তে উহার মূল্য অথবা এক ছা'র পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ ছা' দ্বারা ফিৎরা প্রদান করার অনুমতি রছুলল্লাহর (দঃ) উক্তি বা আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নাই। যাহা অখাদ্য যেমন ধান, তদ্দ্বারা ফিৎরা আদা হইবেনা, ধানের খোসা বাদ দিয়া চাউলের ওযন যদি এক ছা' হয়, কোন কোন বিদ্বান সেই পরিমাণ ধানের সাহায্যে ফিৎরা পরিশোধ করা জায়েয হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু খোসাশুদ্ধ এক ছা' ধানের সাহায্যে ফিৎরা আদা হইবে, এরূপ কথা কোর্‌আন, ছুন্নৎ, এবং বিশ্বস্ত উলামার উক্তির ভিতর বিদ্যমান নাই। ধণিকগণ তাহাদের মওজুদ ধনের যে যাকাৎ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা ফিৎরার ফর্যিয়ৎ বাতিল হয় নাই, যাকাতের ন্যায় ফিৎরা ধনশুদ্ধির জন্য ব্যবস্থিত নয়, উহা দেহশুদ্ধির যাকাৎ! প্রত্যেক ধনী ও দরিদ্র, শিশু ও নারী, বৃদ্ধ ও যুবকের পক্ষে ফিৎরা অবশ্য পরিশোধ্য। ঈদের প্রভাতে দুইসন্ধ্যা খোরাকীর অতিরিক্ত এক ছা' যাহার ঘরে মওজুদ রহিয়াছে, ঈদ্‌গাহের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে ফিৎরা পরিশোধ করিতে হইবে।

যাকাতের ন্যায় ফিৎরাকে বিভিন্নরূপী ব্যয়ের খাতে বরাদ্দ করার বলিষ্ঠ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। ক্ষুধার জ্বালায় যাহাতে কোন মুছলমানকে ঈদের দিন কষ্ট পাইতে না হয় আর যাহারা প্রকৃত ভিক্ষুক, ঈদের আনন্দোৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে তাহাদিগকে যেন হস্ত প্রসারিত করিয়া বেড়াইতে না হয়, প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই ফিৎরা ব্যয় করার নির্দ্দেশ ছহিহ্‌ হাদিছে প্রদত্ত হইয়াছে, ব্যয়ের অন্যান্য আব্‌ওয়াব আনুসঙ্গিক মাত্র!—পাকিস্তান সরকার সমুদয় হেঁয়ালি ও গোঁজামিল বাদ দিয়া যদি কোর্‌আন ও ছুন্নতের নির্দ্দেশিত শাসনপদ্ধতীর অনুসরণ ও প্রবর্ত্তনের দ্বিধাহীন ও দ্ব্যর্থশূন্য ভাষায় প্রতিশ্রুতি দেন এবং রাষ্ট্রের শাসকবর্গ নিজেদের এবং মুছ্‌লিম নাগরিকবৃন্দের ভিতর অন্ততঃপক্ষে শুধু নমাযের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রতী হইতে পারেন তাহা হইলে আর যত প্রকার ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকুক না কেন, পাকিস্তান সরকারের হাতেই যাকাৎ ও ফিৎরা অর্পণকরা সঙ্গত হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রের—কর্ণধারগণ ইছ্‌লামি ষ্টেটের প্রথম অনিবার্য্য আচরণ "ইকামতে ছালাৎ,"——নমায প্রতিষ্ঠার কার্য্য অপেক্ষা বিলাস ব্যসন ও প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে অধিকতর যরুরী Emergent মনে করিয়া থাকিলে তাঁহারা যাকাৎ ও ফিৎরা দাবী করার অধিকারী হইবেননা।

www.ahehadeethbd.org

Contents

কোন লাদিনি ও বেনমাযি স্টেটের হস্তে ছাদাকাতুল ফিত্‌র বা যাকাৎ অর্পণ করিলে তাহা শরিআতের দৃষ্টিতে কদাচ গ্রাহ্য হইবেনা।

তর্জুমানুল হাদিছের দাবী ঃ

পবিত্র ঈদের আনন্দ কোলাহলের ভিতর এক মুহূর্ত্তের জন্য তর্জুমানুলহাদিছের কথা স্মরণ করিতে আমরা সকল মুছলমানকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কোর্‌আন ও হাদিছ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত—জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা ও প্রচারণার কার্য্য পূর্ব্বপাকিস্তানে একমাত্র 'তর্জুমানুল হাদিছ' পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। নাস্তিকতা, জড়োপাসনা এবং দল, গোষ্ঠি ও স্বার্থসম্পর্কিত সমুদয় ভেদবুদ্ধিকে পদদলিত করিয়া মুছলমানগণের অধ্যাত্ম, আখ্‌লাক, তামাদ্দুন, রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক-জীবনকে রামমোহনী, কম্যুনিস্টিক অথবা ডেমোক্রাটিক ইছ্‌লামের পরিবর্ত্তে আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ মোছ্‌তফা (দঃ) কর্ত্তৃক প্রচারিত অবিমিশ্র ইছ্‌লামি ব্যবস্থাদ্বারা নিয়ন্ত্রিতকরার যে আহ্বান ও আন্দোলন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছের বংশধর ও স্থলাভিষিক্তগণ দুই শতাব্দীপূর্ব্বে পাক-ভারতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারি পতাকাবাহীরূপে 'তর্জুমান' পূর্ব্বপাকিস্তানে মাসে মাসে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেও একাধিকবার স্বীকার করিয়াছি এবং আজও মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদের ফিরিঙ্গি অমানিশায় মোহাম্মদী ইছ্‌লামের প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা ধারণ করিবার জন্য মন, মস্তিষ্ক ও বাহুর যে বিক্রম ও দৃঢ়তা আবশ্যক,—তর্জুমানের দীন সেবকগণের তাহা নাই। অথচ আজ সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইছ্‌লামি কর্ত্তব্য ইহাই! কোর্‌আন ও হাদিছের বাহকরূপে বাঙ্গালা ও—আসামে অহে্‌লেহাদিছগণ কিছুদিন পূর্ব্বেও ধর্ম্মীয় ও তামাদ্দুনী জীবনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন, আজ আদর্শের প্রতি লক্ষ্যহীনতা, ভেদবুদ্ধির আতিশয্য এবং কর্ম্মবিমুখতা তাহাদিগকে বিধ্বস্তির শেষ স্তরে পৌছাইয়া দিয়াছে। চতুর্মুখী নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমরা কেবল আল্লাহর রহমৎকে সম্বল করিয়া আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। 'তর্জুমানুলহাদিছ' যে আন্দোলনের মুখপত্র রূপে প্রচারিত হইতেছে, তাহার মর্ম্মবাণী, আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত বিগত নয় মাস ধরিয়া পাঠকবর্গের ক্রমাগত পরিচয় ঘটিয়া আসিতেছে। যে সমৃদ্ধ—মাসে পবিত্র কোরআনের আগমন সূচিত হইয়াছিল, তাহারি বিজয়োৎসবে মুছলমানগণ যখন আনন্দমুখর হইয়া উঠিবেন, সেই শুভমুহূর্ত্তে কোর্‌আন ও হাদিছের তব্‌লীগ ও দা'ওয়াতের জন্য প্রতিষ্ঠিত জম্‌ঈয়ৎ ও তাহার প্রতিনিধি 'তর্জুমান' কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথাও একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হইবে না কি?

سر روحانیاں داری ولے خود را ندیدستی
بخواب خود درآ تا قبلۂ روحانیاں بینی!

তর্জুমানের দফ্‌তরে মাননীয় অতিথি ঃ

পূর্ব্বপাকিস্তান সরকারের অন্যতম মন্ত্রী জনাব মওলবী হাছানআলি আহ্‌মদ ছাহেব এম, এ, বি, এল সরকারী কার্য্যোপলক্ষে পাবনায় আসিয়াছিলেন। ২২শে মে তারিখের প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রাস্তা, ঘাট পুল ও বাঁধ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, বিভিন্ন পার্টির নিমন্ত্রণরক্ষা, সরকারী ও—বেসরকারী সাক্ষাৎ মুলাকাৎ এবং টাউনহলের জনসভায় বক্তৃতাদান ইত্যাদি নানারূপী কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের দফ্‌তর এবং আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস পরিদর্শন করার সময় ও সুযোগ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। রাত্রি আটটার পর জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সমভিব্যাহারে মন্ত্রীমহোদয় তর্জুমান—সম্পাদকের বাসভবনে তশ্‌রিফ আনেন। সম্পাদকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটী দর্শন করিয়া তিনি প্রীত হন। জম্‌ঈয়ৎ ও প্রেসের কর্ম্মীগণের সহিত পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত আলাপের পর তিনি জম্‌ঈয়তের দফ্‌তর, প্রেস এবং সন্নিহিত জামেমছ্‌জিদ পরিদর্শন করেন।

কোর্‌আন ও ছুন্নতের প্রচার-সঙ্ঘগুলি আমাদের দাসত্বের জাহেলীযুগ হইতে নিদারুণ উপেক্ষার—সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে

www.ahehadeethbd.org

Contents

রাজনৈতিক ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির বাহনস্বরূপ যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয়, ওগুলির মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করা আজ পর্য্যন্ত ততটা আবশ্যক বিবেচিত হয়নাই। এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মাননীয় মওলবী ছাহেবের অযাচিত অনুগ্রহ জম্‌ঈয়তের সেবক ও কর্ম্মীদিগকে কিছুটা আশান্বিত করিতে পারিয়াছে। আমরা নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের পক্ষ হইতে মওলবী ছাহেব মওছুফকে আন্তরিক ধন্যবাদ—জানাইতেছি।

পাকিস্তানের উপেক্ষিত আদর্শ ঃ

লক্ষ্যের স্পষ্টতা এবং আদর্শের দৃঢ়তা একটী রাষ্ট্রকে কি পরিমাণ নিরাপদ ও শক্তিশালী করিতে পারে, রুশের আদর্শবাদী (Ideological) সাম্রাজ্য তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ নাৎসী জার্মানীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে রুশের আর পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকার প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। রুশ তাহার অধিকৃত অঞ্চলে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে নাৎসীবাদের জীবাণুগুলিকে এরূপভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে যে, জার্মানীর পূর্ব্বাঞ্চল পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত—কম্যুনিজ্‌মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। বিগত মে দিবস উপলক্ষে রুশীয় বার্লিনে লক্ষলক্ষ জার্মান কম্যুনিস্ট যুবক স্বয়ং শোভাযাত্রা পরিচালনা করে। শাসন-সৌকার্য্যের ভার অতঃপর রুশ তাহার শিষ্য জার্মান-কম্যুনিস্টদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া পূর্ব্বজার্মানীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। সম্প্রতি কন্‌ট্রোল কমিশনের চারজন ফওজী সদস্যের পদ চারজন জার্মান নাগরিককে অর্পণ করা হইয়াছে, কন্‌ট্রোল কমিশনের সদস্য সংখ্যা—শতকরা কুড়ি হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত কমাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ধর্ম্মহীন রুশের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং উহাকে জগজ্জয়ী করার প্রবল স্পৃহা ও চেষ্টার যে প্রমাণ উপরিউক্ত ঘটনা হইতে সাব্যস্ত হয়, তাহার মুকাবিলায় ধার্ম্মিক পাকিস্তানের অবস্থা কি? মুছলমানগণ তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, আচরণ ও তামাদ্দুনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি এবং সেই স্বাতন্ত্র্য ভারতের যুক্ত জাতীয়তার পরিবেশে রক্ষা পাইবেনা বলিয়াই পাকিস্তান দাবীর উদ্ভব ঘটে। আল্লাহর দরবারে এবং বিশ্বসভায় পাকিস্তানের দাবী আংশিক ভাবে গ্রাহ্য হইলেও যে ধর্ম্মীয় ও তামাদ্দুনী স্বাতন্ত্র্যের বুনিয়াদে এই দাবী জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল, পাকিস্তান কায়েম হইবার পর তিন বৎসর কালের মধ্যে তাহার মর্য্যাদা কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে? নাস্তিক রুশ পাঁচ বৎসরের মধ্যে জার্মানীতে যে ইন্‌ক্লাব সৃষ্টি করিয়াছে, আল্লাহর প্রতি আস্থাবান এবং তাঁহার সার্ব্বভৌমত্বে বিশ্বাসী পাকিস্তান, 'কোরআনও ছুন্নাহ'র নির্দ্দেশিত শাসনতন্ত্র বিরচিত হইবে বলিয়া যে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তিন বৎসর কালের মধ্যে সেই মোমেন রাষ্ট্র আমাদের আড়ষ্ট ও কুণ্ঠরী জাতীয়-জীবনে তাহার সহস্রাংশ বিপ্লবও সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি?

ইছ্‌লামি আদর্শবাদের পুনরুজ্জীবন-সাধন সম্পর্কে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিনায়কগণের আপত্তি ও বাহানার অন্ত নাই, কিন্তু তাঁহারা দেশে বিদেশে অমিতব্যয়, বিলাসিতা, শরাব-কবাব এবং নটনটী চরিত্রের যে গায়ের ইছ্‌লামি অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সকল দুষ্কর্ম্মসাধনের ফুর্ত্তি ও সুযোগের কোনই অভাব তাঁহাদের নাই। আদর্শ যাহাদের এ রূপ চপল, লক্ষ্যে যাহাদের এরূপ অরুচি, শুধু বাক্যের বীরত্বে তাঁহারা জনসাধারণকে সাময়িক ভাবে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলার এই সকল স্থলাভিষিক্ত রাষ্ট্র ও জাতিকে রক্ষা করিবেন কি উপায়ে? সম্প্রতি রুশ, আমেরিকা ও বাগ্দাদে পাকিস্তানী নেতৃমণ্ডলী যে ইছ্‌লামি আদর্শবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া কতক সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে ইছ্‌লামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্ত্তে পাকিস্তানের কর্ত্তরা ইছ্‌লামি আদর্শবাদ এবং গণ-পরিষদের যুগান্তকারী উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে বিশ্ব সভায় একান্ত কৌতুক ও উপহাসের সামগ্রীতে পরিণত করিতেছেন মাত্র। সকল অবস্থা দেখিয়া ইক্‌বালের ভাষায় বলিতে হয়,—

www.ahehadeethbd.org

قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ !
رھرو درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ !

মছ্‌জিদ বিনিময় ঃ

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে জিজ্ঞাসিত হইতেছি যে, বাস্তুহারা মুছলমানগণ হিন্দুস্তানের পরিত্যক্ত মছ্‌জিদগুলি তাঁহাদের বাসগৃহাদি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় হিন্দুদের হস্তে বিক্রয় বা তাহাদের গৃহাদির সহিত বিনিময় করিতে পারিবেন কিনা? এ সম্পর্কে শরিআতের সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দুস্তান হইতে যে-সকল মুছলমান বহিষ্কৃত অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পাকিস্তানে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব ভূসম্পত্তি এবং গৃহাদি হিন্দুদের নিকট বিক্রয় অথবা বিনিময়ের আকারে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু হিন্দুস্তানের মছ্‌জিদগুলি হিন্দুদের নিকট কোন আকারেই হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না। মছ্‌জিদগুলির উপর কাহারো কোন মালিকানাস্বত্ব বিদ্যমান থাকে না। যে সকল বিদ্বান—মছ্‌জিদ বিক্রয় বা স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়াছেন তাঁহারা ইছ্‌লাম ও মুছ্‌লিমজাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন কিন্তু পরিত্যক্ত মছ্‌জিদকে কাফেরের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করার অনুমতি পৃথিবীর কোন বিশ্বস্ত বিদ্বান আজ পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মছ্‌জিদের জমি কাফেরের যথেচ্ছ অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া কবিরা গোনাহ্‌। হিন্দুরা মুছলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া মছ্‌জিদগুলিকে কালীঘর, বেশ্যালয়, বাসগৃহ, ভাগাড় যাহা ইচ্ছা, করুক না কেন, তজ্জন্য মযলুম মুছলমানগণ ধর্ম্মতঃ দায়ী নহেন কিন্তু বিক্রয় অথবা বিনিময়ের সাহায্যে হিন্দুদিগকে এরূপ করার অধিকার প্রদান করিলে তজ্জন্য মুছলমানরাই অপরাধী ও দায়ী হইবেন। মছ্‌জিদের জমি ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভুক্ত, সাধারণ ভাবেই উহার বিক্রয়, বিনিময় ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ, মছ্‌জিদের জমি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মছ্‌জিদ থাকিবে।

দিল্লী-চুক্তির পর ঃ

নেহ্‌রু-লিয়াকৎ চুক্তির পর এক ডমিনিয়ন হইতে অপর ডমিনিয়নে যাতায়াত অনেকটা সুবিধাজনক ও নিরাপদ বিবেচিত হইতেছে, শুল্কবিভাগের হয়রানিও অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য, অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়, সংবাদপত্র সমূহের অবাধ প্রবেশাধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত মীমাংসাগুলি উভয় সরকার কর্ত্তৃক সন্তোষজনক বিবেচিত হইতেছে। বহু হিন্দু বাস্তুত্যাগী পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিয়াছে, অনেক মুছলমান হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছে। অনেকেই আশা করিতেছিলেন যে, উভয়রাষ্ট্রের অবস্থার অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের একটী বৃহৎ দল দিল্লী চুক্তিকে পণ্ড করিবার জন্য যেরূপ নির্লজ্জ এবং নির্জলা মিথ্যা প্রচারণা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং অধিকাংশ হিন্দু সংবাদপত্র মিথ্যারটনা, আতঙ্কসৃজনা এবং পাকিস্তানের—বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার যে কছ্‌রৎ করিয়া আসিতেছে তাহাতে চুক্তির ভবিষ্যৎ যে খুব আলোকোজ্জ্বল নাও হইতে পারে, সে সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান সরকার অবহিত আছেন কিনা, তাহা বলা দুঃসাধ্য। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অলিগলি পশ্চিম বাঙ্গালার চর, সাংবাদিক, হিন্দু মহাসভার প্রচারক এবং রাজনৈতিক প্রপাগ্যাণ্ডিষ্ট পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাহারা জামাই আদরে নিমন্ত্রণ খাইয়া—বেড়াইতেছে আর ঘরে ফিরিয়া 'চুক্তির শোচনীয় ব্যর্থতা'র বিবরণ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপাকিস্তানের হিন্দুদের ঘরে চুরি, ডাকাতি, হিন্দু নারী-ধর্ষণ, হিন্দু-হত্যা, হিন্দু গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনীর ফিহ্‌রিস্ত অবিশ্রান্ত ভাবে হিন্দুস্থানে পুস্তকাকারে ও সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে নিয়ত প্রচারিত হইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের নাকের উপর এই সকল নির্লজ্জ অভিনয় চলিতেছে কিন্তু এগুলিকে দমন করার কোন ব্যবস্থাই তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারিতেছেননা। আমরা জানি পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বেসরকারী ও নিরপেক্ষ পরিদর্শকের গমনাগমন সুগম করিবার মত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা পূর্ব্বপাক-সরকারের নাই, কিন্তু যেসকল নারকীয় অপপ্রচারণা পূর্ব্বপাকি-

www.ahehadeethbd.org

Contents

স্তানের বিরুদ্ধে অবিরত পরিচালিত হইতেছে,—দৃঢ়তার সহিত সেগুলির প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও কি তাহার নাই?

চন্দননগরের একখানি পত্র ঃ

ফরাসী চন্দননগরের সম্ভ্রান্ত মুছ্‌লিম পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, হিন্দুসাংবাদিকগণের বর্ণনামত পশ্চিমবাঙ্গালা সরকার মুছলমান বাস্তহারাদের কিরূপ উৎকট তাওয়াযো—করিয়া থাকেন—তাহা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আমরা উক্ত পত্রের সারাংশ সংকলিত করিয়াদিতেছি ঃ

১০ই জুন তারিখে ফরাসী চন্দননগরে আমাদের দেশে (!) গিয়াছিলাম। স্থানীয় পুলিশ ইনেস্পক্টরের নিকট আমাদের গৃহ সম্পত্তি দেখিবার জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে মারমুখো হইয়া বলেন, এখান হইতে চলিয়া যাও, আমি কিছু জানিনা। আমি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি এবং কোন উপায়েই আমাদের পাড়ায় প্রবেশ করিতে পারিনাই। আমাদের মহল্লা এবং চন্দননগরের উত্তরাংশের মুছলমান মহল্লাগুলিতে এখনো কোন মুছলমান প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা।—মুছলমানদের মহল্লা ও গৃহসম্পত্তি হিন্দুগুণ্ডাদের দখলে আছে। মুছলমানগণ নিকটস্থ হইলে গুণ্ডা কর্তৃক প্রহৃত ও অপমানিত হইতেছে। গুণ্ডার রাজা রামচাটার্জী সদলবলে প্রকাশ্য ভাবে চন্দননগর ও পার্শ্ববর্ত্তী ইলাকাসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মুছলমান দেখিলেই উৎপীড়ন করিতেছে। পাকিস্তান হইতে যাহারা প্রত্যাগমন করিতেছে তাহাদিগকে পাকিস্তানের গুপ্তচর ও আনছার বলিয়া হিন্দু জনসাধারণকে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইতেছে। ফরাসী চন্দননগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে যে সকল মুছলমান বাস করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণ হিঁদুয়ানি পোষাক পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুর বিদ্রূপ ও উৎপীড়নের মধ্যে পশুজীবন যাপন করিতেছে।

তৃতীয় বিশ্বসমরের সূচনা ঃ

পরবর্ত্তী বিশ্বযুদ্ধকে এড়াইবার ভান করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা নানারূপ কল্পনা-জল্পনার রঙীন স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। বেশী চালাকের দল সমরপ্রস্তুতি ও যুদ্ধায়োজনে সকল শক্তি নিয়োগ করাকেই যুদ্ধ বিরতির শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। দার্শনিকের দল যুদ্ধের সাম্ভাব্য-কারণসমূহ আবিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের উদ্ভাবিত সমাধান দ্বারা আগামী কুড়ি বৎসর কাল দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং যুদ্ধের আশংকা বিদূরিত হওয়ায় বিশ্ববাসী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। সেয়ানে সেয়ানে যতই কোলাকুলি হউক, যুদ্ধের নামে দুনিয়ায় যতই ঘন ঘন হৃৎকম্প হইতে থাকুক, দার্শনিকরা যুদ্ধের যত কারণই বিশ্লেষণ করুন আর সেয়ানার দল সেসকল কারণ বিদূরিত করিতে অগ্রসর হউক আর না হউক,—পরস্পর-বিরুদ্ধ যে দুই প্রকার জীবনপদ্ধতী আজ পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দকে দুইটী পরস্পর বিপরীত রক্তলোলুপ শত্রুদলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে একদলের জীবন অপর দলের মৃত্যুর কারণ হইয়া আছে; জীবন ও মরণের উক্ত আদর্শগত সংঘর্ষের বিদ্যমানতায় তৃতীয় বিশ্বসমরের ভয়াবহ অথচ অনিবার্য্য সূচনা হইতে জগদ্বাসীকে রক্ষা—করিবে কে?

ডিমোক্রাসীর ব্যর্থতা আর কম্যুনিজ্‌মের হিংস্রতা জাপানের কোরিয়ায় পুনরায় একনব অধ্যায় রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনজাপানযুদ্ধে এবং ১৯০৪ সালে রুশ জাপানযুদ্ধে কোরিয়ায় যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পুনরাভিনয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইল। বিগত বিশ্বযুদ্ধে রুশ, আমেরিকা ও ইংরাজ কোরিয়াকে—আশ্বাস দেয় যে, জাপানের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধশেষে কোরিয়া স্বাধীনতার ন্যায়ং উপভোগ করিবে। যুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তি বানরের পিঠা ভাগনীতির পুনরাবৃত্তি করিয়া কোরিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করে। উত্তর কোরিয়া রুশের তত্ত্বাবধানে আর দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকার হেফাযতে স্বাধীনতার শিক্ষানবিশী

www.ahehadeethbd.org

আরম্ভ করিয়া দেয়। 'অখণ্ড ভারত' আন্দোলনের ভাঁওতায় হিন্দুমহাসভা পন্থীদের পাকিস্তান জয় করিয়া লইবার দুঃস্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ স্বরূপ উত্তর কোরিয়া বিগত ১০ই আষাঢ় তারিখে 'অখণ্ড কোরিয়া' ধ্বনি করিতে করিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ বিরতি ফর্মূলা ব্যর্থ হইয়াগিয়াছে, প্রতারণা ও ভণ্ডামির মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার আশ্রিত দক্ষিণ কোরিয়াকে গলাধঃকরণ করার জন্য রাশিয়াকে এত সহজে কেমন করিয়া আমেরিকা অনুমতি দিবে? জাপান বিজেতা ম্যাকআর্থার তাই উত্তর কোরিয়াকে শায়েস্তা করার ভার পাইয়াছেন। আমেরিকার ঝোলা হইতে বিড়াল যখন মাথা বাহির করিয়াছে তখন রুশের সাম্যবাদের ডাণ্ডায় সে যে অচিরে ডাকিতে আরম্ভ করিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? কম্যুনিস্ট বাহিনী ফরমোজা অভিমুখী হইয়াছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন নির্দ্দিষ্ট সীমা পার হইলেই কম্যুনিস্ট বাহিনীকে মার্কিণ বাহিনীর সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতেহইবে। চীন যুদ্ধে রুশের স্বার্থে মার্কিন হস্তক্ষেপের ফল যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করিবে না তাহা কে বলিবে?

রামাযানের চাঁদ :—

পূর্ব্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মুছলমান কোন স্থান হইতেই শুক্রবারে রামাযানের চাঁদ দেখেন নাই বলিয়া শনিবারের ছিয়াম সম্বন্ধে বিভ্রাট ও মতানৈক্য সৃষ্টি হইয়াছে। শুক্রবারে করাচীর উদয়াচলে (মাৎলা') যদি রামাযানের নূতন চাঁদ পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সেই চাঁদ দেখা (রুয়তে হিলাল) এর উপর নির্ভর করিয়া শনিবার হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছিয়াম আরম্ভ করা ফরয হইত কিনা সে সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতভেদ আছে। বিশ্বস্ত বিদ্বানগণের একটী দল হযরত ইব্নে আব্বাছের হাদিছ সূত্রে এক স্থানের 'রুয়তে হিলাল' দূরবর্ত্তী জনপদের অধিবাসীগণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য মনে করেন—না, কিন্তু অধিকাংশ উলামা দূরবর্ত্তীগণের 'চাঁদ—দেখা'কেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু করাচীতে 'চাঁদ দেখা'র যে পদ্ধতী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আদৌ শারায়ী চাঁদ দেখা—রুয়তে হিলালের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। উড়ো জাহাযে চড়িয়া ১৫ হাজার ফিট উর্দ্ধলোক হইতে দূরবীনের সাহায্যে করাচীতে যে চাঁদ খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা মর্ত্তবাসীদের হিলাল নয় এবং ইছলামের সহজ ও স্বাভাবিক শরিআতে চাঁদ দেখার এই কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল,—অনিশ্চিত ও অস্বাভাবিক পদ্ধতীর কোন মূল্যই নাই, অনুরূপ ভাবে চাঁদ দেখা সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগও শরিআতে স্বীকৃত হয় নাই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নূতন চাঁদ পরিদৃষ্ট না হইলে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু অনুমান বা পঞ্জিকা অনুসরণ করিয়া ছিয়াম পালনকরা কঠোরভাবে—নিষিদ্ধ। বিমানের সাহায্যে মেঘলোক ভেদ করিয়া চাঁদ অনুসন্ধান পূর্ব্বক আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি একটা অসঙ্গত অস্বাভাবিক পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়! আমাদের সরকারী মওলানাগণ শনিবারের ছিয়ামকে কোন্ দলিলে গণনার অন্তর্ভুক্ত করিতে চান, জানিতে পারিলে পাকিস্তানের মুছলমানগণ আশ্বস্ত হইবে।

পাবনার নূতন সহযোগী :—

পহেলা আষাঢ় হইতে "বগুড়া-পাবনা হিতৈষী" নামক স্থানীয় প্রাচীন সাপ্তাহিক খানি নূতনভাবে মিঃ আযিযুল হক ছাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতেছে। জাতি গঠন এবং সমাজ সংস্কারের কার্য্যে সংবাদ পত্রের ক্ষমতা অসীম। পূর্ব্ব পাকিস্তানে যোগ্য ও নিরপেক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত সংবাদ পত্রের একান্তই অভাব। 'পাবনা হিতৈষী'র সাহায্যে অন্ততঃ পাবনার মূক জনগণের হৃদয়ের প্রকৃত অনুভূতি যদি বাক্‌শক্তি লাভ করার সুযোগ পায় তাহা হইলে উদ্যোক্তাগণের শ্রম সার্থক এবং পাবনার অধিবাসীবৃন্দ ধন্য হইবে। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন—কামনা করি।

www.ahehadeethbd.org

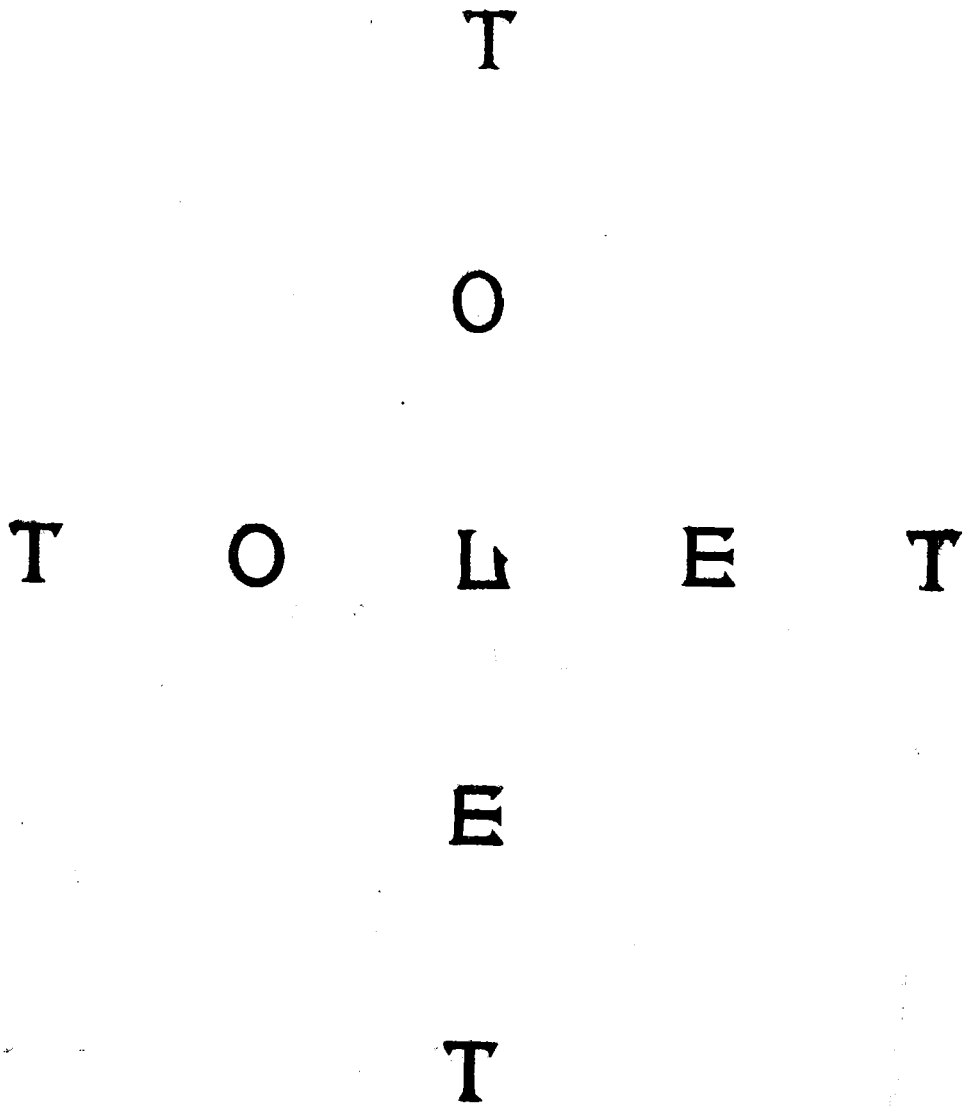

www.ahehadeethbd.org

পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের চির শত্রু

"ম্যালেরিয়া"

অপরিমিত মস্তিষ্কের শক্তি ব্যয়িত হয়েছে এই
মহাশত্রুর বিনাশের চিন্তায়—

গভর্ণমেণ্ট অভিযান শুরু করেছেন এর ধ্বংস সাধনের জন্য,

এড্রাক লেবোরিটারীর সাধনাও নিয়োজিত হয়েছে এই
পবিত্র ও মহান ব্রতে ;—

"কুইনোভিনা"

এই সাধনার অমৃত ফল।

ম্যালেরিয়া এবং যাবতীয় জ্বরারোগের ধন্বন্তরি তুল্য মহৌষধ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক একটিবার পরীক্ষা করুন।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যাল্স্,
পাবনা।

ব্রাঞ্চ—টানবাজার নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)।

Printed & Published by M. A. Kafee al Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, Pak Bengal. (E. P.)